প্রবর্ত্তক গ্রন্থাবলী

চণ্ডীদাস

(নাটক)

শ্রীমতিলাল রায়

[মূল্য দুই টাকা

চন্দননগর
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস হইতে
প্রকাশিত।

ফাল্গুন, ১৩৩১

সাধনা প্রেস, চন্দননগর।

উৎসর্গ

দেবি!

সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনী—তোমার হাতেই প্রেমের কবি, পিরীতির সাধক "চণ্ডীদাস" লীলা-নাট্য প্রেমের অবদানরূপেই অর্পণ করলুম, আদর করে' তুলে নিও। ইতি

তোমারই—

শ্রীমতিলাল রায়।

কবি-পরিচয়

—:*:—

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া যখন প্রেমমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস বসিয়া একমনে এই প্রেমের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস যে বীজ রোপন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য তাহারই অঙ্কুর মাত্র। কে জানে কবে সে প্রেমবৃক্ষ পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া সমস্ত ভারতের শোভা বৃদ্ধি করিবে?

চণ্ডীদাস বাঙ্গালীর কবি, চণ্ডীদাসের মধুর পদাবলী পাঠে বাঙ্গালী মুগ্ধ, বাঙ্গালীর প্রাণের কথা চণ্ডীদাস যেমন গুছাইয়া বিনাইয়া বলিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কোন কবিই সেরূপ সুস্পষ্ট অনন্ত ভাষায় বাঙ্গালীর মরমকথা বলিতে সমর্থ হন নাই। বাছিয়া বাছিয়া মধুর শব্দবিন্যাসে অনেকেই সিদ্ধহস্ত, কিন্তু মানুষের অন্তরের যে কথা—যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, অধ্যাত্ম দৃষ্টি ব্যতীত যাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহাকে টানিয়া সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিবার স্পর্দ্ধা অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। চণ্ডীদাস শুধু কবি নহেন, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অকারণে এতবড় উচ্চাসন নির্দ্দেশ করি নাই। যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, জগতে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে ভগবান স্তরের পর স্তর সাজা-ইয়া উহা সম্পন্ন করেন, এইরূপ বিভিন্ন স্তরের নামোল্লেখ করা

যাইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও শ্রীভগবান যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, জগদ্ব্যাপী সুবৃহৎ ব্যাপারেও তাহার অন্যথা হয় না।

একটী বীজ অপরটি অঙ্কুর, অধ্যাত্মভাষায় একটি প্রাজ্ঞ ভাব অপরটী বিরাট ভাব, শ্রীব্যাসদেব ছিলেন বীজ বা প্রাজ্ঞ অবতার, শ্রীকৃষ্ণ তারই অঙ্কুর অথবা বিরাট অবতার। বীজানুসারে সৃষ্টি ক্ষুদ্র ও বিরাট হইয়া থাকে। সর্ষপ বীজ কখনও বিশাল মহীরুহ সৃষ্টি করে না, জগতে যত ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে, তলাইয়া দেখিলে এই প্রাজ্ঞ ও বিরাট ভাবের ওতঃপ্রোতঃ বিকাশ দেখিয়া উৎফুল্ল হইতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে মহামহীরুহের বীজ বপন করিয়াছেন,তাহার বিরাট প্রকাশ কবে সার্থক হইবে কে বলিতে পারে? অঙ্কুর দেখিয়াও ইহার বিরাটত্ব অনুধাবন করা যায় না। যে বীজের সন্ধান জানে, যে বীজের পরিচয় পায়, সেই বলিতে পারে এই অঙ্কুরের পরিণাম কি এবং কতখানি।

চণ্ডীদাস এমন একটী বীজ বা প্রাজ্ঞ ভাব। আজ পাঁচশত বৎসরের অধিককাল সে বীজ বাংলার উর্ব্বরক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিরাট প্রকাশের এখনও পূর্ণ পরিণতি আসে নাই, মধ্যে শ্রীচৈতন্য কেবল তাহারই একটি মনোরম অঙ্কুর মাত্র। এই চারিশত বৎসর সে বাংলার অসংখ্য বৃক্ষরাজির মধ্যে আপনাকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ক্ষুদ্র যে সে অনতিকাল মধ্যেই কালের বক্ষে আত্মবিলয় করে। প্রকৃতি এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র বিকাশের গায় লইয়াই সৃষ্টিশক্তি পরিবর্দ্ধন করেন, বৃহৎই টিকিয়া যায়। যাহা বৃহৎ তাহাই সত্য, তাহাই সনাতন। চণ্ডীদাস অমর—চণ্ডীদাসের যে ভাব তাহা কোন স্থান,কালের আবহাওয়ায় ধ্বংস

হইবার নহে, সে অনন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; তাই বলি, শ্রীভগবান ভবিষ্যৎ ভারতের প্রমোদোদ্যানে যে সকল কল্পবৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবেন, চণ্ডীদাস তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

চণ্ডীদাসের কথা মনে হইলে প্রেমের কথাই মনে পড়ে। প্রেমই ছিল চণ্ডীদাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রেমের অনন্ত প্রকাশ চণ্ডীদাসের মধ্যেই নিহিত আছে। আজ বাংলার যশস্বী কবিগণ—যাঁহারা প্রেমের কবিতা লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত—তাঁহারা চণ্ডীদাসের শাখা প্রশাখা মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীজের পরিচয় না থাকিলে তাহার আদর কেহই করে না, চণ্ডীদাস যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগের লোক চণ্ডীদাসকে তেমন ভাবে বুঝে নাই, শ্রীগৌরাঙ্গের বিকাশেই বাংলার ভক্তমণ্ডলী চণ্ডীদাসের আদর করিতে শিখিলেন—কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, এখনও আমরা এই মহাপুরুষের সম্যক্ পরিচয় পাই নাই, পাইতে পারি না, তবে চক্ষু মুদিত করিয়া তাঁহার প্রেমচিত্রগুলি ধ্যান করিলে যে অপার আনন্দ উপভোগ করি, কবে সে প্রেমধারা সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া আমাদের ধন্য করিবে, এক্ষণে তাহাই চিন্তনীয়।

বীজ কখনও পৃথিবীর সংশয়মোচনের জন্য একেবারেই আপনার হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া সবখানি দেখাইয়া ধন্য হইতে চাহে না, সে উপেক্ষিত ভাবেই লোকচক্ষুর অগোচরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কেননা, লোকের হাততালির তোয়াক্কা সে রাখে না, নীরবে ভক্তের মত পাতার পর পাতা ছড়াইয়া সে ছুটিয়াছে বিশ্বপতির

আহ্বানে। তার দৃষ্টি উর্দ্ধে; নীচু দিকে তাহার চাহিতে নাই, তাই কবির ভাব কুহেলিকাময়ী, প্রাণের গোপন রহস্য না জানিলে যথার্থ কবির ভাষা হৃদয়গত করিবার উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের কবিতাবলীর মধ্যে ভবিষ্যতের যে সঙ্কেত আছে, তাহা বঙ্গীয় যুবকগণকে আয়ত্ত করিতে বলি, অনুভব করিতে বলি। আমরা সমালোচকের মত কবির ভাবগুলি বিশ্লেষণে টুকরা টুকরা করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিতে প্রয়াসী নহি, সে অবসর আমাদের নাই, ভবিষ্যৎ ভারতের হিরণ্ময় প্রাসাদ নির্ম্মাণের অমূল্য উপাদানগুলি যত্নে আমাদের আহরণ করিতে হইবে। আজ আমরা যে ভাগবত-মণ্ডলী সৃষ্টির জন্য উন্মত্ত হইয়াছি, চণ্ডীদাসই যে সে ভাবের মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁরই মন্ত্রশক্তি প্রভাবে আমরা কৃতকার্য্য হইব, ইহাই আমাদের আশা।

চণ্ডীদাস ছিলেন দুঃখের কবি। তিনি প্রেমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া সুখী হইতে পারেন নাই, প্রেম দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সে ভাব কার্য্যে পরিণত না হওয়া অবধি চণ্ডীদাসের শেষ হইবে না, তাই চণ্ডীদাসের দুঃখের প্রতিও তীব্র অনুরাগ ছিল। তিনি সুখের মধ্যেও দুঃখের ছায়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেন না, কেন না সুখকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে তিনি নিতান্তই নারাজ হইতেন। একটা পূর্ণতর প্রেমরাজ্য যে এত সহজে স্পষ্ট হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

চণ্ডীদাসের হৃদয় এত গভীর, এত উদার, যে তাহার অবধি নাই, মিলনের মধ্যেও তিনি তৃপ্তি পাইতেন না। চণ্ডীদাস যে মনুষ্য জাতির কবি, সমগ্র মানুষের মধ্যে প্রেমের বীজ রোপন করাই

যে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ছিল, সে কার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সুখ পাইতে পারেন না। তাই তিনি বলিতেন—

"কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
সুখ দুঃখ দুটী ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।"

আরও অধিক জোর দিয়া বলিয়াছেন—

"যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি"—

এই পিরীতিই প্রেমরাজ্যের প্রধান উপাদান। পাছে জ্বালা পাইয়া মানুষ পিরীতির পথে না আইসে, সেই জন্য বলিয়াছেন—

"সই পিরীতি না জানে যারা,
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ মানয়ে তারা?"

এ এক মস্ত প্রলোভন—জ্বালা সইয়া, দুঃখ পাইয়া এ পিরীতি সাধনে মানুষকে নিরত রাখাই ছিল চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্য!

(২)

চণ্ডীদাস যে পিরীতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, অধুনা কলুষিত-মনা নরনারী তাহা অতি কদাকার অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। পিরীতির নাম শুনিলেই নবীনগণের অধরে কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠে, মনে কামনার আগুন জ্বলিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে—শক্তি-সাধনরত চণ্ডীদাসকে বাশুলীদেবী প্রেমসাধনের জন্যই রজকিনী

রামীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং এই নিকষিত হেমস্বরূপ প্রেমলাভ করিয়া চণ্ডীদাস যে দিন গাহিলেন—

"শুন রজকিনী রামি,
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদ বাগিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা,
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা।
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।"

আশ্চর্য্য, তখনও এই অপার্থিব প্রেমের আদর্শ জনসাধারণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। সাধনার কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডীদাসকে এই অপার্থিব প্রেম লাভ করিতে হইয়াছিল। সুচরিত্র ব্রাহ্মণ যুবক সরলান্তঃকরণে গতানুগতিক সাধনপথই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি ঐকান্তিকচিত্তে দেবীর প্রস্তরমূর্ত্তির নিকট আত্মোৎসর্গ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, নিত্য নৈমিত্তিক ভোগরাগের সকল অনুষ্ঠান নিষ্ঠাপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া দেবীর তুষ্টি বিধানে যত্নপর ছিলেন। চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম ভক্তি ও তপঃপ্রভাবে অচেতন প্রস্তরমূর্ত্তি বাশুলীদেবী চৈতন্যময়ী হইয়া সাধককে সাধনমার্গ দেখাইয়া দিলেন।

দেবীর আদেশ লাভ করিয়া চণ্ডীদাস পৃথিবীর কথা ভুলিয়া গেলেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও রজকিনী রামীকে অকুণ্ঠিত-চিত্তে হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া লইলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাহাকেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিলে জিজ্ঞাসা করিতেন—যে চাপরাশ পাইয়াছ কি? ইহার অর্থ—ভগবদাদেশ না পাইলে ষোল আনা এক করিয়া কেহ কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না এবং এইরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না। কেন না, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবামাত্র স্বভাবতঃ সাধককে যে সকল ভীষণ বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, উহা অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট লাভ করিতে হইলে দৈবশক্তি লাভ করা চাই। চণ্ডীদাস এইরূপ আদেশ লাভ করিয়া, একদিন প্রভাতে অস্পৃশ্যা রজকিনীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিলেন—

"ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।"

এই ঘটনায় পৃথিবীর সহস্র অত্যাচার যে চণ্ডীদাসকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সদাচারী ব্রাহ্মণসন্তান রজকিনী রামীর প্রেমাকাঙ্খী, ইহা দেখিয়া সকলেই তাহাকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, দেবী আরাধনার অযোগ্য জ্ঞানে তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। চণ্ডীদাস তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। প্রবৃত্তির ইঙ্গিতে তিনি যদি রামীর প্রণয় অভিলাষ করিতেন, তাহা হইলে লজ্জা ঘৃণা ভয়ের প্রবল তাড়নায় হয়ত এই গর্হিত কার্য্য হইতে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতেন। রামীর সহিত একত্র প্রেমের সাধনা করিতে হইবে, এই আদেশ প্রত্যক্ষভাবে

বাশুলী দেবীর নিকট হইতে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মানুষের নিন্দিত হইবেন বলিয়া তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

আত্মসমর্পণের ইহা এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চণ্ডীদাসের অন্তরে অহঙ্কারের একটী ক্ষুদ্র রেখা থাকিলে, তিনি নীতিবিরুদ্ধ এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে নিশ্চয় ইতস্ততঃ করিতেন। চণ্ডীদাস বিচার বুদ্ধি সমস্তই বাশুলীর চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের মনে কোন কামনাই ছিল না, বাশুলীর আদেশই ছিল তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব। তাই আদ্যাশক্তি এই উত্তম আধার অবলম্বন করিয়া স্বর্গের প্রেম মরজগতে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিলেন। সে যুগে বর্ত্তমান কালের মত সমাজবন্ধন এরূপ শিথিল হইয়া যায় নাই, হিন্দুসমাজে কেহ উচ্ছৃঙ্খল বা স্বেচ্ছাচারী হইলে সমাজপতি তাহার গুরুতর দণ্ড বিধান করিতেন। বাশুলীদেবী এই কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়াই চণ্ডীদাসকে সিদ্ধির পথ দেখাইয়া দিলেন, সমাজের চক্ষে যাহা হীন, যাহা নীতিবিরুদ্ধ, ভাগবত বিধানে তাহা যে অন্যরূপ হইতে পারে, তাহাই তিনি প্রমাণিত করিলেন। রামীর নিকট হইতে চণ্ডীদাস যে প্রেম লাভ করিয়াছিলেন, সমাজের কঠোর দণ্ড মাথায় বহিয়া তিনি যে প্রেমের সৌরভ জগৎময় ছড়াইয়া দিয়াছেন, দুঃখের তপস্যায় যে স্বর্গীয় ভাবের দ্যোতনা ঝলসিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কি মধুর, কি সুন্দর, কি প্রীতিপ্রদ! তিনি পিরীতির ব্যাখ্যা কি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সরল ও সহজ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা?
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি,

নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে—
পিরীতি রতন লভিল সে জন,
বড় ভাগ্যবান সে।
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন—
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস,
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ।"

চণ্ডীদাস যে উপায় অবলম্বনে এই অপরূপ প্রেমতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সাধকগণকে সে পথ অনুসরণ করিতে হইবে না, কিন্তু ভবিষ্য সন্তানগণের জন্য তিনি যে অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন আমাদিগকে তাহারই যথার্থ অধিকারী হইতে হইবে। যে প্রেমের অমর স্পর্শে আপনা ভুলিয়া পরকে আপনার করিতে পারা যায়, যে কঠোর ব্রত সাধনা করিলে দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গে পরিণত হওয়া যায়, তাহাই যে আজ বিক্ষিপ্ত, মৃতপ্রায়, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর মৃতসঞ্জীবনী—তাহাই যে জাতির সিদ্ধ মন্ত্র: এই প্রেমের অমৃত নিগড়েই আমরা বিরাট ভাগবত মণ্ডলীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইব।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন।" কিন্তু যে

কঠোর দুঃখের বোঝা মাথায় বহিয়া আমরা আজ পথ চলিতেছি, যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহিয়া দিনাতিপাত করিতেছি, যে দুঃখের পাষাণে আমাদের অস্থিমজ্জা দিন দিন চূর্ণিত হইতেছে, প্রেমের সাধনা তদপেক্ষা কি অধিক কঠোর হইবে? স্বার্থের কালকূট হলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া দিবারাত্র উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে আমাদের হৃদয় যে পুড়িয়া ছাই হইল, প্রেমের পূত মন্দাকিনী প্রবাহে তা কি শীতল হইবে না? অহঙ্কারের পাষাণ-মন্দির প্রকৃতির ভীম বজ্রাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া আমাকেই যে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে—আজ কে আমার আপনার জন আছে, একবার দেখিব না কি? আমরা সাতকোটী ভাই সাতকোটী বোন—ভেদের দ্বন্দ্বের প্রাচীর অন্তরালে অবস্থান করিয়া হাহাকার করিতেছি, সবলে সে দৃঢ় ভিত্তি অপসারিত করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এক হইবার জন্য প্রেমের সাধনা করিব না কি?

চণ্ডীদাস আমাদের পৃথকত্ব ঘুচাইয়া অভেদ হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন, সে মহাপুরুষের বাণী অন্তরে গ্রহণ কর। পিরীতি সাধন যতই কঠিন হউক, উহাতে আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই। আমাদের সকল স্বাধীন ইচ্ছা পরের ইচ্ছার আজ্ঞাকারী করিব—যে আমার অধীন নহে আমি তার অধীন হইব, আমার স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইয়া চিরজীবন পরতন্ত্র হইয়াই থাকিব—চণ্ডীদাসের ভাষায়, জাতির মন্দিরদ্বারে গিয়া ঐকান্তিক চিত্তে নতজানু হইয়া চীৎকার করিয়া বলিব—

"ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।"

চণ্ডীদাসের প্রেম আজ শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া প্রত্যেক বঙ্গীয় যুবকের হৃদয় স্পর্শ করিবে—চণ্ডীদাস রমণীর প্রেমে উন্মাদ হইয়া এই গোপনতত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে কেহ যেন সন্দিহান না হয়েন। চণ্ডীদাস ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ ছিলেন। আজ আমরা আমাদের যুবতী সহোদরার নিকট একত্র উপবেশন করিতে সঙ্কোচ বোধ করি—ইহা ভদ্রতা নহে, শ্লীলতার লক্ষণও নহে, আমরা এমনি লঘুচিত্ত ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের হৃদয়ে এমনি শক্তির অভাব হইয়াছে! চণ্ডীদাস রামীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিয়াছিলেন, এমন কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়াই, এইরূপ দুর্গম পথের মধ্য দিয়াই চণ্ডীদাস স্বর্গের প্রেমকে পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, দিবানিশি রমণীর সঙ্গে থাকিয়াও তিনি আপনার ভিতর নরকের আগুন জ্বালিয়া তুলেন নাই—খুব জোর করিয়াই বলিয়াছেন—

> "রজনী দিবসে হব পরবশে,
> স্বপনে রাখিব লেহা,
> একত্র থাকিব নাহি পরশিব
> ভাবিনী ভাবের দেহা।"

পরবশে থাকিয়া প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যেই রাখিব, ইহাই ছিল চণ্ডীদাসের কঠোর সাধনা। একত্র থাকিয়াও প্রেমাস্পদকে জাগতিক স্পর্শে মলিন করিব না, কেন না প্রেম যে দর্শন স্পর্শনের অতীত, জাগ্রত জগৎ তাহাকে তখন ধরিতে পারে নাই। যখন চণ্ডীদাস উদাত্ত স্বরে এই অপার্থিব প্রেমের সঙ্গীত গাহিয়া বাংলার গগন মুখরিত করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীর সমস্ত জীবনটা দৈব-

শক্তিতে জাগিয়া উঠে নাই, জ্ঞানের মধ্যেই এই প্রেম খেলিয়া গিয়াছে।

আজিও বাংলা তেমনি নিদ্রিত। যে জাগরণ তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ, এ জাগরণ নহে, স্বপ্নঘোরে উঠিয়া বসা মাত্র। যেদিন হিন্দুজাতি এই স্বর্গের পিরীতি তুরীয় জগৎ হইতে বিশুদ্ধ ভাবেই তাহাদের জাগ্রত জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিবে, সেই দিনই জানিবে ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে, সেই দিনই স্বার্থ-বিজড়িত ইহ-জগৎ প্রেমপূর্ণ হইবে—জগতের প্রজামণ্ডলী সে দিন প্রেমের প্রজা হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করিবে।

প্রবর্ত্তক
সন ১৩২৩ সাল।

গ্রন্থকার—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

—:*:—

পুরুষ

চণ্ডীদাস	...	...	সহজিয়ার প্রবর্ত্তক ও কবি
নকুল	...	...	চণ্ডীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
বিজয়নারায়ণ	...	...	নান্নুরের জমিদার
হলধর	...	...	বিজয়নারায়ণের পুত্র
দামোদর	...	...	বিজয়নারায়ণের পুরাতন কর্ম্মচারী
পূর্ণানন্দ	...	...	তান্ত্রিক গুরু
জটাধারী	...	...	বিশালাক্ষীর পুরোহিত
বালানন্দ কমলানন্দ	...	...	পূর্ণানন্দ স্বামীর শিষ্য
রঘুবীর	...	...	উদাসী
শিরোমণি	...	...	ছদ্মবেশে পূর্ণানন্দ স্বামী
শিবসিংহ	...	...	মিথিলার রাজা
পুরন্দর	...	...	ঐ পার্শ্বচর

বিদ্যাপতি	...	...	ঐ রাজকবি
যুসুফ সা	...	...	গৌড়ের নবাব

বাজারের লোক, জনৈক ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীগণ, ভৃত্যগণ, চাঁড়াল-
গণ, বিদ্যানিধি, বাচস্পতি প্রভৃতি নান্নুরের ব্রাহ্মণ-
সমাজ, দৌবারিক, উজির, খোজা, প্রহরী,
জনৈক নাগরিক, চাষা, রাজকর্ম্মচারী,
জমাদার ও ঘাতকদ্বয়।

স্ত্রী

অভয়া	...	...	চণ্ডীদাসের মাতা
রুক্মিণী	...	...	বিজয়নারায়ণের কন্যা
মঙ্গলা	...	...	ঐ স্ত্রী
তুলসী	...	...	হলধরের স্ত্রী
রামমণি রজকিনী		...	চণ্ডীদাসের প্রেমিকা
পার্ব্বতী	...	...	বৈষ্ণবী
দোলেনা	...	...	যুসুফ সার বেগম

প্রতিবাসী কন্যাগণ, হরিমতি (ঝি),
ও মেছুনী।

প্রথম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের অন্তঃপুর।

কাল অপরাহ্ণ

বিজয়নারায়ণ ও মঙ্গলা

বিজয়নারায়ণ

স্পর্দ্ধার কথা শুনেছ!—এই মুহূর্ত্তে জটাধারীকে মন্দির থেকে বার করে দিয়ে তবে অন্ত কাজ।

মঙ্গলা

ও-সব হলধরের পাগলামী—জটাধারীর কি সাধ্য যে অমন কথা মুখে আনে! ছেলেটা বয়ে গেছে, যা তা করে ঘুরে বেড়ায়, ওর কি মাথার ঠিক আছে!

বিজয়নারায়ণ

যাই হোক, জটাধারীকে ডাকিয়ে এ কথার তদন্ত করতে হবে!

মঙ্গলা

ছুঁচোর গুকে পর্ব্বত করো না; কথা বাড়ালেই বাড়ে। বৌমা আমার আঁচল ঢাকা আছে, মন্দিরে যায়, আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে; একদিনের তরেও জটাধারীর বেচাল দেখি নি।

বিজয়নারায়ণ

তবে কি বৌমা মিথ্যাবাদী!

মঙ্গলা

ও বেটী পাগ্‌লী। হলধর তামাসা করেছে, না বুঝে কথাটা তোমার কানে তুলেছে—তুমি তাই নিয়ে উতলা হ'ও না।

নেপথ্যে গলার শব্দ

বিজয়নারায়ণ

কে!

দামোদর প্রবেশ করিয়া কহিল

আজ্ঞে আমি—দামোদর।

মঙ্গলা পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে প্রবেশ করিল

বিজয়নারায়ণ

কি সংবাদ, দামোদর?

দামোদর

আজ্ঞে, খবর ভাল নয়। তখনই বলেছিলুম—যখন টাকা দিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে খতে সহি করিয়ে নিন্। এখন উপায়?

বিজয়নারায়ণ

কেন কি হয়েছে ?

দামোদর

দুর্গাদাস আজ প্রাতে ভেদবমিতে মারা গেছে।

বিজয়নারায়ণ

সর্ব্বনাশ ! কোন খবর পাই নি তো !

দামোদর

ছেলে দুটো খবর চাপা রেখে, টাকাটা ফাঁকি দেবার মতলবে ছিল।

বিজয়নারায়ণ

বিজয়নারায়ণের টাকা হজম করে কার সাধ্য ! তার জন্য ভেবো না। তবে মতলব হয়তো ফেঁসে গেল।

দামোদর

এর ভিতর আপনার কোন উদ্দেশ্য ছিল নাকি ?

বিজয়নারায়ণ

বিনা উদ্দেশ্যে, বিজয় নারায়ণ কাঁচা কাজ করে না। এখন এক কাজ কর, দুজন পাক নিয়ে বাড়ী ঘেরাও কর। ......ছেলে দুটো কোথা ?

দামোদর

শব নিয়ে শ্মশানে গেছে। ফেরবার সময় হ'লো।

বিজয়নারায়ণ

তবে আর বিলম্ব ক'র না। গিয়ে দরজায় চাবি লাগাও।

দামোদর

ফৌজদারীতে প'ড়বো না তো ?

বিজয়নারায়ণ

বিজয়নারায়ণকে ফৌজদারীতে ফেলে এমন লোক নান্নুরে নেই। আবশুক বোধ কর হলধরকে সঙ্গে নাও। দাহ কার্য্য শেষ করে' তারা যেন গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। খতে দস্তুর-মত দুই ভায়ের সহি নিয়ে, দরজা খুলে দিবে। যাও, আর দেরী ক'র না।

দামোদর

যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

বিজয়নারায়ণ

এ দিকে এস—শুনে যাও!

মঙ্গলা প্রবেশ করিল

বিজয়নারায়ণ

দুর্গাদাস হঠাৎ মারা গেছে, এক রাশ্ টাকা কর্জ্জ দিয়েছি, বিনা খতে—বাড়ীর মধ্যে হলধর থাকে তো পাঠিয়ে দাও, দামোদরের সঙ্গে যাবে—টাকার হিসেব চাই! আর একটা কথা ... দামোদর—

দ্রুত প্রস্থান।

মঙ্গলা অন্য দিকে প্রস্থান করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের অন্তঃপুরের আর এক দিকে।

কাল—অপরাহ্ণ।

তুলসী, রুক্মিণী ও প্রতিবেশী কন্যাগণ চুল বাঁধিতেছিল। এবং তুলসী একমনে চুলের জোট ছাড়াইতে ছাড়াইতে গান গাহিতেছিল—

গান

শ্রবণে পশিল শ্যাম নাম।
মরমে বিঁধিল
আকুল করিল প্রাণ॥
নামে যার এত মধু
পরশে সে প্রাণ বঁধু
হিয়ার ভিতরে শুধু
মিলন মধুর তান॥
আকুল বাঁশীর সুরে,
বাজে সে গোপন পুরে,
রহিতে পারি না দূরে,
যায় যাবে কুলমান॥

একজন কন্যা

কি মিষ্টি গলা ভাই, যেন কোকিলের বাসা! বৌদি' এমন গান কোথায় শিখেছিলে?

তুলসী

সে অনেক কথা। একটা গল্প বল্‌লেও হয়, শুন্‌বি ?

কন্যা

বল্‌না ভাই শুনি, এখনও ঢের বেলা আছে !

তুলসী

আমাদের বাড়ী ছিল গাঁয়ের এক পাশে—সামনে খোলা ময়দান, মাঝ খানে মস্ত দীঘি, কাল জল থৈ থৈ কর্‌তো, চারি ধারে প্রকাণ্ড বটগাছ, ঝুরি নেমে কুঞ্জ গড়ে তুলেছিল।

কন্যা

বেশ জায়গা তো !

তুলসী

হাঁ, সেইখানে সারাদিন কেটে যেতো, বটের ঝুরি ধ'রে ঝুল্‌তুম, কখন বা ঝাঁপিয়ে জলে পড়ে এপার ওপার সাঁতার কাট্‌তুম।

কন্যা

কেউ কিছু বলতো না !

তুলসী

কে আর বল্‌বে ! পেট থেকে পড়েই মায়ের মাথা খেয়েছিলুম, বাবা আর বুড় পিসী, বাবা কাজে বেরিয়ে যেতেন, পিসী সংসারেই ব্যস্ত, আমায় আর ধরে রাখ্‌বে কে !

রুক্মিণী

তাই এমন দস্যি হয়েছ !

তুলসী

দস্যি হয়েছি কিসে—সে কথা শুনলে আঁৎকে উঠবে। ঐ দীঘির পাড়ে একদিন এক ব্রহ্মদৈত্যের সঙ্গে দেখা।

কন্যাগণ

এ্যাঁ বল কি ?

তুলসী

ভয় খাস্ কেন! বয়স তো তখন আমার বেশী নয়; ন'দশ বছর হবে। একটা হলদে রঙের আল্‌খেল্লা গায়ে, খড়ম পায়ে, মস্ত চুল, মস্ত দাড়ি, গলায় মালা, এক হাতে লাঠি নিয়ে আমায় তাড়া করলে!

কন্যাগণ

ওরে বাপ্ রে!

তুলসী

খানিক দৌড়ে ধরা দিলুম। জিজ্ঞসা করলুম—কি দরকার, সে হেসে আমায় বুকে তুলে চম্পট দিলে।

কন্যাগণ

বল কি! কি করে ফিরলে ভাই ?

তুলসী

সহজে কি ফিরতে পেরেছি, সাত গাঁ পেরিয়ে, একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আমায় রাখ্‌লে। সেখানে অনেক লোক—মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গেই থাকে, আমোদের শেষ নেই, ভোরে উঠে পাখীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই গান গায়, ভিক্ষা করে, সাধন ভজন যে

কত, তা আর কি বল্‌বো! প্রথম প্রথম বাড়ীর জন্য মন কেমন কর্‌তো, তার পর আদর পেয়ে সব ভুলে গেলুম, আমিও ভিক্ষায় যেতুম, কত গান যে শিখ্‌লুম তা আজও গেয়ে ফুরোতে পারি নি, কাজের মধ্যে ঐ, গান গাওয়া, ভিক্ষা করা, আর চোখাচোখী চেয়ে থাকা, এমন করে দু বছর কেটে গেল—।

কন্যাগণ

তারপর!

তুলসী

গেরো কাট্‌লো, একদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে—পথে ঝড় আর জল, সঙ্গী দুজন হারিয়ে গেল, আমি একা ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এক গেরোস্ত'র বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লুম। বাড়ীর কর্ত্তা নানা কথায় আমার পরিচয় নিলে, তারপর আমায় আর ছাড়লে না, দুদিন পরে দেখি বাবা এসে হাজির, তারপর জান্‌লুম, আমার খোঁজ না পেয়ে বাবা তাঁর বন্ধু বান্ধব আত্মীয়দের এ কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। যে বাড়ীতে উঠেছিলুম, সে বাড়ী বাবার এক দূর আত্মীয়ের।

কন্যা

তারপর ব্রহ্মদৈত্যের কি হ'লো?

তুলসী

সে খোঁজ আর কে রাখে! হারানিধি পেয়ে বাবা বাড়ী এলেন, বছর কাট্‌লো না, তোমাদের দলে ভর্ত্তি হলুম, এখনও মনে হয়, তেমনি ক'রে গান গেয়ে, পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খাই, ঘরের বাঁধন সইতে পারি না!

কন্যা

তাই বলি এত গান শিখ্‌লে কোথা! সন্ধ্যা হ'লো, আর একটা গান গাও ভাই, বাড়ী যাই!

তুলসী

না ভাই, ঠাকুরজীর মুখ দেখ, যেন তোল হাঁড়ি!

রুক্মিণী

আর গান গাইতে হবে না! বৌমানুষের অত্তো বেহায়াপনা ভালবাসি না!

কন্যা

মুখে আগুন তোমার! এমন মিষ্টি গানে অরুচি! গাও বৌদি, তোমার পায়ে পড়ি!

তুলসী

ঠাকুরঝির হুকুম না হ'লে কি করে গাই ভাই!

রুক্মিণী

আহা ঠাকুরঝীর জন্যে সব আট্‌কে রয়েছে, গান গাইবেন তা আমার অনুমতি নেওয়া হচ্ছে! আমি কি বারণ করেছি?

তুলসী

ঠাকুরঝীর ফুল পড়েছে, আমার আর দোষ নেই। তোমার দাদা যদি কিছু বলেন, তো বল্‌বো তোমার সুভদ্রা বোনের অনুমতি নিয়েছি!

রুক্মিণী

আ মরণ—কথার ভঙ্গী দেখ!

তুলসী গান আরম্ভ করিল

গান

রাধারমণ বৃন্দাবনপ্রাণ
বাঁশরী-বদন হরি হে।
কালীয়দমন ব্রজগোপীরঞ্জন
অনাথশরণ প্রেমিক হে॥
আকুল অবলা, আমি সে অথলা
জীবন যৌবন চরণে হে।
ননদী ক্ষুরধার প্রখর বিচার
উদ্ধার প্রমাদে মাধব হে॥
যুগ যুগ ধরি আমি যে তোমারি
সে কথা পাশরি বঁধুয়া হে॥

হলধর প্রবেশ করিল

হলধর প্রবেশ করিবা মাত্র গান বন্ধ হইল।

হলধর

চলুক! চলুক!! গান বন্ধ হলো কেন? এই যে রুক্মিণীও এই সঙ্গে যোগ দিয়েছিস্!

রুক্মিণী

দোহাই দাদা! আমায় কিছু বল না। আমার অবাক্ করেছে, পাহাড়ে মেয়েমানুষ বাবা! হাঁপ দাঁপ মানে না! বারণ শোনে না!

হলধর

আর জটলা পাকিয়ে বসে থাক্‌তে হবে না, একে একে সব স'রে পড়।

রুক্মিণী

কেমন শক্ত নানি! এ আর রুক্মিণী নয়!

১ম কন্যা

শেলেয ঝাড়ার ঘটা দেখ! যেন ফোঁস ক'রেই আছেন!

২য় কন্যা

তাই বলি, ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে!

রুক্মিণী

আ মরণ! গায়ে প'ড়ে কোন্দল করা!

প্রস্থান

হলধর

তুলসী! তুমি বড় বাড়িয়ে তুলেছ। আমি স্বামী—গাছ-তলায় নিয়ে গেলে, গাছ-তলায় যেতে হবে, মন্দিরের কথা বাবাকে বলে' দিয়ে অবাধ্যতার চূড়ান্ত হয়েছে—এমন ক'রলে মুখ দেখাদেখি থাক্‌বে না!

তুলসী

না থাক, তবু আমার ধর্ম্ম থাক্‌বে। যে স্বামী স্ত্রীর ধর্ম্ম রাখ্‌তে জানে না, সে স্বামীকে শত্রুর মতই দূরে রেখে চল্‌তে হয়।

হলধর

বড় স্পর্দ্ধা তোমার—মনে রেখো, ইচ্ছা করলে টুঁটী টিপে বাড়ীর

বার ক'রে দিতে পারি, তখন তোমার ধর্ম্ম থাক্‌বে কোথা!

তুলসী

যাঁর ধর্ম্ম তিনি রক্ষা করবেন। কিন্তু তোমার কি সাধ্য যে আমায় বাড়ীর বার করে' দাও!

হলধর

বটে! হারামজাদী—আমার কি সাধ্য দেখ্‌বে!

(গলা ধরিয়া ঘর হইতে বাহিরে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা)

মঙ্গলার প্রবেশ

মঙ্গলা

মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিবে! ও আঁটকুড়ো, কর্‌ছিস্ কি!

হলধর তুলসীকে ছাড়িয়া দিল—তুলসী অবগুণ্ঠন টানিয়া প্রস্থান করিল।

হলধর

তোমার আস্‌কারাতে এই সব হচ্ছে, কথার অবাধ্য, মুখের উপর যা তা বলা, একদিন খুনোখুনি হবে দেখ্‌ছি!

মঙ্গলা

কি আমার বীর পুরুষ গো! এখন যা, কর্ত্তা ডাক্‌ছেন, দুর্গাদাস হঠাৎ মারা গেছে, বিনা খতে টাকা দেওয়া হয়েছিল, দামোদর বাড়ী আটক করতে যাচ্ছে, তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

হলধর

ঐ এক ফ্যাসাদ, বাবার সব কাজেই গোলমাল।

প্রস্থান

মঙ্গলা

বৌমা! গা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, ঠাকুরঘরে যাও, সন্ধ্যে বয়ে যায়।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চণ্ডীদাসের বাড়ীর সম্মুখ ভাগ।

কাল—সন্ধ্যা হইয়াছে, গোধুলির অস্পষ্ট আলোয় আঁকা বাঁকা পথটির কতকটা দেখা যাইতেছে, অন্ধকার এখনও ঘনাইয়া আসে নাই।

চণ্ডীদাসের বাড়ীর ভিতর হইতে করুণ ক্রন্দনের সুর শুনা যাইতেছিল।

রাখাল বালকগণ গান গাহিতে ২ প্রবেশ করিল।

গান

ডুব্‌লো ভানু গগন তলে,
আঁধার নেমে এল ভবে।
পাখীর নাচন গাছের ডালে,
ঘরে ফিরে চল সবে॥
ধেনু চরাই সারা বেলা,
কেবল হাসি, কেবল খেলা.
দিনতো এমনি যাবে কেটে
হরি বলা হবে কবে॥

রাখালেরা প্রস্থান করিলে, হলধর, দামোদর ও দুইজন পাক প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে মাঝে মাঝে কান্নার সুর শুনা যাইতেছিল।

দামোদর

হলধর—দরজায় চাবী লাগাও, দোর যেমন ভেজান আছে তেমনি থাক্।

হলধর চাবী দিল।

দামোদর

কর্ত্তার মৎলব যে কি বুঝা গেল না। এমন ফাঁকা কাজ কখনও তাঁরে করতে দেখি নি!

হলধর

বাবার সব কাজ আল্‌গা। যত দোষ এই নন্দ ঘোষ, বুঝেছ কাকা!

দামোদর

না, এর ভিতর নিশ্চয় চাল আছে। কোন্ বোড়ে টিপে কারে যে তিনি কিস্তি দেন, মাথার চুল পাক্‌লো, বুঝে উঠা গেল না। বাজে কথা যাক্। শ্রাদ্ধ যদি গড়ায়, দৌড়ে গিয়ে কর্ত্তাকে খবর দেবে। আমি যেমন ক'রে পারি দোর বন্ধ রাখ্‌ব।...দূরে হরিধ্বনি শোনা গেল না?—বুঝি আস্‌ছে।

হলধর

কাকা! আমি একটু দূরে দাঁড়াই, গোলযোগ বাধে তো এক দৌড়, বুঝেছ!

নিকটে হরিধ্বনি শুনা গেল, দামোদর পায়চারী করিতে লাগিল, চণ্ডীদাস, নকুল ও আর দুইজন লোক প্রবেশ করিল, বাড়ীর ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন শুনা যাইতে লাগিল—দামোদরকে সম্মুখে দেখিয়া নকুল কহিল—

দামোদর কাকা! সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—বাবাকে আর এ জন্মে দেখ্‌তে পাবো না—হায়! হায়!!

দামোদর

খবর চেপে রাখা ভাল হয় নি!

নকুল

খবর আর চাপাচাপি কি, চোখে কানে দেখ্‌তে দিলে না, এক দাস্ত, এক ভেদ, ব্যস্, সব শেষ!

দামোদর

হুঁ।

চণ্ডীদাস অগ্রসর হইয়া দরজায় চাবী দেখিয়া ফিরিয়া কহিল—

দোরে চাবী কেন?

দামোদর

চাবী আমরা দিয়েছি।

নকুল

কেন?

দামোদর

বিনা খতে তোমার বাবা টাকা কর্জ্জ নিয়ে এসেছিলেন, আজ পাকা খতে সহি দিবার কথা। অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা। কর্ত্তার হুকুম, দুই ভা'য়ে খতে সহি দিলে, বাড়ী প্রবেশ কর্‌তে পাবে।

নকুল

অতি অত্যাচার! দেশে কি অরাজক উপস্থিত হয়েছে? চাবী খুলে দাও, দামোদর কাকা।

দামোদর

সহি দিলেই খুলে দেওয়া হবে।

নকুল

যদি না দিই?

দামোদর

কর্ত্তার হুকুম যা তাই হবে। আমরা নিরুপায়।

নকুল

কিসের নিরুপায় দামোদর কাকা!—আজ কাকা ব'ল্‌তেও ঘৃণা বোধ হচ্ছে! এই দুর্দ্দিন আমাদের, অসহায় ব'লে কি এতখানি অপমান ক'রতে হয়? এর কি প্রতিকার হবে না?

দামোদর

কি প্রতীকার চাও?

নকুল

কি প্রতীকার চাই? পাষণ্ড! নরপিশাচ!! দে, ভাল চাস্, এই মুহূর্ত্তে চাবী খুলে দে!

চণ্ডীদাস

কঠোর কর্ত্তব্য! হলধর, খত বাহির কর, সহি দিচ্ছি।

দামোদর

তোমার একলার সহিতে কাজ হবে না, উভয়ের সহি চাই।

চণ্ডীদাস

এই কাজটা কাল হ'লে কি সহি আমরা অস্বীকার করতুম!

হলধর

আজই বা তাতে আপত্তি কি?

চণ্ডীদাস

কিছু না! খত বাহির কর। নকুল!......

নকুল

কিছুতেই না। আমায় মার্জ্জনা কর, দাদা!...... চাবী খুলে দেবে কিনা বল?

দামোদর

রাগ করে' কোন লাভ নেই নকুল, খতে সহি না পেলে চাবী আমরা খুলতে পারি না।

হলধর

ব্যাপার গড়াবে দেখ্‌ছি—

(সক্রোধে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া)

কাকা, তুমি দাঁড়াও, বাবাকে খবর দিই।

হলধর প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলে নকুল দৌড়িয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া কহিল—

নরাধম যাস্‌ কোথা! পিতৃঋণ তোর রক্তেই পরিশোধ কর্‌বো!

হলধর

কাকা! কাকা!! মারা গেলুম! রক্ষা কর!!

দামোদর

ছেড়ে দাও। ছাড়বে না! আমার আর অপরাধ নেই।

পাকেদের ইঙ্গিত করিবা মাত্র, পাকেরা নকুলকে লক্ষ্য করিয়া লাঠী তুলিল, চণ্ডীদাস উভয় হস্তে লাঠী ধরিয়া কহিল—

সবুর কর!...... নকুল, ভাই! ক্ষান্ত হও। ভবিষ্যৎ আমাদের আরো অন্ধকার! শোকসন্তপ্তা জননীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ কর। বিত্তহীন দুর্ব্বল আমরা, সম্পদশালী লোকের সঙ্গে বিবাদ আমাদের শোভা পায় না. পিতৃঋণ অবশ্যই পরিশোধ কর্‌তে হবে। দামোদর কাকা, খত বাহির কর, আমরা দুজনেই সহি কর্‌বো!

দামোদর খত বাহির করিল, চণ্ডীদাস সহি করিয়া কহিল—

নকুল, আমি তোমার বড় ভাই। কথা রাখ, সহি দাও!

নকুল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সহি দিল, দামোদর খতখানি উত্তরীয়ে গেরো দিতে দিতে কহিল—

দেখ দেখিন বাবা! এই তো বুদ্ধিমানের মত কাজ হ'লো।

দামোদরের ইঙ্গিতে পাকেরা চাবি খুলিয়া দিলে, চণ্ডীদাস, নকুল ও তাহার দলের লোক ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিল।

চণ্ডীদাস

সংসারসমুদ্রে শুধু কি আমরাই বিপন্ন? এ জগৎ বিপদ-সমুদ্র! বিপদ্‌বারণ মধুসূদন ভিন্ন দ্বিতীয় পথ আর তো নাই! ..... ভাই নকুল, ক্ষুব্ধ বিষণ্ণচিত্তে আর দাঁড়িয়ে থেকো না, গুরুতর কর্ম্ম আছে, দরিদ্র আমরা, পিতৃদায় থেকে উদ্ধার পেতে হবে। ঘরে চল।

অধোমুখে সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থদৃশ্য

স্থান—বিশালাক্ষীর মন্দির

কাল—দিবা এক প্রহর অতীতপ্রায়।

প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া জটাধারী চণ্ডীপাঠ করিতেছিল। মঙ্গলা করজোড়ে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া স্তব পাঠ করিতেছে।

তুলসী সাজি হস্তে দাঁড়াইয়া। কিছু দূরে উঁচু বেদীর উপর পূর্ণানন্দ ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট। মঙ্গলা ও তুলসী প্রথম প্রতিমাকে, তারপর একে একে জটাধারী ও পূর্ণানন্দকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। ইহাদের প্রস্থানের পর পূর্ণানন্দ কহিল—

বাবা জটাধারী!

জটাধারী (আসন হইতে)

আজ্ঞে প্রভু।

পূর্ণানন্দ

সুবিধা কর্‌তে পার্‌লে?

জটাধারী (উঠিয়া পূর্ণানন্দের কাছে আসিয়া)

আজ্ঞে না প্রভু! ছুঁড়ি ইশারা বোঝে না!

পূর্ণানন্দ

পরমা সুন্দরী! সুলক্ষণাও দেখ্‌ছি। হলধরকে রাজী করাতে পার্‌লে?

জটাধারী

সব মাটী করে' দিয়েছে। কথা কর্ত্তার কানে গিয়ে পৌঁচেছে, বুঝি বা আমায় সর্‌তে হয়!

পূর্ণানন্দ

না, না, অত দূর গড়াবে না। আর তা হ'লেও তোমার ভয় কি?

জটাধারী

ভরসাও বড় দেখ্‌ছি না, প্রভু! হলধর একেবারেই নিরেট। বৌটাকে খোলাখুলি সবই বলেছে—তারপর গোবর মাঠময়। গতিক বড় বেয়াড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ণানন্দ

বৌ কি বিজয়নারায়ণকে সব বলে দিয়েছে?

জটাধারী

তা না হ'লে আর ভয় কিসের? শর্ম্মারামের দফা রফা। তবে গিন্নির সুদৃষ্টিতে টিঁকে আছি।

পূর্ণানন্দ

কুলাচার সাধনে বিঘ্ন নেই। কুলকুণ্ডলিনী সহায় হবেন!

জটাধারী

ঐ যা ভরসা। রাজার হালে আছি—এখান থেকে পাত্তাড়ি গুটোতে হ'লে মারা যাবো, প্রভু!

(দূরে হলধরকে আসিতে দেখিয়া) চোখ বুজুন, চোখ বুজুন, হলধর আস্‌ছে। মুখখানা ভারি ভারি, শ্রাদ্ধটা ভাল ক'রেই পাক্‌লো নাকি?

পূর্ণানন্দ

সুবিধা বোঝ, কথাটা পেড়ো।

জটাধারী

তা আর বল্‌তে হবে না। এক ছিলাম গাঁজার যোগাড় করি।

জটাধারী গাঁজা মলিতে আরম্ভ করিল
হলধরের প্রবেশ
হলধর ধ্যানস্থ পূর্ণানন্দের চরণে প্রণত হইয়া বসিয়া কহিল—

জটাই দেরী কত?

জটাধারী

মাল তয়েরী। ভায়ার মুখখানা বড় শুখ্‌নো শুখ্‌নো, অসুখ-বিসুখ করে নি ত?

হলধর

ও-ধার দিয়ে যাই না। তবে বড় বেইজ্জত হয়েছি।

জটাধারী

বটে! ব্যাপার কি?

হলধর

লকা শালা খতে সহি দিতে চায় না, শেষকালে চুলের ঝুঁটি ধরে' মারে আর কি!

জটাধারী

কি আস্পর্দ্ধা! তারপর, কাজ মিটেছে?

হলধর

তা না হ'লে পরিত্রাণ আছে! বাবাজীকে ব'লে, মায়ের মাথায় ফুল বিল্বপত্র চাপিও তো, শালা যেন মুখে রক্ত উঠে মরে।

জটাধারী

ও ঠিক ফলে যাবে। মারণ বশীকরণ, এ সবে বাবা একেবারে

সিদ্ধহস্ত। তা ভায়া, আঙুলের ডগায় চাঁদ থাকতে ধরছ না, এর পর যে পস্তাবে!

হলধর

কি করি বল! অমৃতে অরুচি কার? শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী ক'রে বসবো!

জটাধারী

তা যা বলেছ। শেষে আমায় নিয়ে টানাটানি। চুপি চুপি বৌকে রাজি করাতে পারলেই, সব ল্যাটা চুকে যায়।

হলধর

কিছুতেই রাজি হয় না। লাঞ্ছনাই কি কম করেছি?

জটাধারী

ঐতেই তো সব মাটি করেছ। একি জোরজবরদস্তির কাজ! গায়ে হাত বুলিয়ে, কৌশলে কাজ হাঁসিল করতে হবে।......আর একবার দেখ না, সামনে আমাবস্যা। কুলাচার সাধনে অষ্টসিদ্ধি—পাথরে পাঁচ কিল!

হলধর

সবই বুঝি জটাই, কিন্তু ও-সব দেখছি এ অদৃষ্টে ফলবে না। বাবাজীর কাছ থেকে তুমি কিছু আদায় কর না!

জটাধারী

সেই চেষ্টাতেই তো আছি—সাকরেদী করছি কিসের জন্তে? ধুলো পোড়া শিখলেই বেরিয়ে পড়ি। ভায়া, সংসারে থাকতে গেলে, কিছু গুণগান্ জানা ভাল; এই আজ যদি মারণ বিদ্যেটা

থাকতো, লকা ব্যাটা কি গায়ে হাত তুলতে পারে?

হলধর

তাই তো এত দূর এগিয়েছিলুম। গায়েও জোর নেই, দৃষ্টিপাতেই যদি ভস্ম করতে পারি, কেউ কি ঘেঁসতে পারবে?

জটাধারী

তা ভায়া মারি তো হাতী লুটি তো ভাণ্ডার, আর একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখ!

পূর্ণানন্দ চক্ষুরুন্মীলন করিলে হলধর কহিল,—

বাবাজী কি বলেন?

পূর্ণানন্দ

বাবা! শিববাক্য, এ কাজ তোমায় করতেই হবে। দেবীর আদেশ পেয়েই এখানে আসা। তোমায় সস্ত্রীক দীক্ষা দিয়ে তিব্বত যাত্রা করবো। কুলাচার সাধনে দেবী প্রসন্না হবেন, সাক্ষাৎ দর্শন পাবে। বর তোমার যা ইচ্ছা তাই মেগে নেবে! শিব! শিব!!

হলধর

দিন, পায়ের ধুলো দিন। টানা হ্যাঁচড়া করে' তো পারি নি, একবার পায়ে হাতে ধ'রে দেখি কি হয়! ......জটাই, কারণ টারণ নেই?

জটাধারী

বাবার আশীর্ব্বাদে অভাব কি! (দেবীর অপর পার্শ্ব হইতে মৃৎভাণ্ড লইয়া) এই নাও মায়ের প্রসাদ।

হলধর

(মদ্য পান করিয়া) তা' জটাই, তুলসী না হ'লো আর একটার যোগাড় দেখ্‌বো ?

জটাধারী

রাম ! ও-কথা মুখে এনো না, ব্যাভিচার মহাপাপ ! সাত পাকের ঘরের লক্ষ্মী হওয়া চাই। তা না হ'লে আর পড়ে' মার খাই !

হলধর

সিদ্ধি বড় ফ্যাঁসাদের কাজ দেখ্‌ছি। দাও বাবা, আর একবার পায়ের ধুলো দাও, আশীর্ব্বাদের জোর থাক্‌লে লক্ষ্মী উজোড় করে' হাজির কর্‌বো, ঘরের পরের মানি না বাবা !

জটাধারী

ভায়া, বাবার চরণ ছুঁয়েই স্বীকার কর্‌লে, এবার যেন ফস্কায় না !

হলধর

কুচ্ পরোয়া নেই—যা থাকে বরাতে—এপার ওপার করে' ছাড়্‌বো।

প্রস্থান

পূর্ণানন্দ

কি বুঝ্‌লে !

জটাধারী

হাঁপাবেন না। হবে। কিন্তু বাবা, সিদ্ধি পেলে আধাআধি

বক্রঙ্গ। আপনার সে সিঁদুর পড়ায় কিছু হ'ল না, বেটী ফিরেও চাইলে না!

পূর্ণানন্দ

স্থির হও। এতদিনে লক্ষণযুক্তা শক্তির সন্ধান পেয়েছি। কার্য্য-সিদ্ধি হয়, এই অমাবস্যার পরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবো!

জটাধারী

মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। উঠি, দেবীর ভোগের সময় হ'লো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের অন্তঃপুর

কাল—অপরাহ্ণ

বিজয়নারায়ণ ও মঙ্গলা

মঙ্গলা

পাত্রের সন্ধান ক'র্‌লে না, এই মাসেই মেয়ের বিয়ে দেবে—এ তোমার কোন্ দেশী কথা!

বিজয়নারায়ণ

পাত্রের সন্ধান না ক'রে কি বল্‌ছি? বিজয়নারায়ণ ফাঁকা কাজ করে না।

মঙ্গলা

কৈ আমায় তো কোন কথা বল নি!

বিজয়নারায়ণ

সময় আসে নি। তা ছাড়া এখনও কিছু গোল আছে—সম্ভবতঃ মিটে যাবে।

মঙ্গলা

তোমার সব আজগুবি কথা! কি স্থির করেছ, শুনি!

বিজয়নারায়ণ

দুর্গাদাস গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডীদাস রুক্মিণীর উপযুক্ত পাত্র।

মঙ্গলা

ও-মা! তারা যে পথের ভিখারী গো!

বিজয়নারায়ণ

সে তো আমিই করেছি। কথাপ্রসঙ্গে দুর্গাদাসের সঙ্গে এই কথা হয়েছিল। সে তখন রাজি হয় নি। তারপর বিষয়সম্পত্তি যখন নিলামে চ'ড়লো, তখন সে বুঝ্‌লে এ সব কার চক্রান্ত। বসত বাটী বন্ধক পড়্‌তে, সে এসে আমার দ্বারস্থ হয়। কথাটা পাকাপাকি ক'রেই বিনা খতে টাকা কর্জ্জ দিয়েছিলুম। লোকটা হঠাৎ মারা না গেলে কোন গোলমাল হোত না।

মঙ্গলা

তা ছেলেটি নিন্দের নয়। তবে এখন ওদের বড় দুঃখ।

বিজয়নারায়ণ

সে ভার আমার। মাটির দরে দুর্গাদাসের যে সব জমি জায়গা খরিদ ক'রে রেখেছি, সেইগুলি যৌতুক হিসাবে প্রত্যর্পণ ক'রবো। কাছে ঘরে মেয়ে থাকবে, এক দৌড়ের পথ, বামুনের ঘরে এমন পাত্র পাবো কোথা?

মঙ্গলা

তা হ্যাঁগা, এ কথা একদিনের তরেও তো আমায় শোনাও নি!

বিজয়নারায়ণ

মেয়েমানুষকে সকল কথা বল্‌তে নেই। তা ছাড়া এ কার্য্য সফল হবে কিনা সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ ছিল। এখনও কি হবে বলা যায় না। চণ্ডীদাস সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন, এ বিবাহে রাজী না'ও হ'তে পারে। তবে এমন ফাঁদে ফেলেছি, এ ছাড়া বাঁচ্‌বার আর অন্ত উপায় নেই। দামোদর গেছে, আজই কথাবার্ত্তা মিট্‌মাট্‌ হবে।

মঙ্গলা

যদি এতই তোমার মনে ছিল—ঘরে চাবী দিয়ে শিল তেঁতো নোড়া তেঁতো না ক'র্‌লেই হ'তো!

বিজয়নারায়ণ

কার্য্যসিদ্ধি যদি হয়, এই চালেই হবে। দুর্গাদাস গাঙ্গুলীর ছেলে, সহজে মাথা হেঁট কর্‌বে না, এ কথা আমি ভাল ক'রেই জানি। বিজয়নারায়ণের প্রতাপ আর ঐশ্বর্য্যবল এই দুয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, এটা তাদের বোঝান দরকার ছিল। ঐ বুঝি দামোদর আস্‌ছে! ......

দামোদরের প্রবেশ

কি হ'লো?

দামোদর

চণ্ডীদাস রাজী নয়। সে বিয়ে কর্‌বে না!

বিজয়নারায়ণ

হুঁ। এই সন্দেহই আমার ছিল। ভাল, তাদের সাংসারিক অবস্থা কেমন?

দামোদর

অতিশয় শোচনীয়! শ্রাদ্ধ শান্তিতে সর্ব্বস্বান্ত। চণ্ডীদাস এক প্রকার উন্মাদ বল্লেই হয়। নকুল যা হয় করে' দিন চালাচ্ছে।

বিজয়নারায়ণ

চণ্ডীদাস সহজে সংসারী হবে না। গিন্নি কি বল্লে?

দামোদর

সে বড় ভাল মানুষ। সবেতেই রাজী। নকুল একরোখা। বিয় নেই, কাজেই মাথা নীচু ক'রে রইলো।

বিজয়নারায়ণ

ঋণ পরিশোধের কথায় কি বলে?

দামোদর

গিন্নি কাঁদে। নকুল চুপ করে' থাকে। আর চণ্ডীদাস বলে, যা আছে সব বেচে কিনে নিয়ে ঋণমুক্ত করুক।

বিজয়নারায়ণ

ভাল, তুমি বিশ্রাম করগে।

দামোদরের প্রস্থান

মঙ্গলা

এইবার। বড় যে আস্ফালন করছিলে! সরষের তেল নাকে দিয়ে ঘুমোও!

বিজয়নারায়ণ

এ সব আমার জানা কথা। মেয়েটার হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে জলে ফেলে দিতে ত পারি না! বড় ঘরে দিতে হ'লে যথেষ্ট অর্থব্যয়

আছে, তা ছাড়া ছেলের চরিত্র কেমন হবে কে জানে! আবার ছেলের মা বাপের খোঁটা খাওয়াও বরাতে থাকতে পারে। অনেক বুঝেই আমি এই কাজে হাত দিয়েছি। চণ্ডীদাস যদি অসম্মত হয় —নকুলকে রাজী করাবই। তুমি ভেবো না, মেয়ের বিয়ে এই মাসেই দেবো। বিশালাক্ষীর কৃপায় আমার কথা মিথ্যা হবে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—হলধরের শয়ন কক্ষ।

কাল—রাত্রি এক প্রহর অতীতপ্রায়।

ঘরের জানালা দিয়া চাঁদের আলো ঢুকিয়াছে —তুলসী একরাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে ও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে—

গান

আজু কেগো মুরলী বাজায়—
এ ত কভু নহে শ্যাম রায়।
ইহার গৌর বরণ করে আলো
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল,
নটবর বেশে ছিল কোন দেশে—
বনমালা গলে হেসে যায়॥
ছিল নীল উজল নীলমণি
কুঞ্জে ছিল কানু-কমলিনী—

বুঝি বিপরীত—দোঁহার চরিত
মিলিত মূরতি—মদন প্রায় ॥

হলধরের প্রবেশ

হলধর

বাঃ! বাঃ!! ঘর যে মাত করে' দিয়েছ—ফুলের গন্ধ, চাঁদের আলো, কোকিলের কণ্ঠ, তুলসী! তুলসী!!

তুলসী (উৎকণ্ঠিত হইয়া)

কেন গো কি হয়েছে!

হলধর

ব্যস্ত হয়ো না—বস', বস', কথা আছে!

তুলসী (উঠিয়া)

আমার এখন বস্‌বার সময় নেই। মা হেঁসেলে, এখুনি যেতে হবে।

হলধর

এই তো এতক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে মালা গাঁথ্‌ছিলে, আর গাছের পাপিয়া কোকিলের কণ্ঠরোধ করে' গলা ছেড়ে গান গাইছিলে—যত গোল কি আমাকে নিয়ে!

তুলসী অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল
হলধর নিকটে গিয়া কহিল—

লক্ষ্মীটী ব'স, কথা আছে।

তুলসী

আজ যে বড় অনুগ্রহ দেখ্‌ছি!

হলধর

কেন নতুন নাকি ?

তুলসী

যেন নতুন নতুন ঠেক্‌ছে—কোন মৎলব নেই তো ?

হলধর

মাইরি না। সাত পাঁচ করে' অনেক দেখ্‌লুম, সুখ কিছুতে নেই।

তুলসী

এ সব তত্ত্ব কথা! সর, মা ডাক্‌ছেন।

হলধর

(হাত ধরিয়া) যাও দেখি! এখন বল কথা শুন্‌বে কি না?

তুলসী

কি বল!

হলধর

শুন্‌বে ?

তুলসী

আগে শুন্‌তে দাও!

হলধর

দেখ আমি স্বামী, কোন অন্যায় করে' থাকি তো মার্জ্জনা কর।

তুলসী

হাত ছাড়। দরকার আছে।

হলধর

আমার সব কথা এখনও বলা হয় নি। শোন! সেই বিয়ের পর দিনের কথা। তোমাদের বড় ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাঝের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলুম, তুমি এক মনে উঠানের দিকে মুখ করে' ঢুলীদের বাজ্‌না শুন্‌ছিলে, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে, আমায় দেখে ছুটে পালালে!

তুলসী

এই কথা! ছাড় মা ডাক্‌ছেন।

হলধর

শোন। তারপর সেই ফুলশয্যার রাত্রি, লজ্জায় তুমি কোন কথা কইলে না, আমি অভিমানে কেঁদে ফেলনুম।

তুলসী

তোমার আজ হয়েছে কি?

হলধর

লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার মুখ দেখ্‌তুম। কখনও লজ্জায় মুখের কাপড় খুল্‌তে না। হঠাৎ চোখে পড়্‌লে ছুটে পালাতে!

তুলসী

খুব কথা হয়েছে—এখন হাত ছাড়, আমি যাই।

হলধর

আচ্ছা আমি চুপ করলুম। তুমি মনে কর আমি ভালবাসি না, কিন্তু আগাগোড়া আমি ভালবেসে আস্‌ছি—তোমার মন পাওয়া গেল না।

তুলসী

তোমার কথা তো শেষ হয়েছে—এইবার আমি বলি।

হলধর

বল।

তুলসী

সেই একবার দোলের দিন, মালা গেঁথে সারা রাত্রি ব'সে রইলুম, তুমি ভোর রাত্রে এসে, ধাক্কা দিতে দিতে আমায় ঘর থেকে বার ক'রে দিলে।

হলধর

তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না।

তুলসী

একদিন তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে, হরিনাম করছিলুম—লাথি মেরে তুলসীমঞ্চ ভেঙে, দু ঘা বসিয়ে দিলে।

হলধর

দোহাই তোমার, ও-সব কথা আর খুঁটিয়ে বার ক'র না।

তুলসী

জল চেয়েছিলে, ঘুমের ঝোঁকে উঠ্‌তে পারি নি, পৌষ মাসের শীতে নড়া ধরে' ছাতে বার করে' দিয়েছিলে!

হলধর

থাক, থাক, ও-সব কথা আর কেন!

তুলসী

সিদ্ধি পাবার লোভে মহাপুরুষের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে,

বাবাকে বলে দিয়েছিলুম, তাই গলা টিপে বাড়ীর বার ক'রে দিতে চেয়েছিলে!

হলধর

যাও, তুমি হেঁসেলে যাও। না-যাও আমিই যাচ্ছি—(প্রস্থানোদ্যত হইলে, তুলসী বসিয়া মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিল) তবে যাই। কি নিষ্ঠুর নির্ম্মম তুমি, একবার বল না যে ওগো যেয়ো না। (কাছে আসিয়া) আচ্ছা তুলসী, সত্য করে' বল ত তুমি কি আমায় ভালবাস?

তুলসী

(মালা গাঁথিতে গাঁথিতে) একটা গল্প শুনবে?

হলধর

বাজে কথা রাখ। আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। আমার একটি শেষ অনুরোধ আছে, রাখ্‌বে কিনা বল!

তুলসী

কি বল।

হলধর

তোমার দুটি হাতে ধরে' বল্‌ছি, একবার আমার সঙ্গে তোমায় মন্দিরে যেতে হবে—এই আমাবস্যায়, তা না হ'লে আমার আর মান থাকে না।

তুলসী

আসল কথা অনেকক্ষণ টের পেয়েছি, এখনও দেখ্‌ছি ভূত ছাড়ে নি!

হলধর

আমি সঙ্গে থাক্‌বো ভয় কি ?

তুলসী

ভয় আমি কারুকে করি না। শ্বশুর শাশুড়ীকে না জানিয়ে আমি কোথাও যাব না।

হলধর

ঢের কসরৎ করা গেল, ভবী ভোল্‌বার নয়। যাও তুলসী, আমিও চল্‌লুম, দরকার আছে।

তুলসী

তা যাবে বৈকি! বাবাকে ব'লে দেবো, তুমি আবার আমায় মন্দিরে নিয়ে যেতে চাও। তুমি যাও না!

হলধর

পাগল তুমি, তামাসা কর্‌ছিলুম—বাবাকে কিছু ব'ল না!

তুলসী

তা আমি শুন্‌ছি না, আমার একটা কথা শুন্‌বে বল, তা না হলে অনর্থ বাধিয়ে দেবো।

হলধর

কি বল!

তুলসী

(হলধরের চরণ ধরিয়া কহিল)

তুমি স্বামী, আমার আরাধ্য দেবতা, আমার মাথা ছুঁয়ে বল, ভণ্ডদের সঙ্গ ছেড়ে দেবে ?

হলধর

এই মাটি করেছে! পা ছাড়। ইস্, কাল ঘাম ছুটে গেল!

তুলসী

(উঠিয়া)

শোন, আমার মুখ পানে ফিরে চাও, আমি এতদিন সব অত্যাচার সহ্য করেছি—আর আমি পার্‌ছি না, আমি অবলা, স্বামী ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নেই, পরের মত তোমায় আর আমি ঘুরে বেড়াতে দেবো না!

হলধর

তবে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখ। যা বলি তা তো শুন্‌বে না!

তুলসী

ওরা তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে। আর ওখানে যেয়ো না।

হলধর

ওরে বাপরে, তা হ'লে কি আর পরিত্রাণ আছে! যা মারণ বিদ্যে বাবাজীর, কোন্‌দিন ভস্ম করে' ফেল্‌বে।

তুলসী

তুমি পুরুষ মানুষ, এত দুর্ব্বল হ'ও না; দেখ, আমি তোমার স্ত্রী, আর কিছু না থাক, সতীগর্ব্ব আছে—জান ত সাবিত্রী মরা স্বামীকে বাঁচিয়ে ছিলো; আমায় তুমি বিশ্বাস কর, তোমার ওরা কোন অমঙ্গল কর্‌তে পার্‌বে না। কেমন ক'রে বল্‌লে বুঝ্‌বে, ওরা আমার ইহপরকালের সতী-ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে চায়!

হলধর

সে কি !

তুলসী

(হলধরের চরণে পড়িয়া কহিল)

আমি তোমার চরণ স্পর্শে করে' বল্‌ছি, ওদের মনের ভাব আমার বুঝ্‌তে বাকি নেই। প্রতিদিন মায়ের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে, কত কুৎসিত ইঙ্গিত আমি পেয়েছি, অনর্থক ওদের ক্ষতি হবে বলে' এতদিন কোন কথা বলি নি। তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার আশ্রিতা, এ পাপের পথে আমায় নিয়ে যেতে চেয়ো না – ওরা সাধু নয়, পাপের অনুচর।

হলধর

উঠ—(হাত ধরিয়া) বড় ঠাণ্ডা হাতখানি তো তোমার। এমন যাদুকরী স্পর্শ কোন দিন পাই নি। আজ যে নূতন দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছি—সত্যই তো! আমার স্ত্রী নিয়ে তাদের কি কাজ! তুলসী, নেশাখোর মাতাল হই—তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ করতে পারবো না, তোমার অকলঙ্ক চরিত্রে কালির আঁকর দেয় কার সাধা, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

তুলসী

প্রিয়তম! আজ বড় উৎসবের দিন, আজ তোমায় ফিরে পেলুম। (ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল)

হলধর

(বাহু বেষ্টনে)

তুলসী! তুলসী!! এ স্বর্গের ছবি ঢাকা রেখেছিলে কেন! এ স্পর্শে যে মরাও বেঁচে উঠে।

প্রথম অঙ্ক

সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—চণ্ডীদাসের বাটী

কাল—সন্ধ্যা হয় হয়।

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রুক্মিণী একটা বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইতেছে, উঠানে অভয়া চরকা কাটিতেছে। চরকা কাটিতে কাটিতে অভয়া কহিল—

বৌমা! ও বৌমা!!

রুক্মিণী

কেন? কি বল্‌ছ!

অভয়া

সন্ধ্যা উৎরে যায়। তুলসীতলায় প্রদীপ দাও না মা!

রুক্মিণী

আমি এখন উঠ্‌তে পারি না।

অভয়া

কেন? কি কর্‌ছ!

রুক্মিণী

কর্‌বো আবার কি! তোমাদের সংসারে গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি নাকি?

অভয়া

তা কি বল্‌ছি! তবে তুমি আর কি কর মা, সংসারের সব কাজই তো আমি সারি। ....এই সুতোটুকু জড়িয়ে উঠ্‌বো, সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলা অন্ধকারে থাক্‌বে, তাই তোমায় বলা!

রুক্মিণী

ও-সব আমি পার্‌বো না বাপু। তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখালেই যেন স্বর্গে বাতি হবে!

চণ্ডীদাস প্রবেশ করিয়া বলিল—

প্রদীপ কোথায় আছে মা!

চণ্ডীদাসকে দেখিয়া রুক্মিণী অস্ফুটস্বরে কহিল—

ওমা! ওনার আবার টিট্‌কিরি দেখ! তবু যদি রোজগার থাক্‌তো!

প্রস্থান

অভয়া

চণ্ডী!

চণ্ডীদাস

কেন মা?

অভয়া

তুই কি ঘেন্নাপিত্তি রহিত হয়েছিস্ ?

চণ্ডীদাস

প্রদীপ কোথায় আছে বল।

অভয়া

প্রদীপ ঐ কুলুঙ্গিতে।.........আমার হয়েছে, তোকে আর দিতে হবে না।

চণ্ডীদাস কুলুঙ্গি হইতে প্রদীপ লইয়া চকমকি ঠুকিয়া গন্ধকের কাঠি ধরাইয়া প্রদীপ জ্বালিল ; পরে তুলসীতলায় রাখিয়া কহিল—

হরিবোল! হরিবোল! মা, সত্যই আমার লজ্জা ঘৃণা নাই, নকুল যে দিন সংসারী হ'ল, সেইদিন হ'তেই আমি সব থেকে মুক্তি পেয়েছি।—সংসারচক্রে বাঁধা পড়্‌লে কি হতো মা!

অভয়া

নকুলের বিয়ে সে তো তোরই জন্তে। তুই এমন হবি জান্‌লে ও-কি এ বিয়েতে রাজী হয়!

চণ্ডীদাস

ও-সব কথা আর তুলো না। বেশ হয়েছে—বিজয়নারায়ণের ঋণ থেকে তোমরা মুক্তি পেয়েছ, অঋণী অপ্রবাসী হয়ে সুখে থাক।

অভয়া

আর তুই বুঝি বাউণ্ডুলে হয়ে, ঘুরে ঘুরে বেড়াবি!

চণ্ডীদাস

তা বটে! আমার যেন কি হয়েছে, দৃষ্টি যেন স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, মনের বাঁধন যেন কে খুলে দিয়েছে,—কোথায় আছি, কি করি, কিছুই যেন বুঝ্‌তে পারি না।

অভয়া

দেখ্‌ছি তামাক খেয়ে মাথা খারাপ হয়েছে, এখন থেকে সাবধান না হ'লে, তোর ভারী দুর্দ্দশা হবে।

নকুল প্রবেশ করিয়া কহিল—

এই যে দাদা এখানে, আমি সাত দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছি!

চণ্ডীদাস

তোমায় দেখে সব মনে পড়ে গেল। বেচু মালিকের কাছে তাগাদায় পাঠিয়েছিলে, একেবারে ভুলে গেছি! কি আমার হয়েছে, বাড়ীর সীমানা পার হ'লে, আমি যেন আর এক মানুষ হয়ে যাই, কিছু আর মনে থাকে না।

নকুল

তা হ'লে তাগাদায় যাওয়াই হয় নি!

চণ্ডীদাস

না ভাই!

ক্ষণে ক্ষণে হারাই চেতন,

জাগ্রতে স্বপন হেরি।

আজি দিবা দ্বিপ্রহরে,

ঘরের বাহিরে,

হেরিলাম সুন্দর নগরী,
হর্ম্ম্য সারি দুই পাশে।
রাজপথে হাসিতে হাসিতে,
ধেনু পাল লয়ে যায় কেবা!
কানে ফুল ডাল,
চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর,
রুণ্ রুণ্ নূপুর চরণে।
যায় যায়, ফিরে চায়,
সুকুমার অঙ্গের লাবণী
নবনী পড়িছে ঝরি।
মনে ভয়, কি হয় কি হয়,
গোচারণে একাকী রাখাল,
আছে ভুজঙ্গিনী,
বনভূমি পশুর আলয়,
তাহে কুশাঙ্কুর,
রাঙা পায় বিঁধিবে নিশ্চয়।
ধাই পিছে আত্মহারা,
আঁখি ভ্রম না পারি বুঝিতে।
ভাঙ্গিলে চমক,
হেরিলাম বিজন বিপিনে
আনমনে ভ্রমিতেছি অকারণ,
স্বপ্ন ঘোরে বিকল মস্তিষ্ক!

নকুল

আজ তবে বাজারও কর নি!

চণ্ডীদাস

সেও অতি আশ্চর্য্য দর্শন!
ভ্রম নিজ করি সংশোধন
ছুটে চলি পণ্য বীথিকায়,
দিবাশেষ, শূন্য হাট,
বেসাতি গিয়াছে উঠে।
স্বপ্ন সুনিশ্চয়,
দূরে বয় পূত প্রবাহিনী,
মনোহর তরুরাজি তীরে,
উন্মাদিনী এক বালা,
যৌবন নাচিছে অঙ্গে,
হেসে চায় কভু ঊর্দ্ধে,
কভু কুন্তল ধরিয়া চুমে,
কভু নীলকণ্ঠী বিহঙ্গে ধরিয়া বুকে
প্রেমভাবে উল্লাসে মগন!
পলকে টুটিল ভ্রম,
পশিল শ্রবণে,
শঙ্খ ঘণ্টা, ঘন রোল—
বুঝিলাম সন্ধ্যা সমাগম।

নকুল

উন্মাদের সকল লক্ষণ দেখা দিয়েছে ! বৃথা বাক্যে গোলমাল বাড়্‌বে বৈ কম্‌বে না, সংসারে কোন কাজেই এঁকে পাওয়া যাবে না—ভবিতব্য, অপরিত্যজ্য তোমার বন্ধন !

প্রস্থান

অভয়া

চণ্ডী !

চণ্ডীদাস

কেন মা !

অভয়া

এ সব কি বল্‌ছিস্‌ ?

চণ্ডীদাস

এক বর্ণ মিথ্যা কহি নাই,
থাকি থাকি কোথা চলে যাই,
কি যেন হারাই, কে যেন পরশে আঁখি,
বিপরীত করি নিরীক্ষণ।
এই আমি, এই তুমি,
সংসারের চির পরিচয়,
মন হ'তে হয় লয়,
সহসা উদয় সৃষ্টি,
বিরহ তাহার মূল ;
ফোটে ফুল বেদনার রাগে,

গাহে পাখী, ঝরে নির্ঝরিণী,
একাকিনী কার অন্বেষণে!
প্রেমের পুলকে থর থর নাচে হিয়া,
নয়ন নিঙাড়ি রমণী আকার লভি,
বার বার অভিসারে ধাই—
কেহ কোথা নাই,
বিষাদে ভরয়ে বুক,
ঘুরে মরি নিশিদিন,
কোথা যাই, এ জ্বালা জুড়াই,
অস্থির হয়েছি মাতঃ!

অভয়া

আহা, কর্ত্তার শোক বাছাকে বড় লেগেছে। চণ্ডী!

চণ্ডীদাস

কেন মা!

অভয়া

তুই বাছা যেখানে সেখানে আর অমন করে' ঘুরে বেড়াস্ নে, আমার বড় ভয় করে!

চণ্ডীদাস

মা! বড় শ্রান্ত। চোখের পাতা কার কোমল করস্পর্শে মুদে আসছে—কার সুরভি নিশ্বাসে তপ্ত ললাট আমার জুড়িয়ে যাচ্ছে—কে মা! কোথা মা!

অভয়া

এই যে বাবা।

চণ্ডীদাস মায়ের কোলে মাথা দিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশালাক্ষীর মন্দির।

কাল—অপরাহ্ন

পূর্ণানন্দ ও জটাধারী

জটাধারী

ও-আশা ছেড়ে দাও বাবা! তার চেয়ে রামীর চেষ্টা দেখা যাক্। তন্ত্র মন্ত্র যা আছে আমায় দাও, সিদ্ধি সবায়ের ভাগ্যে ফলে না।

পূর্ণানন্দ

জটাধারী, দিন দিন তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা হ্রাস পাচ্ছে।

জটাধারী

বার মাস ত্রিশ দিন আর আজ্ঞে আপনি করা যায় না। তা ছাড়া তোমার ঐ রাঙা কাপড় আর মাথায় জটা না থাকলে, আমার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য তোমার আর কি আছে বাবা! একটা কথাও তো ফলে না, অমাবস্যার পর অমাবস্যা কেটে যায়, বাবাজীর সিদ্ধি আর আসে না; যা বলি শোন, বিজয়নারায়ণের পুত্রবধূর আশা ছেড়ে দাও, বামন হয়ে চাঁদের আশ্ সইবে না।

পূর্ণানন্দ

তুমি কিছু ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে পড়ছো। সাধনার পক্ষে ধৈর্য্যই পরম সহায়। ধৈর্য্যহীন হয়ো না।

জটাধারী

ঢের ধৈর্য্য ধরেছি, আর টেঁকে না বাবাজী। এই একজনের আঁচড়েই সব বাবাজীর হদিস পেয়েছি, বুজরুকী আর চল্‌ছে না। রামী বেটির জন্তে কি সর্ব্বনাশের কাজেই হাত দিয়েছি, হলধরটা হাতে থাক্‌লেও বা যা হোক হ'তো, সে'ও হাতছাড়া; এখন অদৃষ্টে যে কি আছে তা তো জানি না, বুঝি বা শূলেই চড়্‌তে হয়!

পূর্ণানন্দ

বৎস, স্থির হও। একটা কথা বলি শোন।

জটাধারী

বল। না শুনে আর উপায় কি! রামে মার্‌লেও মার্‌বে, রাবণে মার্‌লেও মার্‌বে। যখন 'গুরু বলে' স্বীকার করেছি, তখন আর নেমকহারামী কর্‌বো না—ইহকাল তো গেছেই, পরকালের মাথাটা আবার খাবো!

পূর্ণানন্দ

জটাধারী?

জটাধারী

আজ্ঞে, বলুন!

পূর্ণানন্দ

রামীকে সত্যই তোমার চাই?

জটাধারী

নাও কথা। প্রভু যেন স্বপ্ন দেখে উঠলেন! দোহাই বাবা, আপনারা সব কামিক্ষে ফের্‌তা, গুণ তুক যদি কিছু জানা থাকে ঝাড়ুন, ও-মাগীকে হাতাতে না পার্‌লে, আমায় দেহরক্ষা কর্‌তে হবে।

পূর্ণানন্দ

তবে শোন। প্রথম কথা, হলধরকে যে পত্র দিয়েছি, তার কি কর্‌লে?

জটাধারী

গায়ের জ্বালায় অনেক বলি, কাজের বেলায় বেহুঁস হব না বাবা! অনেক কষ্টে চিঠিখানা হাতে দিয়েছি, একেবারে বেসুরা মেরে গেছে, তবে এখনও আপনার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা লোপ পায় নি, সন্ধ্যার পর দেখা কর্‌বে বলেছে। রাগ কর্‌বেন না বাবা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অনেক দিন আপনার সাকুরেদী কর্‌লুম, এইবার আপনার গুরুজীর সন্ধানটা দিয়ে দিন, তিনি কোথায় আছেন জান্‌লে, সটান বেরিয়ে পড়ি, মহাশয়ের চেয়ে নিশ্চয় তাঁর ক্ষমতা কিছু বেশী হবে, একবার এস্পার ওস্পার করে' ফেলি।

পূর্ণানন্দ

তিনি এখন তিব্বতে, তাঁর সাক্ষাৎ সহজে পাবার উপায় নেই। আমি যাবো, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবো—তোমার কার্য্যসিদ্ধি আমার দ্বারাই হবে।

জটাধারী

ঐ তো বাবা, কেবল চেপে রেখে দেন। আপনার দ্বারা আমার

যে কিছু সুবিধা হবে, তা তো দেখ্‌ছি না, ফুল পড়া, ধুলো পড়া, সব বিদ্যেই তো ফলালেন, বেটী একবার ফিরেও চাইলে না!

পূর্ণানন্দ

চুপ, হলধর আস্‌ছে। তুমি আগে ওর মনোভাব জেনে নাও, তারপর অবস্থামত ব্যবস্থা কর্‌বো। যদি জিজ্ঞাসা করে, বলো জপে বসেছি, শীঘ্রই আস্‌বো।

প্রস্থান

জটাধারী গান ধরিল

গান

ওরে মন এই বেলা নে ঘর ছেয়ে,
এবার বর্ষা ভারি, হও হুসিয়ারি—

হলধর প্রবেশ করিবামাত্র গান ছাড়িয়া জটাধারী কহিল—

জটাধারী

এস ভায়া এস, বস।

হলধর

না থাক্। গুরুজী কোথায়?

জটাধারী

জপে বসেছেন। ভায়া, কি হ'লো?

হলধর

জটাই, ওসব কথা আর মুখে এনো না। যদি এই কথার জন্ত

তিনি ডেকে থাকেন, তাহ'লে তাঁকে বলো আমি অসমর্থ। দরকার আছে—চল্লুম।

হলধর প্রস্থানোদ্যত হইলে পূর্ণানন্দ বাহির হইয়া কহিল—

হলধর!

(হলধর অবনত শিরে দাঁড়াইল)

পূর্ণানন্দ

হলধর, দেবতার আদেশ অমান্য করবে?

হলধর

দেবতার আদেশ!

পূর্ণানন্দ

হাঁ, দেবতার আদেশ। পূর্ণানন্দ ব্যাভিচারী নয়।

হলধর

প্রভু! আমি অক্ষম।

পূর্ণানন্দ

উত্তম! কিন্তু আমার আর একটা কথা আছে।

হলধর

আজ্ঞা করুন, কি কর্তে হবে।

পূর্ণানন্দ

কাল সন্ধ্যাকালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, গোপন কথা আছে।

হলধর

যে আজ্ঞে। তবে আসি

প্রণামান্তে প্রস্থান

জটাধারী

তীরে এসে বোঝাই নৌকা বানচাল! এইবার বাবা রামীর চেষ্টা দেখা যাক্।

পূর্ণানন্দ

জটাধারী!

জটাধারী

ইস্! ঠাণ্ডা হ'য়ে বল বাবা, আমার ভয় কর্‌ছে।

পূর্ণানন্দ

কাল সন্ধ্যাবেলা হলধর এলে, উগ্র সুরা পান করতে দেবে, অস্বীকার করে—বল্‌বে, আমার আদেশ, তা'তেও অকৃতকার্য্য হও, আমায় সংবাদ দিও। আমি ঐ শিমুল বৃক্ষমূলে অবস্থান কর্‌বো।

জটাধারী

তারপর!

পূর্ণানন্দ

সুরাপানে হতচেতন হ'লে, পাশের ঘরে তাকে চাবী বন্ধ রেখে' মন্দিরে এসে অপেক্ষা কর্‌বে।

জটাধারী

বিষম হেঁয়ালি! উদ্দেশ্য কি?

পূর্ণানন্দ

তুলসীকে অপহরণ করবো। গৃহিণীর সঙ্গে আরতি দেখ্‌তে আসবে, তাকে আর বাড়ী ফিরতে হবে না।

জটাধারী

সর্ব্বনাশ! আপনি তো সটকাবেন, গরীব বেচারীর প্রাণ নিয়ে যে টানাটানি পড়্‌বে।

পূর্ণানন্দ

মূর্খ, এ সবের কিছুই জান না, এই ভাব দেখাবে।

জটাধারী

হলধরকে নিয়ে করবো কি?

পূর্ণানন্দ

জ্ঞান সঞ্চার হ'লেই ছেড়ে দেবে।

জটাধারী

ও যদি সব বলে দেয়?

পূর্ণানন্দ

সে তো কিছুই জানবে না। মদ্যপানে অচেতন হয়ে পড়ায়, ঘরে শুইয়ে রেখেছিলে, এই কথা বল্‌বে।

জটাধারী

তারপর এই ছুঁড়িটাকে একেবারেই গাফ্‌ নাকি?

পূর্ণানন্দ

প্রয়োজন নেই। কার্য্যসিদ্ধির পর সে বাটী প্রত্যাগমন করবে।

জটাধারী

সে যদি সব বলে দেয় ?

পূর্ণানন্দ

নারী কুলনষ্টের কথা প্রকাশ করে না, সে ভার আমার। তুমি আদেশ পালন করবে ?

জটাধারী

এইবার পিণ্ডি চট্‌কাবে দেখ্‌ছি—গুণগান সব ফাঁক ! তা বাবা, আমার সিদ্ধির কি করলেন ?

পূর্ণানন্দ

তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর ?

জটাধারী

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা বলছি না। সিদ্ধি পেলে আপনাকে কি আর চিনতে পারবো, কটা হাত, কটা ন্যাজ গজাবে কে জানে !

পূর্ণানন্দ

পরিহাস রাখ। আদেশমত কার্য্যে অসমর্থ হও, আমি অন্য উপায় অবলম্বন করবো।

জটাধারী

তা বাবা ! বেচারা হলধরের উপর আর এ অত্যাচার কেন ?

পূর্ণানন্দ

এ ব্যাপারে গোলযোগ হবেই, হলধরের সব জানা আছে—কার্য্য পণ্ড করতে পারে।

জটাধারী

দোহাই আপনার, হুকুম তামিল করবো, কিন্তু শেষে যেন তাঁতিকুল, বৈষ্ণবকুল দুই না যায়!

পূর্ণানন্দ

ভয় নাই, প্রয়োজন আছে—চল্লুম। কাল প্রাতে সাক্ষাৎ পাবে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মেছোহাটার একপার্শ্ব

কাল—দিবা এক প্রহর অতীত হইয়াছে।

সারি সারি মেছুনীদের পাটা পাতা আছে, মেছুনীরা মাছ বিক্রয় করিতেছে—একজন মেছুনী বঁটিতে মাছ কুটিতে কুটিতে গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতেছিল—

গান

মরে লোকে বুক ফেটে।
কই যদি সই মনের কথা
প্রাণ কেঁদে উঠে।
ভালবাসা ঝুটা কথা,
কথায় কথায় পাই যে ব্যথা;

কারু উপর দেখে ভিতর বোঝা
যায় না কো মোটে ॥

চণ্ডীদাস গামছা কাঁধে প্রবেশ করিল—
(আপন মনে কহিতে কহিতে)

আজ আর ভুলে যাওয়া হবে না, আধসের মাছ, পাঁচ পো আলু, ঘৃত পাঁচ ছটাক—আজ আর ভুলে যাওয়া হবে না। আরও কি যে ছিল—আচ্ছা মাছটাই আগে কিনে ফেলি।

একজন লোক প্রবেশ করিয়া কহিল

কি হে চণ্ডীদাস, আজ এরই মধ্যে বাজারে, চাকি ডোবেনি যে?

চণ্ডীদাস

যাঃ সব ভুলিয়ে দিলে! পাঁচ ছটাক আলু—কদলী, সর্ব্বনাশ; আচ্ছা আগে মাছটাই কিনি।

লোক

ভায়া, কি হিসেব কর্‌ছো? বিজয়নারায়ণের কন্যা হাতছাড়া হয়েই তোমার এমন দুর্দ্দশা, তখন তোমায় কি গ্রহেই ধরেছিল!

চণ্ডীদাস

ছিঃ ভাই, ওকথা মুখে এনো না! সব গোল হয়ে গেল, মাছ, আলু, কদলী, ঘৃত—আচ্ছা এক ছিলিম তামাক খেয়ে আসি।

প্রস্থান

লোক

ভদ্রলোক একেবারেই গেছে।

প্রস্থান

জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ

মেছুনী

মুকুযো মশায় যে! এখনও বউনি কর্‌তে পারি নি, এত দেরি হ'ল কেন? মনে কতই হচ্ছিল!

ব্রাহ্মণ

পিরীতের রীতিই এই! সাত পাঁচ ভেবে হাঁপিয়ে ওঠা। আজ দর কি?

মেছুনী

দর নিয়ে আর রঙ্গ কেন? চাই কত?

চণ্ডীদাস আসিয়া দাঁড়াইল—
ব্রাহ্মণ নস্য লইয়া কহিল

আধ সেরটাক হ'লেই চলে যাবে।

মেছুনী দাঁড়ি ধরিয়া মাছ ওজন করিল, পরে ব্রাহ্মণের গামছায় বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল—

দামটা সন্ধ্যাবেলা যেন দিয়ে আসা হয়। এ বেলার মত দেরি ক'র না!

ব্রাহ্মণ

রাম! রোদ পড়্‌তে না পড়্‌তে প্রাণ আনচান করে, আবার দেরি!

প্রস্থান

মেছুনী

ঠাকুর, কি চাই?

চণ্ডীদাস

পাঁচ ছটাক ঘৃত, আলু, কদলী,—কি ভুলেছি—না কিছুই না,—আমার আধসের মাছ দাও।

মেছুনী

তাই বল, ঠাকুর মান গাছে আঙ্গুর দেখ্‌ছে!—আলু কাচকলা এখানে ফলে না। (মাছ ওজন করিয়া)—ধর।

চণ্ডীদাস

হাঁ, হাঁ, কত মাছ?

মেছুনী

এই ওজন দেখ না—আধ সের।

চণ্ডীদাস

ঐ ওঁকে কত দিলে?

মেছুনী

সে খোঁজে তোমার কি দরকার, তুমি ওজন দেখে নাও না।

চণ্ডীদাস

তা তো ঠিক দেখ্‌ছি—ওঁরও তো আধ সের মাছ!

মেছুনী

রঙ্গ রাখ। মাছ না নাও, সরে পড়, খদ্দের আগ্‌লে দাঁড়াতে হবে না!

চণ্ডীদাস মাছ লইয়া পয়সা দিল, পরে ফিরিয়া কহিল—

ও-মশায়! শুনুন, শুনুন।

ব্রাহ্মণ (নেপথ্যে)

কি হে! আমায় ডাক্‌ছ?

চণ্ডীদাস

আজ্ঞে হাঁ, একটু দাঁড়ান।

চণ্ডীদাস কিছু অগ্রসর হইল, ব্রাহ্মণও প্রবেশ করিয়া কহিল—

কি বল্‌ছ?

চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হইয়া কহিল—

আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ব্রাহ্মণ

ভাল আপদ! কি, বল।

চণ্ডীদাস

বিরক্ত হবেন না। আপনি কত মাছ নিলেন?

ব্রাহ্মণ

কেন? আধসের।

চণ্ডীদাস

নগদ না ধারে ?

ব্রাহ্মণ

কোথাকার পাগল ! তোমার অতো তত্ত্বে প্রয়োজন কি ?

চণ্ডীদাস

এক হাটে জুয়াচুরি ! মহাশয়, আমারও আধসের মাছ, দেখুন আপনার চেয়ে কত কম, একবার মেছুনীর কাছে আপনাকে যেতে হবে।

ব্রাহ্মণ

হাঃ হাঃ, ছোকরা, তোমার মাছ ওজন হয়েছে যে বাটখারায় তা শুকিয়ে খট খট করছে—আমার আধসিরি বাটখারা রসে ভারি —ছোকরা এ সব রহস্য বুঝতে ঢের বাকী আছে !

চণ্ডীদাস

সে কি রহস্য ! আপনার পায়ে পড়ি, এ তত্ত্ব আমার পরিষ্কার করে' বুঝিয়ে দিন ! দেখুন আমিও ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

ব্রাহ্মণ

তাই তো হে বড় ফাঁপাদে ফেল্‌লে তো, আমার সঙ্গে ওর বেচা-কেনার স্বার্থ নেই, বুঝ্‌লে !

চণ্ডীদাস

সে কি ! কোন্ স্বার্থে হীনবৃত্তি মেছুনী এতখানি স্বার্থ ছেড়ে দেয় ? আপনার মাছ আধসেরের চেয়ে ঢের বেশী, ভুলে নয়,

যেনেই দিয়েছে, কেন? কোন্ আশায়, কোন প্রলোভনে? অধীন চিরঋণী থাকবে, রহস্ত খুলে বলুন।

ব্রাহ্মণ

ওহে ছোকরা, বল্‌ছি, ওজনের হিসেব আমার সঙ্গে নেই, মাগী আমায় ভালবাসে, ওর সঙ্গে আমার পীরিত আছে, বুঝ্‌লে!

প্রস্থান

চণ্ডীদাস

পীরিত আছে! কি মধুময় শব্দ, কি অপূর্ব্ব তার রীতি! স্বার্থপর জগতে এ কি অপার্থিব রহস্ত রে! কি হৃদয়-মন-মাতান অমূল্য নিধি!.........পী-রি-তি! তাই সেথা স্বার্থজ্ঞান নেই, কেনা-বেচা দান প্রতিদানের হিসাব নেই, শুধু দিয়ে দেয়! একজন দেয় আর একজন তুলে নেয়! এ পীরিতি কোথায়—কোন্ গগনের ফুল, মর্ত্ত্যে এ অমরার পারিজাত কে এনেছে রে!

জনৈক লোকের প্রবেশ

এই রে রোগে ধরেছে! ঠাকুর, দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছ কি? বাজার হয়েছে, বাড়ী যাও।

প্রস্থান

চণ্ডীদাস

এ স্বার্থপর জগতে মানুষ শুধু নিতেই চায়, দেওয়ার খেলা তো কোথাও দেখি নাই। সহোদর সহোদরের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, সেও তো স্বার্থের দায়ে, পত্নী স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনী হয়, সেও তো

স্বার্থ! আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে কে কোথায় সার্থক হয়েছে! আমি দিতে চাই, দেওয়ার খেলা খেল্‌তে চাই, কে আমায় নেবে, আমার সবখানি নিঙড়ে কার হৃদয়পাত্র পূর্ণ করে' দেবো, কে আমার সর্ব্বস্ব নেবার জন্য হাত দুখানি বাড়িয়ে দেবে, এস, এস, আমার হৃদয়ের চাঁদ নেমে এস।

(হাত হইতে বাজার পড়িয়া গেল, চিলে ছোঁ মারিয়া মাছ লইয়া উড়িয়া পলাইল)

পিরীতি! পিরীতি!! সপ্তসিন্ধু মন্থনের অমৃতবিন্দু পিরীতি—প্রেমের পুলকে পুলকে, হৃদ্‌কমলের আলোড়িত সৌরভকণিকার মহাসমষ্টি পিরীতি—বিদ্যুৎবীর্য্যসঞ্চারী মহাশক্তিময়ী পিরীতি—তোমার জ্বালাহীন প্রদীপ্ত বর্ণমন্ত্রে আমি উন্মাদ হয়েছি—চল মন পিরীতির সন্ধানে, গরলে অমৃতে, প্রেমে কামে মাখামাখি মধুময় পিরীতি—আমায় কোল দাও, আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দাও—

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চণ্ডীদাসের বাটী

কাল—অপরাহ্ণ

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া অভয়া চরকা কাটিতেছে, নকুল দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে।

নকুল

কু-পুত্র অনেক। কুমাতা হ'লে কি সংসার চলে? ওঠ মা, বেলা যায়, তুমি না খেলে, আমাদের উপবাসে থাক্‌তে হয়!

অভয়া

নকুল তুই পেটের ছেলে, চোখের জলে তোর যেন কোন অমঙ্গল না হয়। বড় দুঃখ করে' তোদের মানুষ করেছিলুম, পেটরোগা ছিলি, পাতে হেগে দিয়েছিস্, সে ভাত ঠেলে রেখে ভাত খেয়েছি, আজ সেই নকুলের বিয়ে দিয়ে, এত যন্ত্রণা!……হা ভগবান! আর জ্বালা সহ্য হয় না।

নকুল

ছি মা! ছেলে মানুষের কথায় কি রাগ কর্‌তে আছে? তা' ছাড়া বড়লোকের মেয়ে ঘরে আনাই অবিবেচনার কাজ হয়েছে, দুই ভায়ে কাজ কর্ম্ম কর্‌লে ঋণ কি শোধ হ'তো না? তোমার জেদাজেদিতেই আমার বিয়ে করা, এখন আর দুঃখ কর্‌লে কি হবে!

অভয়া

দুঃখের কথা নয় নকুল! পরের মেয়ে ঘরে এনে সুখের আশা করি না, ধ'রে আমায় যদি দুঘা মার্‌ত, এত জ্বালা হ'ত না! চণ্ডী পাগল, অপরাধও তার যেন হয়েছে, তাই বলে তার অতো খোয়ার, মা হয়ে শুনি কেমন করে'? বুক আমার ফেটে যাচ্ছে, আহা বাছা সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও বাড়ী ফির্‌লো না—যদি কোন অমঙ্গল হয়ে থাকে!

নকুল

সে ভাবনা ক'র না। খেয়ালের মানুষ, হয়তো কোথাও ঘুপটী মেরে ব'সে আছে, আর না হয়তো নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আজ তো নতুন নয়, তুমি ভাত খাও, আমি দাদাকে খুঁজে আন্‌ছি।

পিছনের দরজা খুলিয়া রুক্মিণী মুখ বাড়াইয়া কহিল—

ভাত বাড়া হয়েছে, দুটো মুখে দিয়ে যেখানে খুসী যাও। এমন ধ্যানার সংসার কখনও দেখি নি!

নকুল

মা উপবাসী, দাদা বাড়ী নেই, আমি কি করে' ভাত মুখে দিই, ইচ্ছা হয় তুমি খেয়ে নাও, দাদাকে দেখি যদি সন্ধান পাই।

রুক্মিণী

চুলোয় যাক্‌ সব! ঢের ঢের সংসার দেখেছি, এমন হাড়হাবাতে আকৃথুটের ঘরে কেউ যেন না পড়ে। দাদা আমার সেইকালেই বলেছিল—হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া নয়তো এ আর কি?

নকুল

তুমি চুপ কর। তোমায় তো কেউ কিছু বলে নি!

রুক্মিণী

আবার কি করে' বল্‌তে হয়? আমি যেন কিছু শুনি নি!

মনে করি চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু পারি কৈ, কথা শুনে গা জলে যায়! এক মুঠো পয়সা নিয়ে বাজার গেছেন, বাজার এলে তবে হাঁড়ি চড়বে, পুবের সূর্য্যি পশ্চিমে গেল মানুষের দেখা নেই, উনি বললেন —কোন অমঙ্গল ঘটেছে, কথার পিঠে কথা না হয় বলেই ফেলেছি —যে অমন ছেলে যমের অরুচি, এই কোথায় আছেন!

নকুল

ছিঃ! ও-কথা বলতে নেই।

রুক্মিণী

হাড় জলে তাই বলি। ঘি কলসী উল্টে গেলেও এ সংসারে কথা কয়বার জো নেই।

রুক্মিণী দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল,
ও চণ্ডীদাস উদাসীন ভাবে প্রবেশ করিল—

চণ্ডীদাস

এতো নয় অজয়ের তীর,
যেথা বামা নবীন কিশোরী,
মরম নিঙাড়ি চলে;
মোহন নয়নে, হানে বাণ,
পিরীতি পরশ দিয়া,
পুলকে ঝুরয়ে আঁখি
পরাণ কাড়িয়া লয়।
কৈ কৈ হেথা কৈ

সে বরণ শ্যাম,
জিনি কাম, বদন জিতল শশী ;
কোথা সে ফুলের রাশি,
ঝরে হাসি ঝলকে ঝলকে,
দোলে পিঠে আলম্বিত বেণী
ভুজঙ্গিনী দংশে বুকে,
জর জর হয় তনু,
থর থর কাঁপে কলেবর,
নিগূঢ় পিরীতি সে যে—
আরতির ঘর।
হেথা কোথা রসের নির্ঝর—
পিয়াসী চাতক, তিরপিত হবে যাহে ॥

নকুল

নাও মা তোমার ছেলে। হাট বাজার চুলোয় দিয়ে, আকাশ পানে চেয়ে বিজির বিজির কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী ঢুক্‌লো। বল্‌লে তুমি রাগ কর্‌বে, এ রকম করে' কি সংসার চলে ?

অভয়া

হাঁরে চণ্ডী ! হাড় মাস জ্বালিয়ে খাক্ কর্‌লি ! এর জন্ম কি তোরে গর্ভে ধরেছিলুম !

চণ্ডীদাস

পিরীতির রীতি, অপরূপ অতি,
নয়নে নয়ন হানে,

মরম বিঁধিয়া যায়,
পরাণ ভরয়ে রসে।
সেই মুখ, সেই হাসি,
সেই কেশ, তেমনি তিমির ঘেরা,
সেই সে ভুবন-ভোলা,
মধুর চাহনি, মরি মরি
একি অনুভব,
ইন্দ্রিয় অবশ সব,
ডুবে যাই রসের সাগরে।

অভয়া

চণ্ডী! চণ্ডী!!

নকুল

দাদা! ও-দাদা!!

চণ্ডীদাস

এ নহে স্বপন,
নহে আঁখিভ্রম,
পিরীতি দর্শন করি।
হের নদী তীর,
ঝির ঝির প্রেমের প্রবাহ বহে,
কূলে গাভী রোমন্থনে রত,
হের সারি তৃণের কুটীর,
মহামুনি কণ্বের আশ্রম যেন।

হের দূরে বসি নীর ধারে,
পায়ের উপরে পা,
অঙ্গের বসন, করেছে আসন,
এলায়ে দিয়াছে কেশপাশ ;
হের ঐ উঠিল সিনান করি,
নিতম্ব কটিতে চুম্বিল চিকুর রাশি,
চলে বামা হাসি হাসি, জোছনা ছড়ায়ে,
বঙ্কিম কটাক্ষে ফিরে চায় ;
চলে নীল সাড়ি
নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
পরাণ সহিত মোর।
কি নাম বালার,
কোথায় বসতি করে,
নয়নের আড়ে
সে যদি ছাড়িয়া যায়,
প্রাণ উচাটন, অনুক্ষণ
রব সাথে—
সে বিনা দোসর নাহি আর !

নকুল

অবস্থা আমার ভাল বলে' মনে হচ্ছে না, ঘোর উন্মাদ ! দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে চল্‌বে না, বাড়ীর ভিতর নিয়ে চল, মাথায় জল ঢাল্‌লে যদি প্রকৃতিস্থ হয়।

অভয়া

নিশ্চয় পরীর হাওয়া গায়ে লেগেছে—চণ্ডী! ঘরে চল। আহা বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে!

চণ্ডীদাসের হাত ধরিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, নকুল পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিল।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মন্দির পথে।

কাল—সন্ধ্যার পর।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, দুইধারে জবা গাছের বন—পূর্ণানন্দ, বালানন্দ, কমলানন্দ ও আর দুইজন সন্ন্যাসী প্রবেশ করিল—

পূর্ণানন্দ

বালানন্দ, মনে পড়ে?

বালানন্দ

কি প্রভু?

পূর্ণানন্দ

যাকে আজ হরণ করবো তার কথা!

বালানন্দ

কৈ না!

পূর্ণানন্দ

শালতোড়া গ্রামে নিত্যার মন্দিরে, মনে আছে !

বালানন্দ

যেখানে প্রভু সহজের ভজনা কর্‌তেন !

পূর্ণানন্দ

একটি কুমারী সেখানে কিছুদিন ছিল।

বালানন্দ

প্রভু তাকে এনেছিলেন।

পূর্ণানন্দ

হাঁ। সুলক্ষণা কুমারী—এখন সে ষোড়শী—সহজিয়ার সে ছিল উত্তম আশ্রয়, কৌল সাধনায় তাকে শক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বো—শিব-ইচ্ছা !

সকলে

শিব, শিব।

পূর্ণানন্দ

আর বিলম্ব নয়—ঐ তারা আস্‌ছে ! সর্ব্বাগ্রে বিজয়নারায়ণের পত্নী, হাঁ তাই বটে, তিন জন বোধ হচ্ছে—মধ্যে সে আছে, এস পাশে লুকিয়ে পড়ি, হুঁসিয়ার—টুঁ-টী না ক'রতে পারে, আমি ডুলির কাছে এগিয়ে থাকি—নিঃশব্দে কাজ সেরো।

সকলের সন্তর্পণে প্রস্থান

দূরে শৃগালগণ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল,

মঙ্গলা, তুলসী ও হরিমতী প্রবেশ করিল। তুলসীর হাতে পুষ্পপাত্র, হরিমতী লণ্ঠন হাতে পশ্চাৎ হইতে বলিল—

হরিমতী

বাপ্‌রে, কি ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! আ-মর্ শিয়ালের গলা দেখ; বৌ-ঠাক্‌রুণ, সর আমি এগিয়ে যাই, আলো আঁধারে লাগ্‌ছে।

তুলসীকে পশ্চাতে রাখিয়া হরিমতী সরিয়া গেল। সহসা বালানন্দ, কমলানন্দ প্রভৃতি তুলসীকে ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া লইল, তুলসীর কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট বাক্য উচ্চারণ হইল-"মাগো!"

উহারা তুলসীকে লইয়া প্রস্থান করিল—

মঙ্গলা

হরিমতী! হরিমতী!!

হরিমতী বিকট চীৎকারে ভূপতিত হইল—

মঙ্গলা

ওগো কে কোথায় আছ এস, সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল!

মাটীতে বসিয়া পড়িল, লণ্ঠনের আলো নিভিয়া গেল, আলো হাতে করিয়া জটাধারী প্রবেশ করিল—

জটাধারী

কি হয়েছে মা?

মঙ্গলা

হায়! হায়!! সর্ব্বনাশ হ'ল, বৌমাকে কারা তুলে নিয়ে গেল! ওগো কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো!

হরিমতী কাঁপিতেছিল, জটাধারী হাঁকাহাঁকি জুড়িয়া দিল, দুই একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে জটাধারী কহিল—

শালারা কোথায় থাকিস্, ডাকাতি হয়ে গেল, খোঁজ রাখিস্ না! বন বাদাড় পাতি পাতি ক'রে দেখ্, ঘরের লক্ষ্মী বৌঠাকরুণকে কারা তুলে নিয়ে গেল!

প্রথম লোক

এঁ্যা—কোথায়—কোন্ দিকে!

জটাধারী

আলো নিয়ে আয়, লাঠী সরকী নিয়ে লোক জন ডাক্! এস মা, পালাবে কোথা, এখুনি সন্ধান কর্‌ছি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের বাটী

কাল—শেষ রাত্রি

পূর্ব্ব আকাশ ফরসা হইয়া আসিয়াছে, প্রাঙ্গণের এক পাশে একখানা সরায় আলো জ্বলিতেছে, বিজয়নারায়ণ বেতের মোড়ার উপর বসিয়া তামাক

খাইতেছেন, মঙ্গলা অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া আছেন, হরিমতী গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে, দুই একজন ভৃত্য দূরে বসিয়া ঢুলিতেছে।

মঙ্গলা

(মাটী হইতে উঠিয়া)

হায়! হায়! একে আমাবস্যার রাত, তা'তে দুধারে জবা গাছের ঝোঁপ, হরিমতীকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ থেকে যেন দু মিন্‌ষে নেমে, বাছাকে উধাও ক'রে নিয়ে গেল!

হরিমতী

কি তাদের রূপ মা! এ দেবতাদের কাজ, তা না হ'লে কার ঘাড়ে এত রক্ত হবে?

বিজয়নারায়ণ

এর ভিতর গভীর ষড়যন্ত্র আছে। বিজয়নারায়ণের প্রতাপে এক ঘাটে বাঘে গরুতে জল খায়, ...কার এ স্পর্দ্ধা! হলধরই বা গেল কোথা?

মঙ্গলা

আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! বাশুলী কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি মা?

বিজয়নারায়ণ

চুপ কর, বৌমার সন্ধান এখুনি হবে, সতী লক্ষ্মী, তারে কেউ

আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বে না ; আমার ভাবনা—হলধর এই ষড়যন্ত্রে আছে কিনা—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য

কর্ত্তা, জামায়ের আসা হবে না।

বিজয়নারায়ণ

কেন ?

ভৃত্য

তাঁর মায়ের ভারি ব্যামো।

বিজয়নারায়ণ

মরুকগে, দেখ্‌ তো, জটাধারীর আস্‌তে বিলম্ব হচ্ছে কেন

ভৃত্য প্রস্থান করিল

মঙ্গলা

ওরে বাপ্‌রে, আমার বুক যে ফেটে যায় !

বিজয়নারায়ণ

ভয় কি ! বিজয়নারায়ণ বেঁচে থাক্‌তে, তোমার কোন চিন্তা নেই। জটাধারীর মুখেই সব কথা প্রকাশ হবে, দেবী বাশুলী আমায় বহুবার সতর্ক করে' দিয়েছেন, কিন্তু কোন প্রতীকার করি নি, আজ তার প্রতিফল পাচ্ছি !

মঙ্গলা

তুমি ঐ কথাই বল্‌ছ ! জটাধারীর কোন দোষ নেই।

আমাদের চেঁচানী শুনে, সেই তো লোকজন সঙ্গে আলো নিয়ে সারা দেশ খুঁজ্‌লে, তার অপরাধ কি ?

বিজয়নারায়ণ

জটে ব্যাটা যদি এর ভেতর না থাকে, তা হ'লে আমার নাম বিজয়নারায়ণ নয়।

জটাধারী প্রবেশ করিল

বিজয়নারায়ণ

জটাধারী!

জটাধারী

আজ্ঞে প্রভু।

বিজয়নারায়ণ

এ সব ব্যাপার কি ?

জটাধারী

কিছুই তো জানি না প্রভু।

বিজয়নারায়ণ

মিথ্যা ব'ল না—বিজয়নারায়ণ তোমায় সহজে ছাড়্‌বে না।

জটাধারী

কেন প্রভু ?

বিজয়নারায়ণ

মনে আছে—হলধরের সঙ্গে চক্রান্ত করে' বৌমাকে মন্দিরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে!

জটাধারী

সে সেই ভণ্ড ব্যাটার পরামর্শে। তারপর আপনার ধমকানী খেয়ে ও-কথা আর মুখে আনি নে।

বিজয়নারায়ণ

পূর্ণানন্দ কোথা ?

জটাধারী

সে এক সপ্তাহের উপর নিরুদ্দেশ।

বিজয়নারায়ণ

তুমি নিশ্চয় তার সন্ধান জান।

জটাধারী

দোহাই, এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্য করছি, আমি এ বিষয়ের বাষ্পবিন্দু জানি না।

বিজয়নারায়ণ হাতের হুঁকা জটাধারীর মস্তকে ছুড়িয়া মারিলেন, হুঁকার খোল চূর্ণ বিচূর্ণ হইল—

জটাধারী

(ধূলায় পড়িয়া)

গেছি রে বাবা—

মঙ্গলা

সর্ব্বনাশের উপর একি সর্ব্বনাশ !

জটাধারী

মা রক্ষা করুন।

বিজয়নারায়ণ

(মঙ্গলার প্রতি) তুমি চুপ কর। (জটাধারীকে)
এখনও বল্ তুই কি জানিস্ ?

জটাধারী

জীবন মরণের কর্ত্তা আপনি, বিনা অপরাধে শাস্তি দিচ্ছেন।

বিজয়নারায়ণ (লাঠির আঘাত দিয়া)

হারামজাদা—নিমকহারাম—

জটাধারী

উঃ—প্রভু রক্ষা করুন, বল্‌ছি ; এ কাজ পূর্ণানন্দের।

বিজয়নারায়ণ

বিশ্বাসঘাতক, এ কথা গোপন রেখে আমার সর্ব্বনাশ করা !
বল্, বৌমা কোথায় ?

জটাধারী

তা জানি না ; শালা সকল কথা আমায় বলে নি। হলধরকে
সুরা পানে অচেতন করে', আমার ঘরে শুইয়ে রেখে গেছে।

মঙ্গলা

কি সর্ব্বনাশ—হলধরকে বিষ খাইয়েছে ?

জটাধারী

না মা, মায়ের প্রসাদ, কারণপানে সে অচেতন হয়ে আছে।

দামোদর—তুলসী, একজন সন্ন্যাসী ও ভৃত্যগণের
সঙ্গে প্রবেশ করিল ;

তুলসীকে দেখিয়া মঙ্গলা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল—

বিজয়নারায়ণ

এসব ব্যাপার কি দামোদর ?

দামোদর

দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্র, লোকজন নিয়ে নান্নুর পাঁতি পাঁতি অন্বেষণ করলুম, কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না, শালতোড়ার পথে যাচ্ছি, পথে এক বেদের সঙ্গে দেখা, তার মুখে শুনলুম, কয়জন সন্ন্যাসী শব নিয়ে নদীর তীরে গেছে। দ্রুত শ্মশানে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলুম না, অমাবস্যার রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার, সব নিস্তব্ধ, ইতস্ততঃ দেখতে দেখতে খুব দূরে এক বনের মধ্যে প্রদীপের আলো দেখতে পেলুম, কাছে গিয়ে দেখি, সেটি ভগ্ন শিবমন্দির—দুর্গম বন, ঝড়ে লতা পাতা ছিঁড়ে গেছ্‌লো, তাই আলো অনুসরণ করতে পেরেছিলুম—সেখানে গিয়ে দেখ্‌লুম, পৈশাচিক অনুষ্ঠান, কয়জন সন্ন্যাসী একত্র বসে' মদ্যপান করছে, বৌমার হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ, ভীমবেগে দুরাচারদের আক্রমণ করলুম, লোকবল প্রবল ছিল, পাপিষ্ঠেরা কিছুক্ষণ সংগ্রামের পর পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেছে, এই এক ব্যক্তিকে মাত্র ধরতে পেরেছি।

বিজয়নারায়ণ

আরে নরপিশাচ, সত্য করে' বল্ তোদের উদ্দেশ্য কি ? সহজে না বলতে চাস্, সাঁড়াশী দিয়ে জিভ উপ্‌ড়ে দেবো।

সন্ন্যাসী

আমি সন্ন্যাসী, মিথ্যা কথা বল্‌বো না। বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক ভয়ে মিথ্যা বলে না। গুরুজীর আদেশে আপনার পুত্রবধূকে অপহরণ করেছিলাম, উদ্দেশ্য কুলাচার সাধন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে।

বিজয়নারায়ণ

এ তোদের কেমন ধর্ম্ম, সতী-মর্য্যাদা উপেক্ষা করিস্‌?

সন্ন্যাসী

সতী-মর্য্যাদা আমাদের স্পর্শে ক্ষুণ্ণ হয় না।

বিজয়নারায়ণ

কি দম্ভের কথা! এ যে ঘোর অনাচার—

সন্ন্যাসী

আপনি কৌলধর্ম্মী! মদ্য মাংসে দেবীর অর্চ্চনা করেন— কুলাচার অনাচার, এ কথা আপনার মুখে শোভা পায় না।

বিজয়নারায়ণ

সতী-ধর্ম্মের প্রতি এমন অবহেলা যদি সাধনার অঙ্গ হয়, সে ধর্ম্ম বিজয়নারায়ণ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করবে!

সন্ন্যাসী

তন্ত্র সাধনা আপনার উপর নির্ভর করে না। শিববাক্য অব্যর্থ। কৌল সাধক মিথ্যা সমাজ ধর্ম্ম পদাঘাতে চূর্ণ কর্‌বে!

বিজয়নারায়ণ

পাপিষ্ঠ, সমাজের ধর্ম্মও যে সত্য ধর্ম্ম, এরূপ আচারে যে সমাজ-জীবন উৎসন্ন যাবে!

সন্ন্যাসী

মানুষের মনগড়া সমাজ চিরদিনই উৎসন্ন গিয়ে থাকে, ভীরু শক্তিহীনের দল সঙ্কীর্ণ সমাজ বন্ধনে বেঁচে থাকতে চায়—আমরা রুদ্রের সন্তান, অবাধ ভোগ, অবাধ স্বাধীনতাই আমাদের ধর্ম্ম!

বিজয়নারায়ণ

দুরাচারের মুখে বিজয়নারায়ণ ধর্ম্মতত্ত্ব শুনতে অভিলাষী নয়। দামোদর, আজ থেকে দেবীর পূজা ফুল বিল্বদলে নিষ্পন্ন হোক, অনাচার নান্নুরে যাতে স্থান না পায়, তার প্রতিকার কর। নান্নুর স্বর্গ হোক। জগন্মাতার আরাধনা করে' মানুষ যদি এমন পশুচরিত্র লাভ করে, তবে সে জননীমূর্ত্তি অজয়ের জলে বিসর্জ্জন দাও। অখণ্ড মাতৃশক্তি দাক্ষায়ণী সতীরাণীর উপাসনা করে' ব্যষ্টির মধ্যে সতীগর্ব্বও যে ফুটে উঠতে পারে, এ ধারণা যাদের নাই, তারা ভণ্ড, ভোগরত নরকের কৃমি। যাও, এই পাষণ্ড নরপশুর এমন কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর, যা দেখে লোকে ভবিষ্যতে এই পশ্বাচার তান্ত্রিক ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হয়।

সন্ন্যাসী

সাবধান বিজয়নারায়ণ! ভৈরবের নির্য্যাতনে রুদ্রের রোষানল প্রজ্বলিত ক'র না!

বিজয়নারায়ণ

ভণ্ডের আস্ফালনে তোর মত নরপিশাচের শাস্তিবিধানে বিজয়-নারায়ণ বিচলিত হবে না। যাও দামোদর, আজ এদের কাছারীর ঘরে বন্ধ রেখে দাও, কাল এ'র মাথা মুড়িয়ে, নাক কান কেটে,

গাঁয়ের বার করে' দেবে। আর এই পাষণ্ড, আমার অন্নে প্রতিপালিত, আমার সর্ব্বনাশ সাধনে ইতস্ততঃ করে নি—এর'ও সমুচিত শাস্তি বিধান করবো!

জটাধারী

লঘু পাপে গুরু দণ্ড করবেন না। আমার ঢের শাস্তি হয়েছে। দোহাই মা, (তুলসীর চরণে পড়িয়া) আমায় রক্ষা করুন।

তুলসী

বাবা, আমার একটি কথা রাখুন।

বিজয়নারায়ণ

কি কথা মা ?

তুলসী

পাপীর শাস্তি ভগবান দেবেন, আপনি এদের ক্ষমা করুন।

বিজয়নারায়ণ

নারী-হৃদয় কোমল স্নেহশীতল। এ ক্ষমা আমার নয়, নারী-মহিমার ; দামোদর, নরাধমদের এবেলা বন্ধ রাখ, অপরাহ্নে ওদের ছেড়ে দিও। চল মা, অন্তঃপুরে যাই।

তুলসী

দয়ার সীমা নাই। (প্রণত হইয়া) আর একটি নিবেদন—

বিজয়নারায়ণ

বুঝেছি।—দামোদর, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অন্ধবিশ্বাসে অনাচারী, কিন্তু মিথ্যা সে বলবে না; সকল গ্রামবাসীর সম্মুখে মায়ের

অকলঙ্ক চরিত্রের কথা ওর মুখ দিয়ে প্রকাশ করে' সমাজের মুখ বন্ধ করবো—চল মা, ঘরে চল!

বিজয়নারায়ণ, তুলসী, মঙ্গলা প্রভৃতির প্রস্থান

দামোদর

বাবাজী চল!—জটাই, তোর এই কাজ!

জটাধারী

এই নাকে কানে খৎ, আর ভাঁওতায় পড়ছি না। দামোদর দাদা! ব্যাটাদের ঐ জটা দাড়িগুলো মুড়িয়ে দিতে পার, আমার চুকুল খেলে!

সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—অজয় নদীর তীর।

কাল—গভীর রাত্রি।

জ্যোৎস্নায় সারা দিক ভাসাইয়া দিয়াছে— রামমণি বসিয়া গান গাহিতেছিল।

গান

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া
আর না ছাড়িব তোরে।
পরাণ যেখানে রাখিব সেখানে,
যেতে তো দিব না ফিরে॥

হিয়ায় হিয়ায় রাখিব তোমায়
রহিব পড়িয়া ও কমল পায়,
তুমি যে আমার হৃদয়ের হার
পরশ চরণ শিরে।

চণ্ডীদাস গান শুনিতে শুনিতে প্রবেশ করিল। রামমণি যেমন আপন মনে গাহিতেছিল, তেমনি গাহিতে লাগিল—

কত আরাধনা জীবনে মরণে,
পেয়েছি তোমায় বলিব কেমনে,
দিবস রজনী কিছু নাহি জানি
ভেসেছি নয়ন নীরে॥

(গান থামিলে পর)

চণ্ডীদাস

এমন উজ্জ্বল রাতে
বিষামৃতে একত্র করিয়া,
আচম্বিতে ঝঙ্কারিলে
কি মধুর পদাবলী,
প্রতি বর্ণে ক্ষরে সুধা,
তৃষিত চাতক
শীতল হইল এতদিনে।

রামমণি

মরি লাজে এখনও কি কাজে,
দাঁড়াইয়া আছ দ্বিজবর!
গভীর রজনী একাকিনী নারী,
লোকে মন্দ কবে,
লাঞ্ছনা বাড়িবে অবলার।
আমি হীন অস্পৃশ্যা সমাজে
কে মজে আমার সনে?
ফিরে যাও ঘরে,
জন্মিয়াছ ব্রাহ্মণের কুলে,
কলঙ্ক দিওনা তুলে তায়।

চণ্ডীদাস

নারী হিয়া প্রস্তরে গঠিত,
বুঝিতে পারনা কি বেদনা
হৃদি মাঝে দাও।
নহে একদিন,
প্রতিদিন করি আনাগোনা,
সুলোচনা জানতো সকলি,
জানা শুনা নয়নে নয়নে।
আজি রস উপজিল মনে,
পরশে হারাতে হিয়া,
হেনেছ মদন বাণ,

নিয়েছ পরাণ কাড়ি
ধৈরয ধরিবে কেবা আর,
সাধে বাদ সেধ না, সুন্দরি।

রামমণি

অপরাধী বৃথা কর মোরে,
আমি বালা সহজে দুর্ব্বলা,
কেন লেহা জ্বালাও অন্তরে,
তুমি সুধীজন,
কুল মান পর্ব্বত সমান,
তোমারে ভজিতে,
কত সতী,
ছাড়িবারে পারে পতি।
অধীনীরে করনা বঞ্চনা।
আকাশে চন্দ্রের বাস,
দেখাও তাহার আশ,
পরিহাস এর চেয়ে কিবা?

চণ্ডীদাস

তুমি যদি না কর প্রত্যয়,
পরতীত করিব কেমনে!
বিনা আলাপনে,
দরশনে পরিচয় মানি;
শুন তবে অন্তরের বাণী—

শুনি কানে পিরীতি আঁখর,
তনু জর জর,
ধেয়ে আসি অজয়ের তীরে,
হেরি নীর মাঝে,
রাজে বামা হরিণ-নয়নী,
চকিত চাহনি
পশিল রূপের ছবি;
সেই হতে তুমি ধ্যান,
তুমি জ্ঞান, তুমি মন্ত্রমালা,
দিবানিশি জপি তব নাম,
কুল লাজ মান,
বিসর্জ্জন তোমা লাগি।

রামমণি

কত আর হৃদয় গোপন রাখি,
জ্বলি, মরি গুমরি গুমরি,
ধৈরয ধরিতে নারি আর।
শুন গুণমণি!
আমিও তোমার মত,
একদিন সন্ধ্যাকালে,
তরুমূলে হেরিলাম মোহন মূরতি,
চাঁদবদনে চাহিল আমার পানে,
কটাক্ষে কটাক্ষে হাসি,

অমিয়া বরিষে যেন ;
সেই হতে গৃহকাজে থাকি,
সদাই চমকি ;
ছায়া দেখি শিহরিয়া মরি,
কখন সে আসে,
অনিমিখে কেটে যায় দিন,
দরশনে পরশন পাই,
সাধ যায় হৃদয় বাচিয়া দিই—
কিন্তু ডরি পুরুষের প্রেম,
সে তো শুধু প্রবৃত্তির খেলা,
শোণিত তরঙ্গরঙ্গে,
দুদিনে বিকাশ তার দুদিনে মিলায়।

চণ্ডীদাস

সত্য কথা। তারপর ?

রামমণি

তারপর নিত্য হেরি প্রেমের ছলনা !
আমার আঙিনা তলে,
নিষ্ঠুর ঘাতক সাজে,
নিত্য ছল মীন বধিবারে,
সুতাটুকু জলে ফেলে,
শুধু চেয়ে থাকা !

চণ্ডীদাস

কার পানে প্রিয়তমে,
কার পানে অনিমেখ আঁখি ?

রামমণি অধোবদনে বসিয়া রহিল, চণ্ডীদাস কহিতে লাগিল—

বুঝিলাম ভাগ্যবান আমি,
সার্থক জীবন এতদিনে।
কিন্তু প্রিয়তমে,
সরমে মরমে মরি—
কি মোহিনী করিলে সঞ্চার,
টুটে যায় নীতির বাঁধন,
সংযম মানে না চিত,
মদন তরঙ্গে অঙ্গ কাঁপে থর থর।
কি রঙ্গে অলকা উড়ে,
দন্তরুচি হাসির কৌতুক,
অধরে ধরে না সুধা
অবিরল ঝরে ঝর ঝর,
জর জর নয়নের বাণে.—
হের পুনঃ কুচযুগে,
বসন খসায়ে জাগে,
গজকুম্ভ নিতম্ব কম্পন !

অবশ করিল তনু—
মুরছি পড়ল হাম,
প্রতীকার করলো, সুন্দরি।

রামমণি

হে বন্ধু!
না কহ ওসব কথা।
মরি লাজে, মরমে দিও না ব্যথা।
ভাদরের ভরা নদী সম,
দুদিনের এ যৌবন,
মরম না বুঝে,
মজায়ো না অবলায়।
দেখ কত জন,
তোমার মতন,
ধরে রীতি ভ্রমরার,
মধু লোভে করয়ে পিরীতি,
মধু ফুরাইলে,
উড়ে যায় চলে,
অনাদরে শুকায় কুসুম।
তাই আমি দুখিনী রমণী
মাতৃপিতৃহীনা,
অজয়ের তীরে বাঁধি তৃণের কুটীর,
নিত্য খেলি প্রকৃতির সনে,

কুলুনাদী অজয়ের শুনি গান,
রহি ভাল একাকিনী পর সঙ্গ চেয়ে।
শুন সখা—
ভাগ্য বলে মানি,
পেয়েছি তোমার দেখা,
পরাণ নিয়াছ কাড়ি,
রহ দূরে,
দরশন শুধু ভিক্ষা চাই,
পরশনে গরল সেবন—
জীবন দহন শুধু সার।

চণ্ডীদাস

বৃথা শঙ্কা কর সুলোচনে,
নহি হীন কপট বঞ্চক,
দুদিন বাসিয়া ভাল,
দলিব চরণ তলে।
পুরুষের আচরণ,
নারী তুমি জান বিলক্ষণ,
যা বলিলে এক বিন্দু মিথ্যা কভু নয়;
কিন্তু হের হৃদয় আমার,
পরতে পরতে আঁকা মূরতি তোমার
তোমারে ছাড়িব, মরমে মরিয়া যাব
তুমি বিনা জীবনের কি আছে সম্বল!

ছাড় ছল,
সরল অন্তরে চাও,
মরমের জ্বালা কর দূর,
ধৈরয ভুজঙ্গে দংশে,
আর না সহিতে পারি,
রসময়ী ! ঢাল সুধা,
তিরপিত কর সুধা দানে !

রামমণি

কি আর বলিব আমি—
পরাধীনা হীনমতি রজকিনী,
তুমি গুণমণি !
জান তো নারীর জ্বালা !
তনু মন প্রাণ,
জীবন যৌবন—
তোমা ধনে অর্পিণু সকলি—
হে প্রভু ! হে বন্ধু !!
চিরদিন
ক'র না চরণ ছাড়া !

চণ্ডীদাস

আবেশ বিভোর,
রস থরথর,
অলস অবশ তনু ;

ভাষা না বুঝায়
কেমনে প্রকাশি হিয়া ?
কি দিব কি দিব আমি,
যা ছিল আমার সকলি তোমার,
এ প্রাণ তোমার ধনি,
কুল নাহি চাই,
চরণ ধেয়াই,
প্রাণ দিব তোমা লাগি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক
সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রামমণির কুটীর পার্শ্বস্থ রাস্তা।

সময়—ভোর হইয়াছে।

দূরে নদীর জলে উষার রক্তকিরণ ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

মুণ্ডিতমস্তক পূর্ণানন্দ ও বালানন্দের প্রবেশ।

পূর্ণানন্দ

বালানন্দ! তুমি আশ্রম রক্ষা করগে। প্রতিশোধ না নিয়ে আমি নায়ূর পরিত্যাগ কর্‌ছি না।

বালানন্দ

প্রতিশোধের ভার আমার উপর দিন। নায়ূরে আপনার থাকা হবে না।

পূর্ণানন্দ

কেন? বিজয়নারায়ণের আশঙ্কা কর্‌ছ? কার সাধ্য আমার কেশ স্পর্শ করে! তা ছাড়া ছদ্মবেশে কেউ আমায় জান্‌বে না।

বালানন্দ

না জানুক, আপনার ছদ্মবেশ বড় মর্ম্মান্তিক। চামুণ্ডার চরণে বিজয়নারায়ণকে বলি দিতে আপনার আপত্তি কি?

পূর্ণানন্দ

বিজয়নারায়ণ এই সব ঘটনার মূল কারণ নয়, উপলক্ষ মাত্র! বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ছে, এই ভাবের সঙ্গেই সংগ্রাম করতে হবে, এ কাজ তোমরা পার্‌বে না।

বালানন্দ

আপনি কি কর্‌বেন?

পূর্ণানন্দ

এখন তা বল্‌তে পারি না। তবে তন্ত্রের বিরোধী ধর্ম্ম বাংলায় শিকড় গাড়্‌তে দেব না। অপমানেরও প্রতিশোধ চাই, দর্পান্ধ বিজয়নারায়ণের সর্ব্বনাশ কর্‌বো, ভিটেয় ঘু ঘু চরাবো— এ সঙ্কল্প সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণানন্দ মুণ্ডিত মস্তকেই থাক্‌বে!

বালানন্দ

আপনার বজ্রসঙ্কল্প টলায় কে! তবে আসি। (প্রণামান্তে) প্রয়োজন হ'লে স্মরণ কর্‌বেন।

পূর্ণানন্দ

খুব সাবধানে থাক্‌বে। আমার জন্য অকারণ উৎকণ্ঠিত হও

না, ছদ্মবেশ প্রকাশ হয়ে পড়্‌লে, কার্য্যসিদ্ধি হ'তে বিলম্ব হবে। নান্নুর রসাতলে দেব, বাশুলীর মন্দির পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন হবে। পূর্ণানন্দ সহজে জটাভার পরিত্যাগ করে নি।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

জটাধারী ও পার্ব্বতীর প্রবেশ

পার্ব্বতী

মাইরি!

জটাধারী

মাইরি!

পার্ব্বতী

একেবারেই।

জটাধারী

একেবারেই!

পার্ব্বতী

একেবারেই কি?

জটাধারী

সেটা তুমিই বলনা!

পার্ব্বতী

তবে রে মিন্‌সে! ভোরের বেলা সারা রাস্তা পেছু নিয়েছ, ভয়ে কোন কথা বলি নি, এখন নিজের কোটে এসেছি, আঁশ বঁটি নিয়ে তোমার নাক কেটে দিচ্ছি!

জটাধারী

বেশ কথা! নাকে দড়ি দিয়ে এত পথ হাঁটিয়ে এখন পেদিয়ে দেওয়া!

পার্ব্বতী

আমি তোমায় ডেকে এনেছি!

জটাধারী

ঐ'তো ফাঁকি! প্রথম আস্কারা চোখের কোণে কোণে, তারপর দু পা যাও, আর ফিরে ফিরে চাও, মনের কথা না বুঝেই কি এসেছি!

পার্ব্বতী

রামী! রামী!! একবার এইদিকে আয় তো!

জটাধারী

ভয় নেই। সরে পড়ছি। গায়ের ব্যথা মরে নি, আবার কি ঠেঙানী খাব!

প্রস্থান

রামমণির প্রবেশ

রামমণি

এসেছিস্?

পার্ব্বতী

তোর জ্বালায় মলুম, পথে ঘাটে ভূতের উপদ্রব! এখন কথা শোন। তার আশা ছেড়ে দে।

রামমণি

কি বল্‌লে!

পার্ব্বতী

বল্‌লে তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিতে।

রামমণি

ঠাট্টা রাখ্‌। আমার মাথা ছুঁয়ে তার দিব্যির কথা বলেছিলি?

পার্ব্বতী

বলেছিলুম।

রামমণি

আর সে আস্‌বে না?

পার্ব্বতী

না। মা মরার পর তার মন বিগ্‌ড়েছে—সে বাশুলী দেবীর মন্দিরে থাকে, দেবীর পূজো করে।

রামমণি

তুই গিয়ে দেখ্‌লি—সে কি কর্‌ছে?

পার্ব্বতী

গান গাইছে।

রামমণি

তার পর?

পার্ব্বতী

প্রথম দেখেই চম্‌কে উঠ্‌লো, কথার জবাবই দেয় না, যেন কে কাকে বল্‌ছে, তারপর চার যুগ ধ'রে যা দেখে আস্‌ছি তাই, বলে

—'সে ধোপার মেয়ে, যা হবার হয়েছে, আর ও-কথা মুখে এনো না।'

রামমণি

তুই কি জবাব দিলি?

পার্ব্বতী

ওলো কালামুখী! অতো খুঁটিয়ে শোনা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে বৈ ত নয়। তুই আপনার পথ দেখ্। সে আর এ মুখো হচ্ছে না।

রামমণি

প্রেমের সে প্রথম আরতি,
শত দীপ জেলে দিল প্রাণে,
কনক কিরণে উজলিয়া চারিদিক,
মুহূর্ত্তে নিভিল সব,
উৎসব রজনী আঁধারে ডুবিয়া গেল।
ছি ছি এত প্রবঞ্চনা!
জেনে শুনে ভখিনু গরল,
ভুজঙ্গে তুলিনু কণ্ঠে,
ফুলহার বলি!
আরে রে নিঠুর!
এত যদি ছিল তোর মনে,
কেবা সেধেছিল,
পিরীতি করিতে?

কেবা কেঁদেছিল চরণ বেড়িয়া ?
কেবা চেয়েছিল প্রাণ বিনিময় ?
খলের কথায়,
পাথারে সাঁতার দিনু ;
কুল নাই, মরণ নিশ্চয়,
তবু মনে হয়,
সে আমার পিয়া
মরমে মরমে গাঁথা—
পরাণ টুটিলে মরমে হব না দূর।······
পার্ব্বতি !

পার্ব্বতী

কেন ?

রামমণি

কথায় উত্তর দিতে,
কাঁপে নি কি কণ্ঠস্বর ?
এক বিন্দু অশ্রু তার,
ঝরে নাই চোখে ?
শিহরিয়া উঠে নাই তনু ?
চঞ্চল নারীর মন,
যা বলেছে শুনিতে হয়েছে ভ্রম,
যাও পুনঃ স্থির হয়ে শুনো কথা,
ব্যথা সে তো দিবে না আমায় !

পার্ব্বতী

পাগল তুই। এত সেয়ানা হয়ে পুরুষের ফিকির বুঝিস্ না!

রামমণি

ঘোর প্রতারণা!
বয়ানে বয়ান দিয়া,
জুড়াইল হিয়া,
করে ধরি চাপি পয়োধর
এত যে কহিল কথা,
সব বৃথা!
জুড়াইতে মদন দাহন শুধু?
কি নিষ্ঠুর পুরুষের আচরণ!
উপেক্ষিয়া নারীর জীবন,
অনিত্য যৌবনটুকু চায়,
আরে অকৃতজ্ঞ নীচাশয়,
ভুজঙ্গিনী দলিয়া চরণে,
কে কোথায় পায় পরিত্রাণ?
প্রতিহিংসা জ্বলুক অন্তরে,
গরলে ভরুক হৃদি,
হিংসা ঘৃণা নাচুক তাণ্ডবে,
লক্ষ ফণা উঠুক গর্জ্জিয়া—
নারী হিয়া প্রতিশোধ চায়!

পার্ব্বতী

সই; বেলা হলো, ঘরে চল্, না বুঝে মজেছিস্, দুদিন আছাড়-

কাছাড় করতেই হবে, পুরুষের রীতিই এই, নারীর জীবন নিয়ে রঙ্গ করা!

রামমণি

না, না, সে তো নয় কপট দুর্জ্জন।
আশা গায়,
প্রেমের ছলনা সব।
করে ধরি, শুন লো পার্ব্বতি!
মাথা খাও, যাও আর বার,
সকাতরে কহিও চরণ ধরি,
একবার দিতে দরশন,
একবার হেরিব নয়ন ভরি,
একবার চরণ ধরিব বুকে,
বিধি যদি হয় বাম,
হাসি মুখে ত্যজিব পরাণ,
সব সাধে দিব বিসর্জ্জন।

জটাধারীর প্রবেশ

জটাধারী

পণ্ডিতের মুখে শুনেছিলুম, পৃথিবী গোলাকার, আজ তা প্রমাণ পাচ্ছি,……ঘুরে ফিরে সেই এক পথ। ব্যাটা বেল্লিকদের পাল্লায় পড়ে' দুকূল গেল, কাল থেকেই উপবাসী, আজ এই দোরে ধন্না দিলুম, মার আর কাট, উঠ্‌ছি না!

রামমণি

পার্ব্বতী, কে এ?

পার্ব্বতী

মিন্‌সে পাগল। বাশুলীর মন্দির থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত ও আমার সঙ্গে ঘুর্‌ছে।

জটাধারী

ঘোরাও, তাই ঘুরি। এক বগ্‌গা ঘুঁড়ি, কান্নে দিয়ে ঠিক রাখ্‌তে হয়, পুরুষ জাতটাই এক বগ্‌গা, তোমাদের কান্নে না থাক্‌লে পন্‌-পন্‌ ঘুরুনি; আর ঘুরিও না, গরীব ব্যাচারীকে প্রাণে মেরো না।

রামমণি

ব্রাহ্মণ, আমরা যে ধোপার মেয়ে!

জটাধারী

আমি তারও অধম। কিন্তু কি বল্‌লে, তুমি ধোপার মেয়ে,—

রামমণি

আমার নাম রামমণি।

জটাধারী

স্বপ্ন না কি! মাথা টলে পড়্‌ছে। বুকের ভিতর তোলপাড় হচ্ছে। তুমি রামমণি! ঘুরে ফিরে তোমার দোরে এসেছি! রামমণি! আমার বড় ক্ষুধা, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আমার দেহ পুড়ে যাচ্ছে, আমায় শান্তি দাও, শীতল কর, বড় লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা—তাড়িয়ে দিও না, একটু স্থির হ'তে দাও।

রামমণি

সত্যই উন্মাদ! প্রেমোন্মাদ। এস বৃন্দাবনের যাত্রী! তোমায় পেয়ে আশায় আমার বুক ভরে যাচ্ছে। অতিথি, এস দুঃখিনীর কুটীর পবিত্র কর!

জটাধারী

এত সহজ তুমি, চল, সত্যই আমি উন্মাদ হয়েছি!

উভয়ের প্রস্থান।

পার্ব্বতী

প্রেমের দূতী! খঞ্জনী বাজিয়ে ছুটে চল্, বৃন্দাবন আর বেশী দূরে নয়!

গান

কোথা ব্রজকুলবাল
শ্রীদাম সুবল,
ধেনুগণ লয়ে যায়!
কোথা হাঁসিতে হাঁসিতে
মধুর বাঁশীতে,
রাধা নাম শুধু গায়।
কিবা চন্দনচর্চ্চিত
কুসুমমণ্ডিত
মৃগ পাখী ফিরে চায়।

এস শ্যাম নটবর,
বামে রাধা ধর
প্রাণ মন দিব পায় ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশালাক্ষীর মন্দির
সময়—বেলা এক প্রহর ।

মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে ছদ্মবেশী পূর্ণানন্দ ও হলধর প্রবেশ করিল

হলধর

স্বচক্ষে দেখ্‌লেও আমি বিশ্বাস করতে পার্‌বো না, আমার স্ত্রী ব্যাভিচারিণী ।

পূর্ণানন্দ

সে তোমার দুর্ভাগ্য । আমার কর্তব্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, কি অনাচার তোমাদের সংসারে প্রবেশ করেছে, নায়েরের মাথা তোমরা, তোমাদের বংশে এ কলঙ্ক স্থান পেলে, সমাজ উৎসন্ন যাবে ।

হলধর

প্রকাশ্য দিবালোকে দেবমন্দিরে, আমার স্ত্রী নিত্য পূজা দিতে

আসে,, তা থেকে সে ভ্রষ্টা, এ প্রমাণ আপনি কেমন করে' পেলেন ?

পূর্ণানন্দ

নারী স্থান কাল বিচার করে না, অবসর পেলেই পুরুষের চোখে ধুলো দেয়, বিনা প্রমাণে এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নি, সমাজধর্ম্ম রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য, এস অন্তরালে অপেক্ষা করি, যা বল্‌ছি, নিজেই তা প্রত্যক্ষ করে' বিচার ক'রো।

উভয়ের প্রস্থান।

অঞ্জলিবদ্ধ পদ্মফুল লইয়া চণ্ডীদাস, সঙ্গে রঘুবীর মন্দিরচত্বারে প্রবেশ করিল

রঘুবীর

এত প্রসাদী পদ্মফুল নিয়ে কি কর্‌বে ?

চণ্ডীদাস

প্রসাদী ! না এমন অনাঘ্রাত জ্যোৎস্নাধবল সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল প্রসাদী ! স্রোতের জলে ভেসে যাচ্ছিল, আহরণ করেছি, প্রসাদী হবে কেন ?

রঘুবীর

প্রসাদী বৈ কি ? নদীর স্রোতে পদ্মবন ছিঁড়ে ফুল ভেসে যাবার সময় আসে নি, ও-ফুলে দেবীর পূজা ক'র না। বৌঠাকরুণ দেখ্‌লে রাগ কর্‌বে !

চণ্ডীদাস

তাইতো, প্রসাদী !......না রঘুবীর, এ তোমার কল্পনা !

রঘুবীর

তোমার সঙ্গে কে তর্ক করবে বল, এখুনি নানান শাস্ত্র আওড়াবে, বেলা হ'ল পূজোয় বসগে, ও-ফুল দেবীর মাথায় চাপিও না। ......আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

চণ্ডীদাস

কি, বল।

রঘুবীর

তুমি মন্দিরে আসার পর থেকে, খঞ্জনী বাজিয়ে এক বৈষ্ণবী যাওয়া আসা সুরু করেছে, তোমার সঙ্গে চার দণ্ড গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর হয়, ও তোমার কে?

চণ্ডীদাস

ও আমার কেউ নয়। কিন্তু রঘুবীর তোমায় মিথ্যা বলব না। আমি অতি নরাধম, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

রঘুবীর

বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ঐ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে থাকা, আর এক-কাজ একশো বার ভুলে যাওয়ার লক্ষণ দেখেই আমি ধরেছি। তোমাকেও ঘোঁড়া রোগে ধ'রেছে। বৌ ঠাকরুণ আসছেন, সরে পড়ি, তুমি তোমার কাজে যাও।

প্রস্থান

চণ্ডীদাস মন্দিরে উঠিয়া দেবীর সম্মুখে পূজায় বসিল, সাজি হস্তে তুলসীর প্রবেশ—

দেবীকে প্রণামান্তে তুলসী কহিল ঃ—

ঠাকুর!

চণ্ডীদাস

এস মা! আজ বড় সমস্যায় পড়েছি।

তুলসী

কি সমস্যা, ঠাকুর?

চণ্ডীদাস

স্নান করতে গিয়ে, দিব্য পদ্মফুল কয়টী সংগ্রহ করেছি, স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল, রঘুবীর বলে—এগুলি নির্ম্মাল্য, তাই ভাব্‌ছি, দেবীর চরণে উৎসর্গ কর্‌বো কি না?

তুলসী

রঘুবীর সত্য বলেছে, ফুলগুলি নির্ম্মাল্য।

চণ্ডীদাস

কেমন করে' জান্‌লে, মা?

তুলসী

লক্ষ্য করে' দেখ, পদ্মকোরক চন্দনলিপ্ত।

চণ্ডীদাস

সত্য বটে। জলে ধৌত হয়ে গেলেও, পাপড়িগুলি চন্দন-চিহ্নমুক্ত নয়, এতক্ষণ তা লক্ষ্য করি নি!

তুলসী

এখন কি কর্‌বে?

চণ্ডীদাস

বড় আশা, মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অন্তরজ্বালা শীতল করি—তা আর হ'ল না, এ ফুল পূজার অযোগ্য।

তুলসী

আমি বলি, ফুলগুলি মায়ের মাথায় দাও, বড় শোভা হবে।

চণ্ডীদাস

এ যে নির্ম্মাল্য! দেবী অসন্তুষ্টা হবেন।

তুলসী

বিষ্ণুপূজার ফুলে দেবীর অর্চ্চনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

চণ্ডীদাস

কেমন করে' জান্‌লে, এ ফুল বিষ্ণুপূজায় উৎসর্গ হয়েছিল?

তুলসী

আজ প্রাতে আমিই গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে এইগুলি উৎসর্গ করে' এসেছি, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ বিশালাক্ষীর গুরু, তাই বলি, এ ফুলে দেবী প্রসন্ন হবেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।

চণ্ডীদাস

অলৌকিক তুমি! এ ফুল তবে দেবীর শিরোভূষণ হোক।

পার্ব্বতী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতে করিতে প্রবেশ করিল

গান

কি এ শুভ দরশন,
উলসিত লোচন,

শুভদে বরদে জননি!

আধ নয়নে রূপ নেহারই

কি মধু মঙ্গল চাহনী!

বিগলিত চারু কুন্তল,

উছলে প্রেম হিল্লোল

শিরোভূষণে বিজড়িত কালফণি,

শুভদে বরদে জননী ॥

চণ্ডীদাস (উঠিয়া গিয়া)

ভিখারিণী! আবার এসেছ, মরণের জ্বালা একবার আসে, এ যে তিলে তিলে পুড়ে মরা. জাতি ধর্ম্ম সব বিসর্জ্জন দিয়ে পরম বলে' যা বুকে তুলে নিয়েছিলেম, আজ তা নরকের আগুণ জেলে দিয়েছে, অপরাধী আমি, তারে মিনতি করে' ব'ল, আমায় যেন সে ভুলে যায়!

পার্ব্বতী

তা আমি বল্‌বো। কিন্তু সে অভাগী এ কথা শুনে প্রাণে বাঁচ্‌বে না। তাই তোমায় মিনতি করে' বলতে এসেছি, একবার তা'রে দেখা দিয়ে আস্‌বে।

চণ্ডীদাস

যে আগুণ নেভাতে হবে, ফুঁ দিয়ে আবার তা জ্বালিয়ে লাভ কি?

পার্ব্বতী

তোমরা পুরুষ, তোমাদের পাথরের প্রাণ, আগুণ ধরে না,

নারীর প্রাণে যে আগুন জালিয়েছ, সে আর নিভ্‌বে না, পুড়েই তাকে মরতে হবে।

চণ্ডীদাস

পুড়েই তবে মরতে বল। পিরীতের সুধাসমুদ্রে গরল উত্থিত হয়েছে, পুড়ে পুড়েই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

পার্ব্বতী

প্রায়শ্চিত্ত কি নারীকেই করতে হবে? রসের নাগর, ভ্রমরার জাত! তোমাদের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই!

চণ্ডীদাস

অবলা তুমি, কি করে' বোঝাব, কি তুষানলে হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে, কি মর্ম্মভেদী হাহাকারে জীবন ভরে' আছে, অশ্রু শুধু তারই চোখে ঝরছে না, বলো আমার চোখেও রুধির ঝরছে, আমার মর্ম্মও ছিঁড়ে যাচ্ছে,······ যাও আর আমায় বেদনা দিও না—সাক্ষাৎ, এ জীবন থাকতে নয়!

প্রস্থান

পার্ব্বতী

তোমার মরণ নেই, বজ্র তোমার মাথায় ভেঙে পড়ে না!

প্রস্থান

চণ্ডীদাস প্রবেশ করিয়া কহিল

অভিশাপ আশীর্ব্বাদ রূপে নেমে আসুক।······তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ—যাও মা, এই মহাপাপীর সংসর্গে কলঙ্কিত হয়ো না।

তুলসী

কে এ ভিখারিণী ?

চণ্ডীদাস

সে কাহিনী কহনে না যায়।
সুখের পিরীতি দুঃখভরা এত
স্বপনে ভাবিনি কভু !
যাক্ স্মৃতি,
জ্বালা যদি হয় অবসান।
আজি চাই নিরমল চিতে
দেবীরে সেবিতে
অতীতে করিতে দূর,
বিড়ম্বনা, মদন ছলনা
কদর্থন আনে নানা,
নৈরাশ সাগরে ভাসি।
কাল নিশি তৃতীয় প্রহর বসি,
নিদ্রাহীন, চিত্তপটে চিন্তার তরঙ্গ,
সমীরণ ললাট চুম্বন করে,
আলসে ঢুলিল আঁখি,
এলাইয়া দিনু অঙ্গ নিদ্রার পরশে।
স্বপ্নরাণী কনক অঞ্চলখানি
বিছাইয়া দিল ধীরে,
হেরিলাম নূতন জগৎ।

মনোরম স্থান,
বিহগ তুলিছে তান
পুলক ভরয়ে প্রাণে।
কোটী চন্দ্র সমুদিত সেথা।
আচম্বিতে নিদ্রা গেল টুটে
স্বপ্ন হলো সত্যে পরিণত।
হেরিলাম—দেবীমূর্ত্তি
কুসুমপেলব করে
পরশি' আমার শির,
কহে ধীরে অধরে ধরিয়া হাসি—
পিরীতি সাধন ত্যজি
দক্ষিণ দেশেতে ধাও,
প্রমাদে পড়িবে, দ্বিজ ;
পিরীতি সাধন কর সার—
যুগ্ম মন্ত্র দিব তোর কাণে।
উৎসাহে নাচিল প্রাণ,
ধরি পায় জিজ্ঞাসিনু
সাধনার বিধি।

তুলসী

ভাগ্যবান তুমি !

চণ্ডীদাস

অপূর্ব্ব সাধন তত্ত্ব—

প্রকৃতি পুরুষ ছাড়ি,
আরো উর্দ্ধে সহজ মানুষ—
কৃষ্ণ ধনে ভজিবারে কহে ;
জপ তপ নাহি প্রয়োজন
সর্ব্ব ঘটে কৃষ্ণ অনুভূতি,
অনুষ্ঠান গোপিকার প্রেম।
কিন্তু কৈ প্রেম, কোথা প্রেম,
শুষ্ক হিয়া জ্বলে দাবানলে,
মাগিলাম প্রেম ধনে,
সঙ্কেতে দেখায়ে দিল রজকঝিয়ারী।
বুঝিলাম সংস্কার প্রবল,
প্রহেলিকা করেছে সৃজন।
বুঝি মন—দেবীমূর্ত্তি কহিতে লাগিল,
শুদ্ধমতি রজকিনী রমা
রাধিকাস্বরূপ প্রাণ,
ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম রূপে সতর্ক হইয়া ;
ব্যাভিচার হইলে ঘটন,
অবশ্য পতন হবে।
মন্ত্রধ্বনি বাজিল হৃদয়তন্ত্রে
অন্তর্হিতা হইলেন দেবী।

তুলসী

ধন্য নারী রজকঝিয়ারী—

কোথা তার পাবো পরিচয়!

চণ্ডীদাস

এই মাত্র অভিনয়,
স্বচক্ষে দেখিলে বালা,
বাড়িল দ্বিগুণ জ্বালা,
অন্তরের মলা,
কেমনে করিব দূর ?
যাব বৃন্দাবনে,
এ দেশে না রব,
ঢুঁড়িব যমুনাতট,
কোথা হরি বংশীধারী বলি,
বনে বনে কাঁদিয়া ফিরিব,
কালা কি দিবে না দেখা ?

তুলসী

অকারণ সংশয় উদয়,
ধরি পায়,
সত্যেরে ক'র না হেলা।
মন্ত্রবাণী রাখ মনে,
ভাব রাত্র দিনে,
পরকীয়া সাধনার সার।
ভজ প্রভু রজকবিহারী,

তুচ্ছ কয় মানবসংস্কার ;
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শুধু মনের বিকার,
বিবিধ আচার,
শোধনের হেতু ঘটে ।
বুঝিয়াছি কথায় কথায়
স্বভাব করিতে জয় ;
দৃঢ় পণে বেঁধেছ হৃদয়—
মুক্তি নয়,
বন্ধনে থাকিলে ভয় ।
তাই দেবী প্রসন্ন হৃদয়
রজকী ভজিতে কহে ।
মরণে জীবন ঢাকে,
কাম প্রেমে আবরিয়া রাখে,
গরলে অমৃত রহে ;
তুমি বিনা হে সাধক,
কেবা তার করিবে সন্ধান ?

চণ্ডীদাস

কে তুমি দেবী না মানবী ?
নিবিড় কুন্তলপাশ,
এলায়ে পড়েছে ভূমে,
ঊষার সিন্দুররাগ ললাটে উজ্জ্বল,
অধরে তেমনি হাসি,

মৃদু ভাষ, সেই ধ্বনি
ঝঙ্কারি' শ্রবণে।
আর কেবা করিবে সংশয় ?
মূর্ত্তিমতী দেবীর উদয়,
পাষাণ হৃদয় তার,
মুহূর্ত্তে টুটিয়া যায় ;
আয়, আয়,
ধূর্জ্জটী উঠেছে জাগি,
রুদ্র শিঙা ফুকারিয়া বাজে,
গঙ্গাধর কলুষে করে না ভয় ;
জগতের যত হলাহল,
নিঃশেষে করিব পান,
রচিব নূতন সৃষ্টি,
পিরীতির কনকমন্দির।
এস দেবী, এ হৃদয়
পূজাবেদী তব।
দিব অর্ঘ্য চরণযুগলে।

তুলসীর হস্ত ধরিয়া আবেগভরে চণ্ডীদাসের মন্দির-মধ্যে প্রবেশ ;
দূরে শিমুল বৃক্ষের অন্তরাল হইতে পূর্ণানন্দ ও হলধর কথা কহিতেছে—

পূর্ণানন্দ

কি দেখ্‌ছ?

হলধর

উঃ—ছেড়ে দাও, আমার মাথা ঘুরে পড়্‌ছে!

পূর্ণানন্দ

স্থির হও। চল তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিই। এখন প্রতীকার?

হলধর

আত্মহত্যা!

পূর্ণানন্দ

সেই ভাল, নারী যার কলঙ্কিনী—তার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—গ্রাম্যপথ।

কাল—রাত্রি।

জটাধারী ও পার্ব্বতী প্রবেশ করিল

জটাধারী

পার্ব্বতী?

পার্ব্বতী

কেন কি বল?

জটাধারী

হেঁটে হেঁটে তো পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। আর কোথায় সন্ধান করি বল্‌!

পার্ব্বতী

আমি তো সেই কালেই বলেছিলুম, তার সন্ধান পাবে না। সে দিনকে রাত রাতকে দিন করেছে, আপন পর জ্ঞান হারিয়েছে, যায় দক্ষিণে বাঁয়ে পথ দেখিয়ে প্রতারণা করতে শিখেছে, তাতে আর সে নেই, আমায় ছেড়ে দাও, আমি ঘরে যাই।

জটাধারী

আক্কেল দিয়ে গেছে! শেষকালে কি যখের ধন তার ঘর সংসার আগ্‌লে ব'সে থাক্‌বো? দোহাই পার্ব্বতী, এই চাবী নে, সে যদি ফেরে তো বলিস্‌, পিরীতে আমার ইস্তফা, আমি কাশীবাসী হয়েছি।

পার্ব্বতী

পার্ব্বতী সে মেয়ে নয়। খোলা আকাশে পাখীর মতই স্বাধীন, বাঁধন সে সইতে পার্‌বে না।

জটাধারী

আমিই কি পার্‌বো! স'রে পড়্‌তুম কবে, কেবল তোর আদর যত্নে টিঁকে আছি।

পার্ব্বতী

আমার আবার আদর যত্ন কি!

জটাধারী

আছে বৈ কি! দেখ, পার্ব্বতী, আর একটা মতলব ঠাউরাচ্ছি—

পার্ব্বতী

তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৎলব ভাঁজ, আমার কাজ আছে, এখন আসি।

জটাধারী

আহা, ব্যস্ত হও কেন? তোমাদের জাতটাই কেমন নেশার মত থম্‌থমে, স্বপ্নের মত ফিকে, ধর্‌তে গেলেই ভূয়ো; হয়তো এক চাই আর এক পাই, যেন নাকুর বদলে নরুণ।

পার্ব্বতী

রসিকতা রাখ। এখন কোন্ চুলোয় যাবে বল। রামীর জন্য যদি প্রাণ আই ঢাই করে, তো ঘরে আগুন ধরিয়ে, যেখানে ইচ্ছে ঘুরে মর, আমি চল্লুম।

জটাধারী

সেই কথাই তো বল্‌ছি। সে বড় ধড়িবাজ, আমার সঙ্গে তার পোষাবে না, সে আমি বুঝে নিয়েছি। বলি, তুই তো একলা মানুষ, খঞ্জনীর সঙ্গে মন্দিরে বাজিয়ে ভিক্ষের বহরটা জমিয়ে তুল্‌লে হয় না! কি বলিস্?

পার্ব্বতী

আস্পর্দ্ধার কথা দেখ! হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাও, মেয়ে মানুষ চোখে দেখে থাকি কেমন করে? তা যতদিন আমার কাছে থাক্‌বে, তুমি পুরুষ মানুষ, সেবার ত্রুটী কর্‌বো না।

জটাধারী

আহা-হা ঐ-ঐ দাঁড়া, পৈতে গাছটা দিয়ে, তোর গলায় একটা ফাঁসি লট্‌কে দিই।

পার্ব্বতী

মরণ আর কি—নিজের গলায় দাও না!

জটাধারী

সে কি না দিয়েছিস্! চুলোয় যাক্ রামী, ঘর দোর ধন কড়ি, যখন সে ফির্‌বে, কড়ায় গণ্ডায় ফিরে' দেবো। কাঁহাতক খুঁজে মরি, চল্, একটা ভেক টেক নিয়ে বোষ্টম হওয়া যাক্‌গে।

পার্ব্বতী গাহিতে লাগিল

গান

নিভৃত নিকুঞ্জে, কুঞ্জ কুটীর
নবীন চাতক প্রাণ,
সজল জলদ নন্দের নন্দন
বিহার করিতে যান।
পুষ্পিত তরুবর,
লম্বিত ফুলভারে
চুম্বিত ধরা মধুমান॥

পার্ব্বতী গান গাহিতে গাহিতে জটাধারীর সহিত প্রস্থান করিল ও ছদ্মবেশী পূর্ণানন্দ ও কমলানন্দ প্রবেশ করিল

পূর্ণানন্দ

দাঁড়াও, ওরা চলে যাক্‌। ঘন ঘন এদিকে এসো না। আমায় খুব সাবধানে থাক্‌তে হয়েছে। আগুন ধরিয়েছি—বিজয়-নারায়ণের সংসারে হাহাকার উঠ্‌লো বলে', তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আগামী শুক্লাষ্টমীতে তোমাদের চক্রে উপস্থিত থাক্‌বো।

কমলানন্দ

আর আপনাকে আস্‌তে হবে না। এই সোজা পথ ধরে' গেলেই হবে।

পূর্ণানন্দ

হাঁ, এ পথ ঠিক মতিহারি গ্রামে গিয়েই শেষ হয়েছে, আজ রাত্রে সেইখানে বিশ্রাম কোরো, কাল প্রাতে আশ্রমে যেয়ো।

কমলানন্দ

একটা কথা বলে' যাই। আমরা বিজয়নারায়ণের জন্য অভিচারের আয়োজন করেছি।

পূর্ণানন্দ

কিছুর প্রয়োজন নাই। বিজয়নারায়ণ বিঘ্ন নয়! নষ্ট কর্‌তে হবে সহজিয়ার অঙ্কুর, এই যে সঙ্কীর্ণ সমাজ বন্ধন ঘুচিয়ে ঘরে ঘরে ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান, নারী পুরুষের অবাধ মিলন সম্ভব করে' তোলা হয়েছে, তান্ত্রিক দীক্ষাই প্রচার হবে বলে'; আজ কি বিপরীত আচার তার স্থান অধিকার করতে চলেছে দেখ, অঙ্কুরে মূলোৎপাটন কর্‌তে না পার্‌লে, আমাদের বাংলা দেশ ছেড়ে পালাতে হবে!

কমলানন্দ

বিষয় ক্রমেই জটিল হয়ে উঠ্‌ছে—প্রতিবিধিৎসার জন্য বিজয়-নারায়ণের রক্তই কি যথেষ্ট নয়?

পূর্ণানন্দ

এক ঢিলে দুই পাখী মার্‌বো। প্রতিশোধ আর তন্ত্রের মর্য্যাদারক্ষা দুইই সার্থক হবে। চল, আর একটু এগিয়ে যাই, কাদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে,—প্রতিশোধ চাই, কিন্তু ধর্ম্মসঙ্কর সর্ব্বাগ্রে দূর কর্‌তে হবে।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চণ্ডীদাসের কুটীর।

কাল—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হয় হয়।

খুব জ্যোৎস্নার-রাত্রি। চণ্ডীদাসের ঘরের উঁচু দাওয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত। ঘরের কবাট বন্ধ। উজ্জ্বল আকাশের কোলে, চিত্রপটে আঁকা ঘন বৃক্ষ-শ্রেণী ছবির মত শোভা পাইতেছে।

চণ্ডীদাস ও রঘুবীর প্রবেশ করিল

রঘুবীর

জ্যোৎস্না রাতে ঘুরে বেড়ানই ভাল!

চণ্ডীদাস

বস রঘুবীর,—রাত্রি কত?

রঘুবীর ও চণ্ডীদাস দাওয়ায় উপবেশন করিল

রঘুবীর

দ্বিতীয় প্রহর হবে। বেশ জ্যোৎস্না রাত। ঝির্ ঝির্ করে' বাতাস দিচ্ছে, ফুলন্ত শালগাছে কোকিল ব্যাটা নিশ্চয় বাসা বেঁধেছে, কান ঝালাপালা করে' দিলে। হাঁ দেবতা, বৌঠাকরুণকে ক'দিন যে বড় দেখ্‌ছি না?

চণ্ডীদাস

তিনি আর আসেন না!

রঘুবীর

ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা! সেই কালে বিজয়নারায়ণের কন্যাকে যদি বিয়ে কর্‌তে, এ'তো ঘরের কথা, পরের মত কি আজ দূরে থাক্‌তে হয়!

চণ্ডীদাস

কি বল্‌ছ, রঘুবীর?

রঘুবীর

যাক্ ও ছাই কথা! সে বৈষ্ণবী মাগী ক'দিন বুঝি আর আস্‌ছে না?

চণ্ডীদাস

না।

রঘুবীর

মন্দিরে আবার এক নতুন লোক এসেছে। ঝাঁট পাটের তারিফ আছে, নাটমন্দির এমন ঝর্ ঝরে্ করেছে, যেন সিঁদুরটুকু পড়্লে তোলা যায়!

চণ্ডীদাস

তুমি তারে দেখেছ?

রঘুবীর

স্পষ্ট করে' দেখি নি। ভোরে উঠে কাজ সেরে সে সরে যায়। কারু নজরে পড়্তে চায় না, একদিন তার চোখের চমকে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল। নীচ জাতের মেয়ে হোক, চেহারার একটা জলুষ আছে!

চণ্ডীদাস

রঘুবীর, আজ বেশ রাত্রি—নয়?

রঘুবীর

হাঁ, দেবতা—এ রাত্রে একা আর ঘরে থাকা যায় না।

চণ্ডীদাস

রঘুবীর! তোমায় তো চিরদিন একাই দেখ্ছি—তোমার কি আর কেউ নেই, কেউ কি তোমায় ভালবাসে নি?

রঘুবীর

আঁতে ঘা দিয়েছ, দেবতা!

চণ্ডীদাস

ব্যথা দিলুম?

রঘুবীর

ব্যথা বৈ কি! খুঁচিয়ে আগুন জ্বাল্‌লেই ব্যথা। তবে এ ব্যথায় রস আছে, এই নিশুত রাতে সেই দরদটুকুই যে সান্ত্বনা—জীবনের সাথী আমার ব্যথা!

চণ্ডীদাস

তুমিও দেখ্‌ছি প্রেমিক।

রঘুবীর

তা জানি না। তবে ভালবাসার নেশা যে করে নি, সে মানুষ নয়। কথা যখন তুল্‌লে, তখন বলি শোন, বয়স কাঁচা, বামুনের ছেলে, টোলে পড়ি, কিন্তু মাছধরার ঝোঁকে, পুঁথির সঙ্গে আলাপ না হয়ে—এক মেছুনীকে ভালবেসে ফেলেছিলুম।

চণ্ডীদাস

বটে!

রঘুবীর

হাঁ, দুর্দ্দশার এক শেষ! মেছুনী যে পথ দিয়ে মাছ ধর্‌তে যেতো, ভোরে উঠে সেই পথের ধারে দাঁড়াতুম, তা কে জানে কন্‌কনে শীত, আর বর্ষার জল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রহরের পর প্রহর কেটে যেতো, কোন দিন দেখা পেতুম, কোন দিন হয়তো অন্য পথ দিয়ে চলে যেতো।

চণ্ডীদাস

আহা!

রঘুবীর

চোখের নেশা। যখন দুজনে মজেছি, তখন লোক জানাজানি। আমি বামুনের ছেলে, জাতে উঠ্‌লুম, সে জেলের মেয়ে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে তারে গাঁয়ের বার করে' দিলে।

চণ্ডীদাস

তার পর?

রঘুবীর

তারপর!......তারপর, এই আমি জীবন ভোর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি।

চণ্ডীদাস

আর সে?

রঘুবীর দাওয়া হইতে উঠিয়া বসিল

রাত ঢের হ'লো। ব'স, আমি আসি—(দু পা গিয়া ফিরিয়া পুনঃ কহিল) তার কথা শুন্‌বে? নিদ্রাহীন চোখে রাতের পর রাত, গাছে গাছে তার মৃতদেহ ঝুল্‌ছে দেখ্‌তে পাই!

প্রস্থান

চণ্ডীদাস দাওয়া হইতে নামিয়া

রঘুবীর রঘুবীর!! চলে গেলে? যাও। এ মর্ম্মছেঁড়া হাহাকার, শুধু তোমার নয়। সমাজ চুলোয় যাক্‌, নীতিধর্ম্ম, আত্মাভিমান পুড়ে ছাই হোক্‌—(ফিরিয়া দাওয়ায় উঠিল —ঘরের শিকলে হাত দিল, শিকল খোলা, দরজা

ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল)

কে, কে তুমি? অভাগার ছিন্ন মলিন শয্যায়, শতদল পদ্মের মত, আঁধার ঘর আলো করে' কে তুমি! রহস্য—চমৎকার রহস্য, রামী!! রামমণি!

(ঘরের ভিতর হইতে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া রামমণি কহিল)—

স্থির হও। স্তব্ধ রজনী, প্রতিধ্বনি বহুদূর পৌছুবে। তোমার কুটীর জেনেই আশ্রয় নিয়েছি, চোরের মত আশ্রয় নিয়েছি—অপরাধ নিও না।

চণ্ডীদাস

অপরাধ! মুমূর্ষুর অমৃত লাভের মত তোমায় দর্শন, আমার দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেছে, প্রাণময়ী, গ্রহবৈগুণ্যে তোমায় ছেড়ে আছি, এ পৃথিবী মরুভূমি, আজ আবার মধুময়ী হয়ে উঠ্‌লো।

রামমণি

চণ্ডীদাস!

চণ্ডীদাস

সুধাবিগলিত সেই কণ্ঠস্বর!
প্রিয়তমে ডাক আর বার,
শতবার, লক্ষবার,
অনাহত সুরগ্রামে শ্রবণ ভরিয়া যাক্‌।
আজি পুনঃ পুলকে পূরিল অঙ্গ,

নিবারিতে নারি আঁখি জল।
বহে দেহে তাড়িত প্রবাহ,
উল্লাসে অবশ তনু।
বুঝিলাম সার—পিরীতি পরম নিধি ;
ছাড়ি যদি, টুটে যে পরাণ,
পাশরিতে নারি লো পিরীতি।

রামমণি

ব'ল না পিরীতি বাণী—
বুঝিয়াছি পুরুষের রীতি,
কপট পিরীতি,
হানে বাজ অবলা বধিতে।
কথায় কথায় ধরে পায়,
প্রতারণা শমন সমান
যাতনা বাড়ায় প্রাণে।
দেখ তুমি, প্রথম পিরীতি কালে
হাতে চাঁদ দিয়েছিলে তুলে,
নয়নের আড়ে পরাণ বিদরে,
হিয়া ছাড়ি রহিতে নারিতে।
জলবিম্ব প্রায়,
ভাঙ্গিল সে স্বপন-প্রণয়,
শুধু অভিনয় ছুজনায় মিলে !
ভাল, বুঝা গেল,

খলের পিরীতি
মরম দহিল, পরাণ জ্বলিল,
মরণ না হ'ল তবু।
শুন প্রভু, অবুঝ নয়ন,
না মানে বারণ,
দরশন করে আশ ;
তাই আসি ছাড়ি' গৃহবাস,
মন্দির মার্জ্জনে রত,
দূরে থাকি তিরপিত আঁখি।
কিন্তু আজি বিপ্লব হিয়ায়,
লজ্জা ঘৃণা ভয় কিছু নাহি রয়,
উন্মাদিনী হইয়াছি আমি !
শুন চণ্ডীদাস তুমি।
ভাব মনে সামান্য রমণী,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হেতু রই ;
তাই কাম দাবানল,
রতি সুখে করিয়া শীতল,
পিরীতি উপেক্ষা কর।
রাগের ভজন জানিও বিষম
আগুনি লইয়া খেলা ;
আমি অভাগিনী চির পরাধীনা
ছলে প্রাণ লইয়াছ কাড়ি',

এ নহে তোমার দোষ,
রোষ তাই নাহি করি মনে,
আপন কপাল গুণে,
কুজনে সুজন ভাবি।
দেশে দেশে যাব,
ভিক্ষা মাগি' খাব,
ঘোষিব পিরীতি কথা,
জীবন গোঁয়াব সুখে ;
কিন্তু কই, সতী যদি হই,
পাইবে অশেষ জ্বালা,
মরিবে পুড়িয়া, পিরীতি করিয়া
ভাঙ্গিলে কপট তুমি—
হীনমতি, তুষানল প্রায়শ্চিত্ত তব !

চণ্ডীদাস

তিরস্কার বৃথা কর মোরে।
শুন চন্দ্রাননে !
গ্রহ ফেরে দুঃখ দুজনার।
পিরীতি পরশ মাত্রে
হইনু পাগল পারা,
জ্ঞানহীন নিশিদিন বিবিধ বিহাররত।
সহসা অশনি শিরে,
হইনু জননীহারা।

শোকে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ আমি।
এই অবসরে বিচারে বিকার ভাব,
প্রেমডোর কাটিনু স্বেচ্ছায়।
স্বরূপ আরোপি' ঐ দেবী প্রতিমায়,
নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তি,
নিষ্ঠা সহ পূজি শুদ্ধ মনে।
দিনে দিনে ক্ষুদ্র হয়ে যাই,
বিসর্জ্জন বিধির লিখন ভাবি।
অবশেষে সদয়া অভয়া,
স্বপ্নযোগে দিয়া দরশন
কহিল সাধন তত্ত্ব—
গুরু তুমি, ভজন তোমায়।
প্রথমে সংশয় মনে,
বিচারে বিবেক জাগে,
বেদ বিধি নারি ছাড়িবারে,
পরকীয়া রসের সাধন
শাস্ত্রের শাসন নাহি মানে ;
কিন্তু প্রিয়ে, নিরুপায় আমি,
ভেবে দেখ মনে, তোমা বিনে,
এ তিন ভুবনে কে আছে আমার আর !
ও-রূপ মাধুরী পাশরিতে নারি,
সদা মন উচাটন দরশন চায়,

তার স্বপনে অধীর অতি,
মতি স্থির রাখিতে না পারি ;
যাই যাই অজপা করেছি, প্রিয়ে,
হেন কালে অনুকূল বিধি,
আপনি উদয় চাঁদ অভাগা কুটীরে !

রামমণি

গুণমণি ! কি মোহিনী জান,
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।
জ্ঞানহীনা নারী,
শত কোটী করি ক্রটী,
নিজ গুণে কর ক্ষমা,
কহি কটু মনঃক্ষোভ নিবারিতে শুধু।
উল্লাসে অন্তর কাঁপে,
আশায় ভরায় বুক স্বপ্নবাণী করিয়া শ্রবণ।
ছুটী প্রাণ এক তারে বাঁধা,
স্বর্গের ঝঙ্কার সমানে বাজিয়া উঠে,
একই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দুজনা।
শুন নাথ, স্বপ্নকথা মম,
গুমরি গুমরি মরি বিরহকাতর,
দিবানিশি ভাসি' আঁখি জলে,
জলে প্রাণ,থাকি' থাকি' হারাই চেতন—
নহে সে স্বপন,

জাগরণে অঘটন ঘটে।
ঘোর নিশি, স্তব্ধ বসুন্ধরা,
লুটাই কাঁদিয়া ভূমে,
সহসা চাপড় পিঠে ;
ফিরে হেরি অপরূপ এলোকেশী বামা,
হাসির রেখায় দামিনী ফুটিয়া উঠে,
কহে ধীরে বাঁশীর নিস্বনে,
রসতত্ত্ব করিতে প্রচার।

চণ্ডীদাস

সংশয় হইল দূর,
সত্য মানি স্বপন কাহিনী,
রজকিনী আমার রমণী—
তন্ত্র মন্ত্র উপাসনা রস।
কিন্তু প্রশ্ন মনে,
সহজ প্রচার, কেমনে বিচার হবে,
ছাড়ি' বেদ লোকাচার
পরকীয়া রসের আশ্রয়,
ব্যাভিচার ঘটিবে নিশ্চয়—
ধর্ম্ম যাবে,
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী ?

রামমণি

অলৌকিক সহজ সাধন,

রসিক জনার ধন,
লাখে এক পাওয়া ভার।
ত্রিগবের শুনি গান,
কাক যদি ধরে তান,
চন্দ্র হেরি' খদ্যোৎ প্রকাশে,
পারিজাতে কপি করে আশ,
বল, পরিহাস এর চেয়ে কিবা!
দেখ উজর দীপিকা,
রূপ মোহে পতঙ্গ পুড়িয়া মরে,
তা বলে' কি অনল শীতল হবে?
পিরীতি আচার বেদবিধি পার,
মরম না জানি' করম করিতে লোভ,
কপট কামুক রীতি, নিরয় অবশ্য ভালে।
কিন্তু তুমি রসিক নাগর,
কৃপাসিন্ধু বাশুলীর বরে,
রসতত্ত্বে বিমুখ কি হেতু?
ভজ নাথ, চৌষট্টি রসের সনে,
বস্তুগ্রহে একত্র করিয়া,
শৃঙ্গারে যুজহ বাণে;
ধর্ম্ম জানে,
না ঘুচিলে মনের বিকার
ভজন না হয় কভু।

সাধন শৃঙ্গার রস,
আপনারে কর বশ,
নিত্য ধাম দুর্ব্বলের নহে।

চণ্ডীদাস

মন্ত্র ফুটে অনল অক্ষরে
কহ প্রিয়ে, সাধনের রীতি।

রামমণি

আমার সাধন নাই।
স্বভাব প্রকৃতি আমি।
তোমার আশ্রয় হয়ে রই,
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমারে ভজহ নিত্য,
ধরম করম কর দূর,
মম সনে দাস অভিমান,
ছাড় হে পুরুষ রীতি
প্রকৃতি সাধন কর সার।

চণ্ডীদাস

চমৎকার, জীবনের ভার
নিমিষে টুটিয়া যায়।
হব সখি, সহজ মানুষ,
যাব আমি রসিক নগরে,
প্রণয়ের রসঘরে রহিব নিয়ত,

প্রজা হ'য়ে রব রাধিকার।
কাম বীজে গোপীগণ ভজে,
নিত্য লীলা হৃদি বৃন্দাবনে,
আনন্দে কৌতুক রঙ্গে,
ভজিব লো শ্রীরাধা মাধবে।
এস গুরু, রসকল্পতরু,
আজি হ'তে স'পি তোরে
জীবনের সর্ব্বস্ব আমার!

রামমণির হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল,
বেগে শিরোমণির প্রবেশ—

গ্রামবাসী। গ্রামবাসী!! রঘুবীর! রঘুবীর!!

ঘরে শিকল তুলিয়া দিল

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ন।

হরিমতি ঝাঁটা হস্তে রুক্মিণীর সহিত কথা কহিতেছিল

রুক্মিণী

ওমা বলিস্ কি লো? সত্যি নাকি?

হরিমতি

নাও কথা! দেশে ঢি ঢি। আমি যেন মিথ্যে বলছি! শিরোমণি মশাই স্বচক্ষে দেখেছেন, গাঁয়ের দশজনকে ডেকে দেখিয়েছেন। তবে ত কর্ত্তা মন্দির থেকে তাদের তাড়ায়!

রুক্মিণী

শিরোমণি মশায় আবার কে?

হরিমতি

দিদিঠাকুরুণ যেন কিছুই জানেন না! তিনিই তো সবের সবা। তাঁর বিধানেই গাঁয়ের ক্রিয়েকাণ্ড চলছে!

রুক্মিণী

ছিঃ, এত লো!

হরিমতি

দেখবে, দাদাবাবুকে না জাতে ঠেলে!

রুক্মিণী

তোর ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়েছে! বেরো আমার কাছ থেকে। দাদাবাবুকে জাতে ঠেলবে কেন?

হরিমতি

দাসী বাঁদী—ছোট মুখে বড় কথা কইলেই লাগে! দাদাবাবু পুরুত ঠাকুরের ভাই নয়!

রুক্মিণী

সে কোন্ কালে চুকে গেছে—বো বো শুনেছিস্!

তুলসী প্রবেশ করিয়া কহিল

কি ঠাকুরঝি ?

রুক্মিণী

ঐ শোন্, হরিমতি কি বল্‌ছে !

হলধর উন্মাদবেশে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—

কলঙ্কিনী ! কলঙ্কিনী !! আত্মহত্যা ! আত্মহত্যা !!

রুক্মিণী

দাদা !

হলধর (পূর্ব্ববৎ)

আত্মহত্যা ! উঃ, কলঙ্কিনী !!

মঙ্গলা প্রবেশ করিয়া কহিল—

বৌমা বুঝি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে—সর্ব্বনাশ যেন চারি দিকে ঘিরে ধরেছে !

তুলসী প্রস্থান করিল, হলধর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে কহিল—

উঃ কলঙ্কিনী !

প্রস্থান

বিজয়নারায়ণ ও দামোদরের প্রবেশ, মঙ্গলা ব্যতীত আর সকলে প্রস্থান করিল

বিজয়নারায়ণ

চণ্ডালের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করেছিলাম। কন্যা ত্যাগ কর্‌বার নয়, তা না হ'লে ওদের মুখদর্শন কর্‌তাম না। নান্নুরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ প্রবেশ করেছে, দেবীর মন্দির অপবিত্র হয়েছে। বংশের দুলাল উন্মাদ, দেশে অনাবৃষ্টি, ঘরে ঘরে অন্নের হাহাকার! —দামোদর, এ সব পাপ নয় তো কি? শিরোমণি মশাইকে ডেকেছ?

দামোদর

আজ্ঞে, তিনি বোধ হয়, বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

বিজয়নারায়ণ

তাঁকে এইখানেই ডাকো। পরমহিতৈষী, বিচক্ষণ, শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ। তাঁর অনুশাসনেই নান্নুরের সমাজ ধর্ম্ম বজায় আছে।

দামোদরের প্রস্থান

—হলধরের গলা পাচ্ছিলুম না?

মঙ্গলা

হাঁ, সারা ক্ষণ বৌমার কাছে বসে থাক্‌লেই চুপ ক'রে থাকে! তা না হ'লেই চেঁচায়। হাঁগা, একদিন দু'দিন করে' যে বছর ঘুরতে চল্‌ল, বাছা আমার আরাম হ'ল কৈ?

বিজয়নারায়ণ

আমি কি কর্‌বো, আমার কি কর্‌বার আছে! নিষ্কলঙ্ক বংশে কলঙ্ক স্পর্শ করেছে, তোমরা আর আমায় মুখ দেখিও না; যাও ঘরে

যাও, বাশুলীর ভার কেউ যদি না নেয়, নদীগর্ভে দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমি দেশান্তরী হব। অত্যাচারের চূড়ান্ত হয়েছে!

মঙ্গলা

আমার উপর রাগ কর কেন? তুমি যদি চরণে ঠেল, আমি আর কোথায় গিয়ে জুড়োব?

বিজয়নারায়ণ

জুড়াবার স্থান আর নাই। হলধর পাগল হ'য়ে শান্তি পেয়েছে, আমার শান্তি মৃত্যু!

মঙ্গলা

তুমি কেন এমন অধীর হয়ে উঠ্‌লে?

বিজয়নারায়ণ

সাধ করে' নয়। জান, হলধর পাগল হ'ল কেন? আমার বড় সাধের ছেলে, বড় সাধ করে' বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে এনেছিলাম, বৌমা বল্‌তে আনন্দে আমার বুক ভ'রে যেতো, কালসাপিনী আমার সর্ব্বনাশ করেছে, বংশে কালি দিয়েছে!

মঙ্গলা

ছিঃ, অমন কথা মুখে এনো না!

বিজয়নারায়ণ

এতদিন জানি নি। বিশ্বাস করি নি। হলধরের পাগল হওয়ার পর শিরোমণির মুখে যখন একথা শুনেছিলাম, সে দিন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস কর্‌তে পারি নি। আজ তার প্রমাণ পেয়েছি—দুশ্চরিত্র চণ্ডীদাস, নরপিশাচ চণ্ডীদাস!

উঃ, অপরাধী তুমি, একাকিনী যুবতী বধূকে কি বলে' মন্দিরে পাঠাতে, যাও আর মুখ দেখিও না।

দামোদরের গলার সাড়া পাইয়া মঙ্গলা প্রস্থান করিল

শিরোমণি ও দামোদরের প্রবেশ

বিজয়নারায়ণ

আসুন শিরোমণি মশায়, বসুন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। ন্যায়ের সকল ভার আপনার, এই মহাপাপের প্রতিবিধান করুন।

শিরোমণি

শুনেছেন, চণ্ডীদাস এখন প্রকাশ্যে রজকিনীগৃহে বাস কর্‌ছে, বেশ দল পাকিয়ে তুলেছে, ম্লেচ্ছের রাজত্ব, ধর্ম্মদ্রোহীর দণ্ড বিধানে আমাদের অধিকার নাই, সমাজ শাসনেই নীতি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে হবে।

বিজয়নারায়ণ

বিধর্ম্মী অসংখ্য হ'লে, তারা নূতন সমাজ গড়ে' নেবে। শাসন আর মানবে না। এই সব পতিতদের সংশ্রব ত্যাগ করা ছাড়া আর কি দ্বিতীয় উপায় থাক্‌তে পারে?

শিরোমণি

তা'তে হিন্দু সমাজ দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌বে। সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। এ ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসকে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে।

দামোদর

তার চেষ্টা হয়েছিল, পাপ বলে' সে অনুতপ্ত নয়।

বিজয়নারায়ণ

অধঃপাতে যে যায়, তার বিবেক বুদ্ধি থাকে না। নকুল যদি সহোদর ত্যাগ করে, সমাজ তাকে কেন গ্রহণ কর্‌বে না?

শিরোমণি

না তা হবে না। চণ্ডীদাসকে রজকিনীর সংস্রব ত্যাগ কর্‌তে হবে, স্বেচ্ছায় না করে, বলপূর্ব্বক ঐ কাজ করাতে হবে! বিজয় নারায়ণের প্রচণ্ড প্রতাপ আজ এমন নিস্তেজ কেন?

নেপথ্যে চীৎকার—কলঙ্কিনী! কলঙ্কিনী!!

বিজয়নারায়ণ

হাতুড়ীর ঘা দিয়ে এক একখানা বুকের পাঁজরা খসিয়ে দিচ্ছে, বিজয়নারায়ণ আজ যবনিকার তলে দাঁড়িয়েছে, বল বীর্য্য আর আমার নাই, আমি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছি। শিরোমণি মশাই, সব ভার আপনার, এখন আমার বিশ্রামের দরকার হয়েছে।

প্রস্থান

দামোদর

হলধরের মাথা খারাপ হওয়ার পর থেকেই কর্ত্তার মন ভেঙ্গে পড়েছে। তার উপর এই অনাচার! শিরোমণি মশাই, আপনি দাঁড়ান, আমি নকুলকে ডেকে আনি।

প্রস্থান

শিরোমণি

চণ্ডীদাসকে ফেরাতেই হবে, হিতে বিপরীত হ'ল—জয়ের পথই সে নিয়েছে, সহজিয়ার প্রচার হু হু করে' বেড়ে যাবে!

বিজয়নারায়ণ পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিল

শিরোমণি মশাই! হাঁ শেষ কথা, চণ্ডীদাসকে ফেরাতেই হবে। আমার সব অর্থ ব্যয় করুন, মহলে মহলে বাড়ীতে, কাছারীতে, যত লাঠিয়াল পাক্ সব ডাক দিন। না ফেরে, চণ্ডীদাসকে হত্যা করুন। তারপর শিরোমণি মশায়, কেবল সন্তানের কোন অকল্যাণ হবে এই ভয়, তা না হ'লে, কালসর্পিণী—উঃ, বৃশ্চিক-জ্বালা, কালসর্পিণীর শিরশ্ছেদ করুন।

প্রস্থান

শিরোমণি

রুদ্রভৈরবের অপমান! বিজয়নারায়ণ—হয়েছে কি! কালসর্প দংশন করেছে, জ্বালার এই আরম্ভ মাত্র।

নকুল ও দামোদর প্রবেশ করিল

নকুল

শিরোমণি মশাই, আপনার উপরেই সব ভার নির্ভর করছে, আপনি যা হয় বিহিত করুন।

শিরোমণি

যেমন করে' পার তোমার অগ্রজকে রজকিনীর সংস্রব ত্যাগ করাও, তারপর সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে গত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। চণ্ডীদাস নীচ সহবাসে থাকলে ব্রাহ্মণের ঘোরতর অপমান

হবে, সেই পাপে তোমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকে যাবে।

নকুল

আমার বিশ্বাস, দাদাকে ফেরাতে পারবো, কথা না শোনে, পায়ে জড়িয়ে কাঁদবো, প্রাণ দিতে হয় দেবো, ভ্রাতৃস্নেহ পরাজয় মানবে না।

শিরোমণি

দীর্ঘায়ু হও। সন্ধ্যা হয়, এখন আসি। সমাজই হিন্দুধর্ম্মের আসল প্রতিষ্ঠা, তাতে ঘুণ ধরলে আর আমাদের থাকবে কি?

সকলের প্রস্থান

তামাক খাইতে খাইতে বিজয়নারায়ণের প্রবেশ

বিজয়নারায়ণ

এই যে সব চলে গেছে। যাক্, সান্ত্বনা কিছুতেই নেই। নকুল জাতে উঠবে—আমার কি! আমার বংশের দুলাল, অন্ধের নড়ি, তার বুকে যে ছুরি বসিয়েছে, তার কি করি?

তুলসী প্রবেশ করিয়া কহিল

বাবা!

বিজয়নারায়ণ

দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা। সন্তানের জীবন আশঙ্কায় তোর প্রাণে আঘাত দিতে ভয় হয়, পাপীয়সী, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি! যা, তোর ছায়া দেখলে ঘৃণায় আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

প্রস্থান

হলধর প্রবেশ করিয়া কহিল

আত্মহত্যা ! আত্মহত্যা !!

তুলসী

আর আমার জ্বালা দিও না, আর আমি সইতে পারি না।

হলধর

কলঙ্কিনী !

তুলসী

কি বল ! এই সম্ভাষণেই তুমি যদি তৃপ্তি পাও, ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এ যে মিথ্যার জ্বালায় জীবন তোমার পুড়ে যাচ্ছে, কে তোমার মনে এমন কালি মাখিয়ে দিলে ?

হলধর

আত্মহত্যা ! কলঙ্কিনী ! আত্মহত্যা ! !

তুলসী

তুমি শিরোমণিকে চেন ?

হলধর (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া)

উঃ !

তুলসী

কে এই শিরোমণি ! যেন চেনা-চেনা মনে হ'লো।—পাগল আমার ! একবার তোমায় রক্ষা করেছিলাম,—ভালমানুষ পেয়ে, কে তোমার সর্বনাশ কর্‌লে ?

হলধর

শিরোমণি ! কলঙ্কিনী !! আত্মহত্যা !!!

তুলসী

এক বৎসর পরে, একটা নতুন কথা শুন্‌লুম। শিরোমণি! কে এই শিরোমণি—পূর্ণানন্দের ছদ্মবেশ নয় তো?

হলধর

শিরোমণি! পূর্ণানন্দ!!

তুলসী

একি! জটিল গ্রন্থী যে শিথিল হয়ে আসে। দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব-ধন, দেখ আজ তোমার তরে, সংসারে অনাদৃত হয়ে তিলে তিলে পুড়ে' মর্‌ছি, আহার নাই নিদ্রা নাই, ইষ্টদেবতার ধ্যান নাই, সোণার শ্বশুর আমার, সাম্‌নে পড়্‌লে মুখ ফিরিয়ে চলে' যান, বেঁচে আছি কার জন্য, প্রভু! অন্তর্য্যামী, আর দুঃখ দিও না, আর যে আমি সহ্য কর্‌তে পারি না।

হলধর

উঃ!

প্রস্থান

তুলসী

এ'ও নতুন! কখন তো আমার কাছ-ছাড়া হয় না। ভগবান! অবলার বল তুমি, তোমার আশ্রয় না পেলে, এত দুঃখে মানুষ বাঁচে না, ভরসা দাও প্রভু, আমায় নাও, স্বামীকে ফিরে দাও, শ্বশুরের সংসার বজায় রাখ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—পার্ব্বতীর বাড়ীর রন্ধনশালা।

কাল—মধ্যাহ্ন।

একখানি দাওয়া উঁচু ঘরের পাশে, অপেক্ষাকৃত নীচু একচালায় প্রজ্বলিত উনুনের সাম্‌নে বসিয়া পার্ব্বতী রন্ধন করিতেছিল। সম্মুখে পরিষ্কৃত উঠান, একপাশে রাংচিত্রের বেড়া, মধ্যে তুলসীমণ্ডপ। রামমণি একখানা বঁটীতে আনাজ কোনাজের খোসা লইয়া কুঁচাকুচি করিতে করিতে গাহিতেছে :—

গান

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ!
সঁপেছি তোমায় দেহ মন আদি,
কুল শীল জাতি মান।
তুমি সে জীবন, তুমি প্রাণধন,
তনু মন তুমি পরেশ রতন,
ভজন পূজন ও-দুটী চরণ,
তুমি ছাড়া নাহি আন॥
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি,
তোমাতে বিদিত সতী বা অসতী;
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে মন্দমতি—
পিরীতির সুধা দান॥

পার্ব্বতী

মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস্! এতখানি বেলা হ'লো, এখনও ফির্‌লো না!

রামমণি

দরদ বুঝ্‌চিস্! আগে যে বড় ঠাট্টা কর্‌তিস্—

পার্ব্বতী

তা বলে' তোর মত নয়। তোর বরাতে অনেক দুঃখ আছে। ঝাঁটা মেরে গাঁয়ের বার করে' দিয়েছে—এবার ওমুখো হ'লে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেবে!

রামমণি

ভালই হবে, কলঙ্কিনী বলে' সবাই চিন্‌বে। আমার আর পরিচয় দিতে হবে না।

পার্ব্বতী

লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছিস্!

রামমণি

কিসের লজ্জা! শ্যাম-বৈরী হওয়ার চেয়ে, শ্যামকলঙ্কী হওয়া ঢের ভাল—তা জানিস্?

পার্ব্বতী

এত সোহাগ, তো কৈ ধরে' রাখ্‌তে পার্‌লি না?

রামমণি

কমলিনী পৃথিবীর ফুল, চন্দ্র দূরে থেকেই সুধা বরিষণ করে, আঁখি ঝুরে ঝুরে এক বিন্দু প্রেমেরই আমি প্রার্থী, তাই সাধ করে' বিরহ বরণ করে' নিয়েছি।

পার্ব্বতী

বেহায়া যে তাকে পার্‌বার যো নেই। মেজে ঘষে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত, চিরদিন টেঁকে না, শিকলকাটা পাখী ফুর্‌সৎ পেলেই ওড়ে। তবু কবে আস্‌বে, কিছু বলে' গেল্‌?

রামমণি

পূর্ণিমা কবে ভাই?

পার্ব্বতী

আজ।

রামমণি

পুলকের শিহরণে তাই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে। আজ সে আস্‌বে!

পার্ব্বতী

যদি না আসে?

রামমণি

দুঃখ কি! হৃদয়-মন্দিরে কনক-পালঙ্কে শ্যাম আমার শুয়ে আছে, চোখের দেখা সে তো মনের তৃপ্তি—মন জল্‌বে, তা জলুক, জালায় সুখ আছে সই!

পার্ব্বতী

মরণ আর কি! তোর সবই আসমানী কাণ্ড!

রামমণি

কেন? ঘষে' ঘষে'ই কি চন্দনের সৌরভ ছোটে না? পুড়ে' পুড়ে'ই কি ধূপ গন্ধ বিলোয় না? পিরীতির যোজনা, জলে'

জলে'ই প্রচার কর্‌তে হয়। কিন্তু সই, সে আজ আস্‌বে।

পার্ব্বতী

অবাক্ কর্‌লি! বারে বারে ঠক্‌ছিস্, তবুও তার কথায় প্রত্যয়!

রামমণি

শুধু কথা না, সই। ঘুম থেকে উঠে, কাকের কোলাকুলি, আহার বেঁটে খাওয়ার হুড়াহুড়ি—সব শুভ লক্ষণ দেখেছি, দেবীর মাথায় ফুল দিলুম, সে ফুল কোলে এসে পড়্‌লো, মুখের তাম্বুল খসে' কাপড় রাঙিয়ে দিলে—

গান

আজু সই কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে—
পুলক যৌবনভার,
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হৃদয়হার।
(আজু) বিহি অনুকূল ভেল॥

নেপথ্যে রঘুবীর

পার্ব্বতী? পার্ব্বতী? পার্ব্বতী ঘরে আছ?

রামমণি

যেন চেনা গলা, সই।

পার্ব্বতী

কেগা, ঠিক দুক্কুরে গলা ফেড়ে চেঁচাচ্ছ ?

রঘুবীর প্রবেশ করিয়া কহিল

আমি গো আমি !

রামমণি

এ যে রঘুবীর !

রঘুবীর

হাঁ মা। প্রায়শ্চিত্তের অবসর পেয়েছি। ভেবে চিন্তেই নিতে এসিছি। তোমায়—আজ নান্নুরে যেতে হবে।

রামমণি

সে পথে যে কাঁটা পড়েছে—রঘুবীর !

রঘুবীর

এ কাঁটা মানুষ ছড়িয়েছে, মানুষকেই তা কুড়িয়ে তুলতে হবে। তুমি একা না পার, রঘুবীরের সাহায্য নাও, প্রাণ দেব, প্রাণ দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করব।

রামমণি

হঠাৎ এ উত্তেজনা কিসের, রঘুবীর ?

রঘুবীর

হঠাৎ নয়। অত্যাচারের প্রতিশোধ চাই। পুঞ্জীভূত অত্যাচার পাহাড়ের মত বুকে চেপে আছে, দম আট্‌কে যায়, প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে এ পাষাণভার বিদীর্ণ করে' দাও। নারী তুমি, আদ্যাশক্তির অংশ, আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ চোখের কোণ দিয়ে

ঠিক্‌রে পড়ুক, মানুষের গড়া সমাজ, খড়ের স্তূপ, পুড়ে' ছাই হয়ে যাক্।

রামমণি

আমি যে অবলা!

রঘুবীর

মিথ্যা কথা। মিথ্যার অভিমানে আত্মহারা নারী, অসহ্য অত্যাচারে আত্মঘাতী হচ্ছে। কে বলে নারী অবলা? অনুপরিমিত বীর্য্য, বুকের রক্তে পোষণ করে', বসুন্ধরায় বীরপুত্র কে সৃষ্টি করে' তুলেছে?—নারী না পুরুষ? ওঠ মা, সন্তানকে প্রবঞ্চিত কর' না।

রামমণি

রঘুবীর! অতি হীন রজকিনী আমি।

রঘুবীর

শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণের উপবীত যার চরণে লুটিয়ে পড়ে, সে বেদমাতা গায়ত্রী। চাই প্রায়শ্চিত্ত, নারীহত্যাজনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত—চল, বিলম্বে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

রামমণি

কোথায় যাব, রঘুবীর?

রঘুবীর

নান্নুরে। যেখানে নারী-বধের আয়োজন চলেছে, সমাজের তপ্তকটাহে তোমায় পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা হয়েছে।

রামমণি

তোমার কথায় সর্ব্বনাশের আভাস পাচ্ছি, খুলে বল রঘুবীর, ঠাকুরের তো কোন অমঙ্গল হয় নি?

রঘুবীর

মমতার দেবীমূর্ত্তি, বজ্রের আঘাতেও তোমাদের হৃদয় চূর্ণ হবার নয়। শোন মা, চণ্ডীদাস পুরুষ, তার কেন অমঙ্গল হবে? সর্ব্বনাশ তোমার, চণ্ডীদাস মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে, রজকিনীর সংস্পর্শে সে পতিত, তাই সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে, সমাজরক্ষায় সে উদ্যত হয়েছে!

রামমণি

রঘুবীর একি সত্য কথা?

পার্ব্বতী রামমণির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল

রঘুবীর

নারীর পক্ষে আশ্চর্য্য কথা বটে, কিন্তু পুরুষের অসাধ্য কিছু নেই। আমি কি করেছি! আমিও একদিন সমাজ রক্ষা করতে গিয়ে, তোমার মত এক অভাগিনীকে হত্যা করেছি; এখনও তার প্রেতমূর্ত্তি প্রণয়ের বীভৎস পরিহাসে আমার আত্মহত্যার পথে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, চাই যে প্রায়শ্চিত্ত, নারী-বধের প্রায়শ্চিত্ত। নিঃস্বার্থ হ'য়ে তোমার কাছে দৌড়ে আসি নি, চল, এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব, সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবো!

রামমণি

পায়ের তলা থেকে যে পৃথিবী সরে' যায়। পার্ব্বতী! পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী

সই! সই!!

রামমণি পার্ব্বতীর গলা ধরিয়া বুকে পড়িল

রঘুবীর

এত পল্‌কা তুমি! আকাশচেরা জ্বালাময়ী বিদ্যুতের মত মানুষের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারবে না? হায়, হায়, আমার সব আয়োজন ব্যর্থ হ'লো!

রামমণি মুখ তুলিয়া বলিল

রঘুবীর! আবার বলি, একি সত্য কথা?

রঘুবীর

ধন্য নারী, ধন্য তোমার বিশ্বাস! আমি কি মিথ্যা বল্‌তে এসেছি মা?

রামমণি

একি হ'লো—সাধের ঘরে কে আমার আগুন জ্বালিয়ে দিলে! সব মিথ্যা!—আমি মিথ্যা—দেবতা মিথ্যা—পিরীতি মিথ্যা—আরে মিথ্যাময়ী পৃথিবী! সকল আশা ভরসা যে আজ ডুবে যায়! রঘুবীর, উপায়হীনা নারী চিরপরাধীনা, নিরাশ্রয়ার মরণ ভিন্ন আর কি আশ্রয় আছে?

রঘুবীর

বুকে হেঁটে চলে সাপ, সে'ও দংশন সামর্থ্য রাখে। আর মানুষ তুমি, সইতে সইতে মর্‌তেই শিখেছ, হত্যাকারী পুরুষের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করার সামর্থ্য রাখ নি?

রামমণি

তুমি কি বুঝ্‌বে রঘুবীর—পুরুষের চাতুরী কি তীক্ষ বিষের ছুরি বুকে বসিয়ে দেয়! প্রতিহিংসায় নারীর হৃদয় কেমন জ্বলে! দলিত

লতার মত আশ্রয়চ্যুতা নারী, আত্মঘাতী না হ'লেও, মরণকেই তাই বরণ করে' নিতে হয়!

রঘুবীর

আশ্রয় তো শুধু ভর্ত্তা নয়, নারী কি জননী রূপে সন্তানকে আশ্রয় করে' পাপের প্রতিবিধান কর্‌বে না? চল, শতাধিক চণ্ডাল তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, রঘুবীরকে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে দাও।

রামমণি

বাশুলীর রক্তচক্ষে তবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হোক। চল রঘুবীর, সন্তানকে আশ্রয় করে'ই, নান্নুরে আজ প্রলয়ের আগুন জ্বেলে দেব।

প্রস্থানের উদ্যোগ

পার্ব্বতী

সই, কোথায় যাস্?

রামমণি

নান্নুরে। চণ্ডীদাসের যজ্ঞ পণ্ড কর্‌তে! সহস্র ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট কর্‌তে!!

পার্ব্বতী

এই দুকুরে দুটো ভাত মুখে দিয়ে যা—

রঘুবীর ও রামমণির প্রস্থান

আবাগী চলে গেলি, কি সর্ব্বনাশ হলো!—আর কি প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌বি!

সপ্তমদৃশ্য

স্থান—নকুলের বাটীর সম্মুখস্থ বকুল বাগান।

সময়—মধ্যাহ্ন।

চিন্তাশীলভাবে চণ্ডীদাস প্রবেশ করিল

চণ্ডীদাস

প্রেমের স্বরূপ,
রসের মানুষ,
প্রেমে তারে পেতে হয়।
আসক প্রেমের মূল।
রূপে রতি হ'লে স্থির,
আসক স্বরূপে,
আসক টানিয়া লয়,
শুদ্ধ রতি হয় পরকাশ।
তবে সিদ্ধ দেহে,
শ্রীমতী সঙ্গিনী রূপে,
সহজ মানুষ মিলে।
রজকিনী আমার আশ্রয়,
কিশোরী স্বরূপ সে,
কাম গন্ধ নাহি তায়—
কুল-ক্রীড়া যত,
শোধনের হেতু ঘটে।

হ'লে কামানুগা, সাধন না হয় কভু।
স্বেচ্ছায় ভজেছি রাই,
নারীর মিশালে নারী হতে চাই,
জাতি কুল, সকলি নির্ম্মূল,
রজকী চরণমূলে।

নকুল প্রবেশ করিয়া কহিল

তুমি এখানে! পাতা হয়েছে—পরিবেশন করবে চল!

চণ্ডীদাস

(আপন মনে কহিতে লাগিল)

অধঃ ঊর্দ্ধে আছে দুই ত্রিবেণী সঙ্গম,
যুক্ত আর মুক্ত বেণী।
আগম নিগম সুগম দুর্গম,
শ্রবণ নয়ন মন,
সপ্ত নদী অধোমূলে রয়,
সেথা সামান্য রসের স্থিতি।—
সামান্য সাধিতে যার বিশেষ উদয়,
মুক্তি স্নান ঘটে তার।
এ বড় সহজ নয়,
মন বায়ু না হইলে বশ,
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধিয়া যায়।

নকুল

ভাবের মানুষ আপন খেয়ালেই আছে!

(চণ্ডীদাস পূর্ব্ববৎ কহিতে লাগিল—)

সাধনার তিনটী দুয়ার।
সামান্ত দুয়ারে ভক্তি,
বিশেষ দুয়ার মিলে।
সামান্ত বিশেষ রূপের পার্থক্য নাই,
বিশুদ্ধ, বিকার ভেদ।
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস,
কিশোর কিশোরী পিয়ে সুধা,
বিকারে গরল পান,
মরণ যন্ত্রণা আনে!
প্রথম দুয়ারে মদ,
আসক্তি তাহার পর,
পরিশেষে কামের উদয়,
রূপান্তর, সাধিলে নিশ্চয়।
কন্দর্প রূপেতে কৃষ্ণ,
আসকে শ্রীরাধা,
রস রতি ইহাতে উদয়।
স্বরূপে আরোপ সাধি'
সে বীজ ভজিতে পারে যে,
নিত্যধন ব্রজেন্দ্রনন্দন লাভ তার!
গুপ্ত বস্তু এ রস কহিব কায়,

চণ্ডীদাস

কে বুঝিবে মরমপিরীতি,
বিরিঞ্চি ভবাদি যার সীমা নাহি পায় !

নকুল

এ ভাব সহজে ভাঙ্‌বে না !

(চণ্ডীদাসের গাত্র স্পর্শ করিয়া)

দাদা ! দাদা !!

চণ্ডীদাস

কে নকুল ! অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। বর্ষার রৌদ্র স্বর্ণ-ধারার মত ছড়িয়ে পড়েছে……কেন ভাই ?

নকুল

ব্রাহ্মণেরা বসে' আছে, তোমার অন্ন না হ'লে তারা ভোজন করতে পারছে না।

চণ্ডীদাস

চল ! চল !
কুল চাই,—
ব্রজকিশী হরের ঘরণী
অকূলে তরণী যেন,
একুল ওকুল সকলই পিরীতি মূল,
এ পাথারে সে বিনা তরাবে কে ?

উভয়ের প্রস্থান।

রঘুবীর ও রামমণির প্রবেশ

রামমণি

কৈ রঘুবীর, ঝড়ের তো কোন লক্ষণ দেখি না! আনন্দ-হিল্লোলে প্রকৃতি তরল হ'য়ে মাটীর বুকে যেন গলে' পড়েছে, আঁচল নিংড়ে শ্যাম রঙে সব ডুবিয়ে দিয়েছে, আমি যেন অভিসারে চলেছি!

রঘুবীর

গাঁ-শুদ্ধ লোক আজ নকুল ঠাকুরের বাড়ী, তাই মাঝে মাঝে এত দূর এসে পৌঁচেছ। উচ্ছ্বাস রাখ, ভোজনের ঐ গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, তুমি দাঁড়াও, আমি একশ' চণ্ডাল তোমার সঙ্গে দিই, আমিও সঙ্গে থাক্‌বো, চণ্ডালের স্পর্শে, রজকীর অন্নে ব্রাহ্মণদের দর্প চূর্ণ হোক্‌, সমাজ রসাতলে যাক্‌—তুমি দাঁড়াও, আমি তাদের ডেকে আনি।

রামমণি

রঘুবীর! নান্নুরে প্রবেশ করে'ই যেন দুন্দুভির ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছি—যত এগিয়ে আসি, পুলকে হৃদয় নেচে উঠ্‌ছে, স্বর্গের সৌরভে বকুল বন মাতোয়ারা,—তুমি অপেক্ষা কর, আমি একাই বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌বো, যদি কোন বিপদ ঘটে, তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কোরো।

রঘুবীর

তুমি একা কি কর্‌বে!

রামমণি

আত্মবিস্মৃত চণ্ডীদাসকে শুধু ফিরিয়ে আন্‌বো। পিরীতের জয় হবে।

রঘুবীর

তবে তাই হোক্। এবার কিন্তু অপমান সহ্য করতে পারবো না। যা হবে তা বুঝ্ছি—অভাগিনী! জীবন নিয়ে তোর আর ফিরে আসা হবে না। রঘুবীর কেবল বলির প্রতীক্ষায় রইল।

প্রস্থান

রামমণি

নকুলের মত কে আস্ছে। ভাল হ'লো, কাকুতি মিনতি করে' একবার তার সঙ্গে দেখা কর্‌বো, সহজে রাজি না হয় পায়ে ধ'রে কাঁদবো, তা'তেও অকৃতকার্য্য হই, তখন রঘুবীরের সাহায্য নেবো।

তামাক খাইতে খাইতে নকুলের প্রবেশ

নকুল

(আপন মনে বলিতেছে)

নারায়ণ! নারায়ণ!! আর দু'চার দণ্ড। এ দায় থেকে তো পরিত্রাণ পাই। ঠাকুর দেবতার নাম চুলোয় গেল, যে বাক্য শ্রবণ করলে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করতে হয়, সেই কুৎসিৎ পিরীত, পিরীত, কান ঝালাপালা করে' দিলে।

(সম্মুখে রামমণিকে দেখিয়া চমকিত ভাবে)

কি সর্ব্বনাশ! হতভাগী তুই এখানে কেন?

রামমণি

তোমার দোরে আমার প্রাণ বাঁধা পড়েছে, তাই এসেছি; বুকে আমার আগুন জেলে দিয়েছ, তাই এসেছি।

নকুল

ভারি নির্লজ্জা নারী তুই—ছোটলোকের মেয়ে কি না!

রামমণি

লাঞ্ছনায় আমার দুঃখ নেই, কলঙ্কে বরং গৌরব বাড়ে। পিরীতি নৈরাশ হয় শুনে এসেছি, মর্ম্ম আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে, বুকফাটা কান্না নিয়ে ঘরে থাকৃতে পার্‌লুম না। বহু দূরে যাবো, দেশান্তরী হবো—যাবার আগে একবার তারে দেখে যাই, আমার জীবন-যৌবন-নেংড়ান পিরীতের বঁধুকে দূর থেকে দেখে যাবো—ব্রাহ্মণ, এই ভিক্ষা চাইতে এসেছি!

নকুল

স্পর্দ্ধা তোর কম নয়! জাত গেছে, ধর্ম্ম গেছে, পৈতৃক ক্রিয়া-কলাপ লোপ পেয়েছে, কত কাণ্ড করে' সমাজে স্থান পাবার ব্যবস্থা করেছি, আপদ তবুও ছাড়ে না! দূর হয়ে যা—নজর ছাড়া হয়ে যা।

রামমণি

এক দিন কথায় দূর করে' দিয়েছিলে, লাঞ্ছনার সীমা রাখ নি, আজ আর তা পার্‌বে না—এই তোমার চরণ ধরে' মিনতি জানাই —(পদ ধারণ)

নকুল

কি কর্‌লি সর্ব্বনাশী! ছুঁয়ে দিলি! লোকে দেখ্‌লে সব পণ্ড হয়ে যাবে। তুই যে সমাজের অস্পৃশ্যা!

রামমণি

পিরীত যে স্পর্শমণি, আমি হীন, কিন্তু পিরীতের অধীন,

পিরীত আমার গুরু, পিরীতের স্পর্শে আমি ধন্য, পবিত্র! ব্রাহ্মণ, এ তিন আখর যার হৃদয়ে স্থান পায়, সে যে কল্পতরু, বর্ণাশ্রমে তার প্রয়োজন কি?

নকুল

মাগী নিশ্চয় যাদু জানে। পা ছাড়্, পা ছাড়্। শরীরে যেন বিদ্যুৎ ছুটেছে। রজকিনী, এ অনুরোধ আমি রাখ্‌তে পার্‌বো না। বেদাচারী ব্রাহ্মণ গর্হিত পিরীতের মর্ম্ম বুঝ্‌বে না, এ অনাচার ব্যাভিচার!

রামমণি

স্বভাব বর্জ্জন কর্‌তে না পার্‌লে তাই হয়। বেদবিধি পার, পিরীত আচার সতীর ধর্ম্ম, অসতীর নয়! এ নিধি ব্রজপুরের, বেদে পুরাণে নেই। আপনার মনে সাধন কর্‌তে কর্‌তে এ ধন আহরণ কর্‌তে হয়।

নকুল

কি সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! কি সব নতুন কথা বল্‌ছিস্, পিরীতি কি কুলটার ধর্ম্ম নয়?

রামমণি

পিরীতি সাধন, লৌকিক আচরণ নয়। এ দেহে সে দেহে এক বস্তুর নিরূপণ। অভিন্ন প্রাণের মিশ্রণ। এখানে কুল নেই, জাত নেই, বর্ণাশ্রম নেই। পিরীতের আস্বাদে উন্মাদিনী আমি, দেখ ব্রজেন্দ্রনন্দন কিশোর কিশোরী, সখীগণ মেলি' করতালি দিয়ে, বিদ্যুৎ চমকি' হাসে, মরি মরি, ঠমকি' ঠমকি' চলে, কি

মধুর আকর্ষণ—যাই, যাই, যেন আমায় টেনে নিয়ে যায়!

প্রস্থান

নকুল

কি চাতুরী! মাগী আমার বাড়ীর দিকেই যায় যে—সর্ব্বনাশ কর্‌লে, সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

দ্রুত প্রস্থান

রঘুবীর ও কয়েকজন লোকের প্রবেশ

রঘুবীর

তোমরা এইখানে অপেক্ষা কর। সঙ্কেত মাত্রেই বাড়ী আক্রমণ কর্‌বে। পাগলিনী উল্কার মত দৌড়েছে—ঐ যে বাড়ীতেই প্রবেশ কর্‌লো—রক্তপাত না হয়ে আর যায় না!

রঘুবীরের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—মণ্ডপ

কাল—প্রায় অপরাহ্ণ

সারি দিয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতে বসিয়াছে

১ম ব্রাহ্মণ

ওহে বিদ্যানিধি! দম্ বন্ধ হ'য়ে যাবে যে, একটু র'য়ে ব'সে খাও না।

২য় ব্রাহ্মণ

বড় প্রবল জঠরাগ্নি, আহুতি বন্ধ হ'লে সর্ব্বগ্রাস করে' বসবে।

১ম ব্রাহ্মণ

আমি তো ভায়া হাঁপিয়ে উঠেছি। আয়োজনের ঘটা বড় কম নয়।

৩য় ব্রাহ্মণ

ব্যাপারটা কি! বল্লালসেনের যুগ হ'লে, ব্রাহ্মণ বলে' আর নকুলকে পরিচয় দিতে হ'তো না, একেবারে ত্রিদোষ স্পর্শ করেছে।

১ম ব্রাহ্মণ

বাচস্পতি, ভোজনের ধমকে ভুল বক্‌ছ দেখ্‌ছি, জাতিদোষই ঘটেছে, কুল বা শ্রোত্রিয়গত দোষের এখানে কোন কথা নেই।

৩য় ব্রাহ্মণ

রণ্ডিকা গমনে কুলদোষ স্পর্শায় নি!

১ম ব্রাহ্মণ

হাঁ, হাঁ, টেনে আন্‌লে ঐ পর্য্যন্ত এগোতে পারে, শ্রোত্রিয়দোষ কোন্‌খানে পেলে?

২য় ব্রাহ্মণ

মিশ্র, মাছের মুড়োটা বেড়ালে টেনে নিয়ে যায়! ভোজন-কালে তর্কে ক্ষতি বৈ লাভ নেই।

১ম ব্রাহ্মণ

যা বলেছ, বিদ্যানিধি ভায়া। দেবীবরের কৃপায় অনেক অঘাট ঘাট হলো। গৌড়ের বাদ্‌সা যুসুফ সা অধমতারণ বল্‌লেও চলে।

২য় ব্রাহ্মণ

তা সত্য বটে! বাংলার অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ তো মুসলমানের

অত্যাচারে দেশান্তরী হয়েছে, নবদ্বীপ ছারখার করে' দিলে, অশ্বত্থ বটবৃক্ষ নির্ম্মূলপ্রায়, যুযুৎসু শা শাপভ্রষ্ট হিন্দু, তা না হ'লে ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকাণ্ড রক্ষায় তিনি উদ্যোগী হবেন কেন?

১ম ব্রাহ্মণ

শিরোমণি মহাশয় বোধ হয় গৌড়েশ্বরেরই অনুচর হবেন। তিনি না থাক্‌লে নান্নুরের আরও অধঃপতন হ'ত।

২য় ব্রাহ্মণ

না ভায়া, পাত উঠিয়ে অন্যত্রে যেতে হ'লো, ভোজন ব্যাপারে কুন্‌জী খুলে' বস্‌লে। ওহে চণ্ডীদাস, পাতে যে অন্ন নেই!

অন্নের পাত্র হস্তে চণ্ডীদাসের প্রবেশ

চণ্ডীদাস

কুটুম্ব ভোজন,
নকুলের আয়োজন;
এ কাজ আমার নয়,—
ভ্রাতৃস্নেহ প্রতিদান চায়।
আমার পিরীতি জাতি,
পিরীতি কুটুম্ব হয়,
পিরীতির তরে,
ঘুরি' কত দুয়ারে দুয়ারে—
খাইতে শুইতে পিরীতি করেছি সার।

২য় ব্রাহ্মণ

মাথা খেয়ে দিয়েছে—সঙের মত দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছ কি, পাত যে খালি

রামমণির প্রবেশ

কৈ, কৈ,
কোথা সে বিনোদ রায়,
ভাল হ'লো,
ঘুচাইলে পিরীতের দায়।
আমার এ নবীন পিরীতি,
অনাঘ্রাত হৃদয়-কুসুম,
কণ্টকে হইল ক্ষত,
বিদরে পরাণ মরি,
হায় বঁধু!
পাষাণে নিশান রাখি,
পিরীতি তোমার,
পিরীতি পিরীতি জপি,'
তনুত্যাগ করিব চরণে—
লোকাচার বর্ণাশ্রম রাখ তুমি!

(চণ্ডীদাস উভয় হস্ত বিস্তার করিবামাত্র রামমণি পার্শ্বে আসিয়া পাত্র ধরিয়া দাঁড়াইল)

চণ্ডীদাস

এস এস প্রেয়সী আমার,
অকারণ উৎকণ্ঠা তোমার,
আয়োজন তোমার কারণ,

পিরীতি মিলন আজি,
সহস্র ব্রাহ্মণ সাক্ষী,
হৃদয়ের দেবী তুমি !

২য় ব্রাহ্মণ

(খাইতে খাইতে) গভীর ষড়যন্ত্র, গভীর ষড়যন্ত্র, নকুল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ—সব ব্রাহ্মণের জাতিনাশ কর্‌লে !

১ম ব্রাহ্মণ

বিদ্যানিধি! চেপে যাও, জাত্‌ তো গেছেই, সীতামিশ্রী সাব্‌ড়ে নেওয়া যাক্‌।

বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল

সর্ব্বনাশ হ'লো! নকুল কোথায়, পাষণ্ডকে শূলে চড়াও।

নকুল প্রবেশ করিয়া কহিল

কে, কে এ রমণী! হাসির ঝলকে চপলা চমকে যায়, গৌর-বরণী, ভুবন-আলো-করা রূপ; স্বর্গের জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। ব্রাহ্মণগণ! দেখ দেখ, আবার কি পরিবর্ত্তন দেখ, এ যে চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি, স্বর্ণপাত্র হস্তে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব, ওরে কে আছিস্‌ পুষ্পপাত্র নিয়ে আয়, শঙ্খধ্বনি কর্‌, কাঁসর ঘণ্টা বাজা—ষোড়শোপচারে পূজা কর্‌তে হবে, বড় উৎসব আজ !

রঘুবীর চাঁড়ালগণের সহিত চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল

সকলে

বোল বোল হরি বোল, হরি হরি বোল, আচণ্ডালের ঠাকুর, পতিতের নাথ, পিরীতের সুধাধারা ঝরিয়ে দিয়েছ, আয় রে ভাই মায়ের প্রসাদ লুটে খাই।

১ম ব্রাহ্মণ

বিদ্যানিধি, কি দেখ্ছ?

২য় ব্রাহ্মণ

অপূর্ব্ব, এমন কখন দেখি নাই, নয়ন সার্থক, জীবন সার্থক। মহাতীর্থে জাতিবিচার নাই, এস অমৃতের এক কণা খুঁটে খাই, ভবব্যাধি দূর হবে।

তৃতীয় অঙ্ক

সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের অন্তঃপুরস্থিত কক্ষ।

কাল—মধ্যাহ্নের অনতিপূর্ব্ব।

দামোদর ও অবগুণ্ঠনবতী মঙ্গলা

দামোদর

বৌ-ঠাকুরুণ, আমায় ডেকেছিলেন?

মঙ্গলা

হাঁ, ঠাকুরপো। বড় ভীষণ স্বপ্ন দেখে' অধীর হয়েছি; বাশুলী থর্ থর্ করে' রেগে কেঁপে যেন বল্ছেন, চণ্ডীদাসের উপর অত্যাচার নিবারণ না হ'লে, নান্নুর পুড়িয়ে ছাড়খার করে' দেবো। উনি তো আমার কথায় কান দেন না। কি হবে, ঠাকুরপো!

দামোদর

বৌ-ঠাকুরুণ, বড় অন্যায় সব হচ্ছে। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময়ে রামমণি পরিবেশনের থালা ধর্লেও, কোন গোলযোগ হয় নি—সত্য মিথ্যা জানি না, তখন না কি ধোবার মেয়ে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি

ধরেছিল, কিন্তু শিরোমণি পাকেদের নিয়ে গিয়ে, তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলে—রঘুবীর বেদম মার খেয়ে, আধমরা হয়ে আছে, নকুল উন্মাদ, আর অবলা নারীর উপর কি অত্যাচারই না হ'লো। এ সব অমঙ্গলের লক্ষণ, বৌ-ঠাকুরুণ!

মঙ্গলা

কি হবে, ঠাকুরপো?

দামোদর

আমার আর হাত পথ নেই! এখন শিরোমণি হ'লো কর্ত্তার ডান হাত। কিন্তু এই শিরোমণিকে তো আমার ভাল লোক বলে' মনে হয় না, যেন সে কি একটা মৎলবে ফির্ছে!

মঙ্গলা

তুমি আর একবার ভাল করে' বুঝিয়ে বল—বোধ হয় আস্ছেন, তাঁর মতই পায়ের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ঠাকুরপো, বিপদে চিরদিনই তুমি সহায়, আজও চুপ করে' থেকো না।

প্রস্থান

বিজয়নারায়ণের প্রবেশ

বিজয়নারায়ণ

বিদ্যানিধিকে এক ঘ'রে করার ব্যবস্থা স্থির হ'লো। হতভাগার আস্পর্দ্ধা কম নয়, সে আবার নকুলের প্রলাপ সমর্থন করে!

দামোদর

নকুলের না হয় মাথা খারাপ হয়েছে, কিন্তু বিদ্যানিধির কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ তো দেখি না!

বিজয়নারায়ণ

দামোদর, তুমি বড় সরল প্রকৃতির লোক। কেবল চণ্ডীদাস আর রজকিনী এই ঘটনার মূল নয়, ইহার ভিতর অন্য লোকও আছে; বিদ্যানিধি নিশ্চয় তাদের উৎকোচ গ্রহণ করে' এই অলৌকিক কাহিনীর সমর্থন ক'রছিলো।

দামোদর

অন্যান্য ব্রাহ্মণের মুখেও আমি এই কথা শুনেছি। খুনোখুনি ব্যাপার না ঘট্‌লে, অনেকেই হয়তো নকুলকে সমর্থন কর্‌তো।

বিজয়নারায়ণ

তা হ'লেও আমার প্রত্যয় হ'তো না। রজকিনী যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর্‌তে পারে, তা হ'লে এই সাত দিন গ্রামপ্রান্তে চণ্ডীদাস একবিন্দু জলের জন্য আর্ত্তনাদ করছে, তারে সে রক্ষা কর্‌তে পার্‌তো। যাও দামোদর, তোমার কাজে যাও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, অপরাধীর দণ্ড বিধানে আমায় বিরত ক'র না।

দামোদর

কিন্তু এ যেন লঘু পাপে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা!

বিজয়নারায়ণ

পাপ লঘু নয়, দামোদর। পবিত্র দেবমন্দির ব্যাভিচার দোষে যে কলুষিত করে, কুলবধূর মর্য্যাদা হরণে যার বাধে না, সমাজ-বিদ্রোহী ধর্ম্ম-বিদ্রোহী যে, মৃত্যু তার সমুচিত দণ্ড। রাজদণ্ড হাতে থাকলে, নরপশুর গাত্রমাংসে কুকুরের উদর পূরণ করাতাম।

দামোদর

এ তার চেয়েও কঠোর দণ্ড। একবিন্দু জলের জন্য আছড়ে মারা, জানি না, এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি!

বিজয়নারায়ণ

তোমার মুখে এই প্রথম প্রতিবাদ। কিন্তু দামোদর, প্রায়শ্চিত্তের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, সে ভার আমার।

দামোদর

তা হ'লে কথা ছিল না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের অংশ সকলকেই ভোগ করতে হচ্ছে—তার জন্যও দুঃখ করি না—চিরসঙ্গী নরক-যাত্রায় পশ্চাৎপদ হবে না। আগাগোড়া স্পষ্টতার অভাব দেখে'ই এই কথা বলছি।

বিজয়নারায়ণ

মমতার আবরণে দৃষ্টি তোমার অন্ধ, তাই এত বড় সত্য দেখতে পাচ্ছ না। চণ্ডীদাস ব্যাভিচারী, বিজয়নারায়ণের পুত্রবধূ ব্যাভিচারিণী—এর চেয়ে আরও সত্য চাও? দেখ, স্পষ্ট দিনের মত, নকুলের বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন কালে, দুরাচারদের স্পর্দ্ধা, গভীর ষড়যন্ত্র, সমাজ ধ্বংসের ব্যবস্থা, এ সব কি ধর্ম্ম-সমাজদ্রোহীতার পরিচয় নয়!

দামোদর

সব স্বীকার করতে পারি, কিন্তু বধূমাতার দুশ্চরিত্রের বিষয়ে আমার সংশয় আছে।

বিজয়নারায়ণ

অমূলক সংশয়। হলধর স্বচক্ষে তা' সন্দর্শন করেছে, মর্ম্মে গুরুতর আঘাত লেগে'ই সে আজ উন্মাদ, অর্দ্ধমৃত, তারপর নিরপেক্ষ শিরোমণি মহাশয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়ে সন্দেহ করার কি আছে?

দামোদর

শিরোমণি মহাশয়কে আমি নান্নুরের শত্রু বলে' মনে করি, তার আগমন কালের পর থেকেই, এই সব দুর্ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে।

বিজয়নারায়ণ

পাপের রাজ্যে পুণ্যমূর্ত্তির আবির্ভাবে, এরূপ মনোভাব অস্বাভাবিক নয়। কিসের গোলযোগ?—এ কি বিনা মেঘে বজ্র-পতনের শব্দ—কার বুঝি সর্ব্বনাশ হ'লো!

দামোদর (বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া)

বিদ্যানিধি দৌড়ে আসছে। গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরাও ঊর্দ্ধশ্বাসে বিদ্যানিধির অনুসরণ কর্‌ছে, চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে—দেখি সন্ধান নিই।

প্রস্থান

বিজয়নারায়ণ

বৃশ্চিক দংশন অনুভব কর্‌ছি। প্রতিশোধ, দারুণ প্রতিশোধ। চণ্ডীদাসের পরিত্রাহি চীৎকার, আমায় অশেষ সান্ত্বনা দিচ্ছে। তারপর আরও আছে—পাপীয়সীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর্‌তে হবে। ভয় কেবল, হলধরকে—দুশ্চারিণীর মুখ চেয়ে সে কেবল প্রাণ ধ'রে আছে, মুখে কথা নেই, মায়াবিনী তার বাক্-রোধ করে' দিয়েছে!

উর্দ্ধশ্বাসে বিদ্যানিধির প্রবেশ,

পশ্চাতে দামোদর

বিদ্যানিধি

কৈ, বিজয়নারায়ণ কৈ, সে দিন সত্য আমার গ্রাহ্য হয় নি. প্রবল লোকমতের বিরুদ্ধে অন্তরের আগুন চাপা পড়ে' গেছলো, আজ নান্নুরের ব্রাহ্মণসমাজ অকুণ্ঠে সত্য প্রকাশে উদ্যত, বিজয়নারায়ণ সাবধান হও, ব্রাহ্মণবাক্য অগ্রাহ্য ক'র না।

বিজয়নারায়ণ

বিদ্যানিধি, এটা অন্তঃপুর, যুক্তি বিচারের স্থান নয়। তারপর, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-প্রভাবে তোমরা আত্মহারা হয়েছ, নান্নুরের ব্রাহ্মণসমাজ নিশ্চয় আত্মবিক্রয় করেছে, বিজয়নারায়ণের অটল সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারবে না।

বিদ্যানিধি

তবে উৎসন্ন যাও, বজ্রপাতে বাশুলীর মটকায় আগুন ধ'রেছে, সে আগুন নান্নুর ধ্বংস করবে, আজ মহাপ্রলয়ের দিন জেনো।

বাচস্পতির প্রবেশ

বাচস্পতি

সমাজ একা বিজয়নারায়ণের হাতের যন্ত্র নয়, আমাদের কথা যদি উপেক্ষিত হয়, নান্নুরের ব্রাহ্মণসমাজ চণ্ডীদাসের হত্যা নিবারণে অক্ষম হবে না।

বিজয়নারায়ণ

দামোদর! অন্তঃপুরে অবাধ প্রবেশ—আমার অনুমতির

অপেক্ষা রাখে নি, এ'ও অত্যাচার, ঘোর অত্যাচার, কর্ত্তব্যের দায়ে তোমরা সবাই বলবুদ্ধিহারা হয়েছ, সহায় একমাত্র শিরোমণি, একা তিনি; না জানি সেখানেও বিদ্রোহ ঘটেছে কি না, তাঁর পার্শ্বে গিয়ে আমাকেই দাঁড়াতে হবে। এস বিজয়নারায়ণের প্রতিদ্বন্দ্বী নান্নুরের ব্রাহ্মণ-সমাজ, তোমাদের আজ শক্তিপরীক্ষা হোক।

প্রস্থানোদ্যত

দামোদর

অধীনের নিবেদন।

বিজয়নারায়ণ

শত্রু তুমি, শত্রুপুরীর মধ্যে বাস কর্‌ছি—এ ষড়যন্ত্রে তুমিও আছ! গভীর ষড়যন্ত্র, শিরোমণি—

জটাধারীর প্রবেশ

জটাধারী

শিরোমণি নান্নুরের শত্রু, বিজয়নারায়ণের শত্রু, শিরোমণি পূর্ণানন্দের ছদ্মবেশ!

বিজয়নারায়ণ

বাইরে আর কেউ নেই? হাড়ি বাগ্দি চণ্ডাল সবাইয়ের অবাধ গতি—এ কার আদেশে—

জটাধারী

আমি জটাধারী!

বিজয়নারায়ণ

বিদ্রোহী বিধর্ম্মী ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক বৌদ্ধতান্ত্রিক, বিজয়নারায়ণ

তোদের ছলে ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বে না, সমাজে প্রেতের নৃত্য হ'তে দেবে না। ধর্ম্ম যায়, সমাজ যায়—শিরোমণি কোথায়? সব অবাধ্য, সব বিদ্রোহী—আমাকেই সন্ধান নিতে হ'লো।

প্রস্থান

বিদ্যানিধি

দামোদর, কর্ত্তব্য কি?

জটাধারী

কর্ত্তব্য তোমাদের ভাব্‌তে হবে না। নান্নুরের মহাশক্তি উল্কার মত দৌড়ে আসছে, আমি সংবাদবাহক মাত্র, প্রাণ নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলা পূর্ণানন্দের সাধ্যে কুলোবে না!

দামোদর

শিরোমণিই কি পূর্ণানন্দ?

জটাধারী

জটাধারী সে তথ্য ভাল করে'ই বুঝেছে, ছদ্মবেশী পূর্ণানন্দ, বিজয়নারায়ণের কৃতকর্ম্মের প্রতিশোধ নিচ্ছে; আমার আর সময় নেই, রণচণ্ডীর বেশে ঐ আমার মা ছুটে যায়—(বজ্রপতনের শব্দ) রুদ্রের কণ্ঠে ঐ জয়ধ্বনি—

প্রস্থান

বিদ্যানিধি

অলৌকিক রাজ্য! অলৌকিক রহস্য!

দামোদর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

দামোদর

হা ভগবান! (উপবেশন)

মঙ্গলার প্রবেশ

মঙ্গলা

ঠাকুরপো, মাথায় হাত দিয়ে ভাব্‌ছ কি? আবার যে রক্তকাণ্ড উপস্থিত, এ বিপদে তোমায় যে বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে।

দামোদর

বৌ-ঠাক্‌রুণ, পেটের ভিতর আমার হাত পা সেঁধিয়ে গেছে। শিরোমণি যদি পূর্ণানন্দ হয়, কি সর্ব্বনাশ হয়েছে—ভণ্ড সন্ন্যাসী চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিয়েছে!

তুলসীর প্রবেশ

তুলসী

আমার অনুমান তবে মিথ্যা নয়, কি হবে মা!

বিজয়নারায়ণের পুনঃপ্রবেশ

বিজয়নারায়ণ

ওঃ! এখানেও ষড়যন্ত্র, আচ্ছা দাঁড়াও, সর্ব্বাগ্রে বহিঃশত্রুর বিনাশ সাধন করি; তারপর তোমাদের ব্যবস্থা হবে। কৈ অস্ত্র কৈ, বলিদানের খাঁড়া! মহিষ বলির খড়্গা! বন্য বরাহ শিকারের প্রাণঘাতী বর্শা কোথায়, কোন্ ঘরে?

মঙ্গলা

ওগো, তুমি শান্ত হও।

বিজয়নারায়ণ

রাক্ষসী শান্ত হবো, এ পাপরাজ্যে, এ অকৃতজ্ঞের সংসারে শান্ত হবো ? ব্যাভিচারপরায়ণ সমাজ আজ ধর্ম্মকে ছাড়িয়ে যেতে চায় ; শক্তি কোথা—সহায়হীন, অক্ষম, ভীরু, কাপুরুষ আমি, সমাজ-রক্ষণে অসমর্থ—আমি শান্ত হবো !

তুলসী

বাবা, চণ্ডীদাস দেবীর বরপুত্র, রজকিনী দেবকন্যা, এ জ্ঞান হারালে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে।

বিজয়নারায়ণ

ওঃ, কি নির্লজ্জতা—কি চাতুরী ! পাপীয়সী, এখনও জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্ ?

তুলসী

আমার রক্তে ক্রোধ শান্তি করুন, আমার প্রাণ নিয়ে আপনার সত্যদৃষ্টি ফিরে আসুক, চরণ আমি ছাড়্‌বো না। (পদধারণ)

বিজয়নারায়ণ (সজোরে পদাঘাত করিয়া)

মর তবে, সব পাপ চুকে যাক্ !

প্রস্থান

মঙ্গলা

হায়, হায়, ঠাকুরপো, কি সর্ব্বনাশ হ'লো, মুখ দিয়ে যে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে !

হলধরের প্রবেশ

হলধর

বাঃ, বাঃ, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, সব শেষ, সব শেষ—

(মুখের নিকট গিয়া) মর, মর!

দামোদর

বৌঠাকরুণ, ঘরে নিয়ে চলুন—আমি কবিরাজ ডেকে আনি। হলধর, দেখ্‌ছ কি, সোণার প্রতিমা বুঝি বিসর্জ্জন যায়!

হলধর

যাবে, যাবে, সময় হয়েছে, সময় হয়েছে,—ধর্‌তে হবে, ধরি, ধরি,—আঃ বুক জুড়িয়ে গেল!

ধরাধরি করিয়া তুলসীকে লইয়া সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মিথিলার রাজপ্রাসাদস্থিত কক্ষ।

সময়—প্রাতঃকাল

মহারাজ শিবসিংহ ও তাঁহার পার্শ্বচর পুরন্দর দুইজনে দুইখানি কারুকার্য্যখচিত উচ্চ আসনে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, মুক্ত বাতায়ন পথে দূরস্থিত নগর-শোভা রৌদ্রকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছিল।

শিবসিংহ

এ বড় আশ্চর্য্য কথা, পুরন্দর!

পুরন্দর

শুধু আশ্চর্য্য কথা নয়, নিষ্ঠুরতার একশেষ! হিন্দুরাজ্য হ'লে, এ মহাপাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'তো।

শিবসিংহ

বাদসা যুসুফ সা তো অধার্ম্মিক নন, তাঁর কাণে এ কথা পৌঁছালে নিশ্চয় সুবিচার হবে।

পুরন্দর

হাজার হোক্ তবু তিনি মুসলমান, অহিন্দু। পাঁচজনের মুখে যা শুনেন তদনুযায়ী কার্য্য করেন, সর্ব্ববিষয়ের মর্ম্মানুবোধ করে' কার্য্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এ ক্ষেত্রেও সমাজরক্ষার নামে দেবীবরের প্রেরিত গৌড়ের এক পণ্ডিতের দ্বারাই এ কার্য্য হয়েছে। মহারাজ, এ'র বিচারভার আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।

শিবসিংহ

পুরন্দর! হিন্দুরাজ্যের আর সে গৌরব নাই। সে স্পর্দ্ধা, সে বীর্য্য থাকলে, আর্য্যভূমি ম্লেচ্ছাধিকৃত হবে কেন? মিথিলার সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হয়েছে। আর সে রাজর্ষি জনকের ধর্ম্মদণ্ড পৃথিবী ধারণ করবে না, আর যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে মিথিলার আকাশবাতাস মুখরিত হবে না, আর গৌতম কপিলের দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করতে দেশ দেশান্তর থেকে বিদ্যার্থীমণ্ডলী ছুটে আসবে না। যে মিথিলার রাজবংশে ভগবান

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, সেই ইক্ষ্বাকুর বংশধর, শ্রীসম্পদ্‌বীর্য্যহীন, রাজচক্রবর্ত্তীত্ব হারিয়ে আজ সামান্য ভুঁইয়ার মত,—ভুঁইয়া ভিন্ন আর অধিক গৌরব আমার কি আছে, পুরন্দর ?

পুরন্দর

মহারাজ, এ কথা আমি অস্বীকার করি, আপনার বাহুবলের পরিচয় নগরবাসীর অবিদিত নাই, পিতৃসিংহাসন অধিকার করতে আপনি তৃণের মতই অসংখ্য যবনসৈন্য ভস্ম করেছেন, মিথিলার রাজসিংহাসন অসাধারণ বীরত্বেরই নিদর্শন ; যবনরাজ্যের অগণিত সৈন্য যে দিন মৈথিলরাজ্য ঘিরে দাঁড়াল, আপনি না হ'লে সে দুর্দ্দিনে, মিথিলার গৌরবরক্ষা আর কেউ করতে পারতো না। সে ভীষণ সংগ্রাম দেখ্‌তে, স্বর্গদ্বারে বুঝি দেবতারাও সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজও যদি আপনার রণদুন্দুভি বেজে ওঠে, কোটী শির মাথা তুলে' উঠে দাঁড়াবে, জয়লক্ষ্মী আপনার মাথায় বিজয়মুকুট পরিয়ে দেবে।

শিবসিংহ

পুরন্দর, স্বপ্নরচনায় আর লাভ নাই। হিন্দুরাজ্য পতনোন্মুখ, মিথিলার সিংহাসনও টলমল করছে, ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকারময়। যে সংহতিশক্তিবলে যবনরাজ্য ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে, হিন্দুর জীবনে যদি কখনও সেই সংহতিশক্তি জাগ্রত হয়, তবেই পূর্ব্ব গৌরব ফিরে আস্‌বে, এ বিচ্ছিন্নতার যুগে, সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যের মতই, শিবসিংহের সমুদয় শক্তি তুচ্ছ বলে' জেনো। যাক্ ও-সব কথা, কবি চণ্ডীদাসের নবজীবন লাভের কাহিনী স্বপ্নের মতই বিচিত্র বলে' মনে হচ্ছে।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক

মহারাজ! ঠাকুর বিদ্যাপতি দর্শন প্রার্থনায় বাহিরে অপেক্ষা করছেন।

শিবসিংহ

কে, কবি বিদ্যাপতি? অতি সমাদরে তাঁরে নিয়ে এস।

দৌবারিক

যথা আজ্ঞা।

প্রস্থান

শিবসিংহ

পুরন্দর! কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতি নিশ্চয় এ সংবাদ পেয়েছে, হয়তো এই জন্যই সে তার সাধের বিস্ফী নিবাস ছেড়ে মিথিলায় উপস্থিত।

বিদ্যাপতি অভিবাদন করিতে করিতে
প্রবেশ করিল

এই যে বিষয়াবারবিস্ফী বিদ্যাপতি,—গ্রামের কুশল তো?

বিদ্যাপতি

আসন গ্রহণ করিতে করিতে

মহরাজের কৃপায় অকুশলের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনার কবিচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হয়েছে, বিদায়প্রার্থী।

শিবসিংহ

আমার কবিকে গ্রাস করে, এমন রাহু পৃথিবীতে জন্মেছে নাকি?

বিদ্যাপতি

আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ, কাব্য আমার উপভোগের; কিন্তু দুঃখের কবি চণ্ডীদাস, গরলের মধ্যেই প্রেমের সন্ধান করেছে। চণ্ডীদাসের মর্ম্মস্পর্শী রচনা আমায় ম্লান করে' দিয়েছে, মহারাজ।

শিবসিংহ

বিনয় মানবের ভূষণ! বিদ্যাপতির রচনা তুলনাহীন। এমন মাধুর্য্যের, সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, আর কারু পক্ষে সম্ভব হবে না। বিদ্যাপতি, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

বিদ্যাপতি

না মহারাজ, প্রেমের সাধক, পিরীতির ঋষি চণ্ডীদাস সামান্য মানুষ নয়, মরণ জয় করে' যে মহাপুরুষ নান্নুরে অমৃত উৎস খুলে' দিয়েছে, তাকে দেখ্‌বো বলে'ই বেরিয়েছি—সে অমৃতধারায় অবগাহন কর্‌বো, প্রেমের মন্ত্রে নূতন করে' দীক্ষা নেবো।

শিবসিংহ

এ উত্তম কথা, বিদ্যাপতি। যে প্রেমে মৃতকে জীবন দেয়, সে অমর প্রেমের যুগল মূর্ত্তি দেখ্‌তে সাধ কার না যায়? তবে আমার অনুরোধ, তোমার কাব্যে দিবারাত্র মগ্ন থেকে যদি আমায় যোগ্য মনে কর, তবে সে পবিত্র তীর্থে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

বিদ্যাপতি

রাজরাজেশ্বর! এমন করে' গুণের আদর মহাগুণী ভিন্ন আর

কে দেখাতে পারে? জীবন আমার সার্থক। মিথিলার সিংহাসন-তলে, জীবন যে এতদিন কাটিয়েছি, তা আজ ধন্য হ'লো, বড় গৌরব বোধ করছি, মহারাজ। মৈথিলরাজ শিবসিংহ কবিমর্য্যাদা দিতে স্বয়ং নান্নুর যাত্রা করবেন, এ'র চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কি আছে?

পুরন্দর

মহারাজ, এ অধীনও তবে সঙ্গে যাবে। এই মহাকবি সম্মিলনের পুণ্য তীর্থের কথা কবি-ইতিহাসে যুগান্তর নিয়ে আসবে, স্বর্ণাক্ষরে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকবে। কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতির কাছেই শিক্ষা করেছি, প্রেমই জগতের সার, জীবের আত্মস্বরূপ, চণ্ডীদাস সে প্রেমকে প্রত্যক্ষ করেছে, জগৎরূপে বস্তুতন্ত্র ক'রে। স্বর্গের মন্দাকিনী যেন পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে, সত্য সত্যই প্রেম যেন জাগ্রত দেবতার মত, মানুষকে দীক্ষা দিতে অবতীর্ণ; বাংলার এই প্রেমের প্রবাহ কি নূতন স্বর্গ রচনা করবে তা' কে জানে?

শিবসিংহ

তবে চল, আমরা তিন জনেই যাত্রা করি। পুরন্দর! তোমার উপর সকল আয়োজনের ভার রইল। এস বিদ্যাপতি, ভরা বাদরে, মাহ ভাদরের শূন্য মন্দিরে বিরহিণী রাধার আকুল ক্রন্দনের সুরটা ভাল ক'রে'ই মর্ম্মগত করি।

একদিকে শিবসিংহ ও বিদ্যাপতি, অপর দিকে পুরন্দর প্রস্থান করিল

তৃতীয় দৃশ্য

গৌড়ের রাজধানী

স্থান—বেগম বাগ।

কাল—অপরাহ্ণ।

বাঁদিগণ নৃত্য গীত করিতে করিতে প্রবেশ করিল—দোলেনা আসিয়া এক স্ফটিক বেদীর উপর বসিল, একজন বাঁদী চামর ব্যজন করিতে লাগিল—

গান

নজরে পরাণে বিঁধে শর।
ওলো ধর ধর
হৃদয়ে নাগরে চেপে ধর।
বিছা লো পঙ্কজদল শয়ন রচনা কর॥
নাগর কিশোর মধুর মধুর,
বদন কমলে বুলায় ভ্রমর,
সদনে মদন, আকুল অন্তর জর জর॥

দোলেনা

পিয়ারা!

পিয়ারা

কেন সাহাজাদী?

দোলেনা

তোদের গান আর ভাল লাগে না!

পিয়ারা

সিরাজীর অভাবে!

দোলেনা

সিরাজী বড় তেঁতো।

পিয়ারা

সাহাজাদীর তা'হলে নিশ্চয় ব্যামো হয়েছে।

দোলেনা

মাথা ঘোরে।

পিয়ারা

ঠিক বলেছি। হাকিম ডাক্‌তে হবে।

দোলেনা

সর্ব্ব শরীর জ্বালা করে।

পিয়ারা

গোলাপ জলের ফোয়ারা খুলে' দেবো?

দোলেনা

না থাক্। বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে' ওঠে!

পিয়ারা

তবে জাঁহাপনাকে খবর দি?

দোলেনা

জ্বালা বাড়্‌বে বৈ কম্‌বে না, বড় পিপাসা।

পিয়ারা

সরবৎ নিয়ে আসি?

দোলেনা

আঃ, জ্বালাতন কর্‌লি! একটু ফুরসৎ নেই, একটু আপন মনে ছুটোছুটি কর্‌বো তার যো নেই,—পিয়ারা সুখের বাঁধন কাল-সাপের মত রক্ত চুষে' খাচ্ছে।

পিয়ারা

কিছুই বুঝ্‌ছি না, সাহাজাদী!

দোলেনা

বোঝ্‌বার মাথা খেয়েছিস্‌। বাঁদী! হারেমের ঐ রোদে-ঝল্‌সান আকাশজোড়া পাথরের ঘের টপ্‌কে, বাইরে খোলা বাতাসে সাঁতার কেটে আয় দেখি!

পিয়ারা

গর্দ্দানা যাবে।

দোলেনা

বোঝ্‌। ঐ আকাশ ঝুঁকে পড়েছে কত দূরে, কোন্ বনের সবুজ আঁচলে, সাদা মেঘের স্তূঁড়গুলো অগাধ জলের বুকে কোথায় চুবন খেয়ে পড়েছে, সে কত দূর—ঐ পথের কুকুরটাও ছুটোছুটী করে' তার হদিস্ নিচ্ছে। আর আমরা, সোণার খাঁচায়, পালিশ-করা তক্‌তকে শিকের ফাঁক দিয়ে সেই উধাও বাতাসের শুধু পরশ পাচ্ছি। কয়েদীর মত মাথা ঠুকে মরছি—নড়্‌তে চড়্‌তে পিঁজ্‌রের গরাদায়। পিয়ারা, ঐ দেখ্‌ রাঙা ফড়িংটা পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে বাইরের বাতাসে ভেসে চল্‌লো, বাঁদীর চেয়েও সুখী, বাঁদীর চেয়েও স্বাধীন।

অন্তঃপুর-রক্ষী খোজার সহিত পার্ব্বতীর প্রবেশ

খোজা

সাহাজাদী, এই ভিখারিণীকে জাঁহাপনা পাঠিয়েছেন, গান শোনাতে।

দোলেনা

বাঃ, বেশ! তুই যা।

রক্ষীর প্রস্থান

পার্ব্বতীর প্রতি

ভিখারিণী, কত সুখে আছিস্ তুই ভিখারিণী? কতদূর থেকে এলি? পথের ধারে কত ক্ষেত, কত বাগিচা, কত রঙ্গ-কৌতুকের খবর তোর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে বেরুচ্ছে। পায়ের ধূলোয় স্বাধীনতা ঝরে' পড়ছে, ঠোঁটে স্বাধীনতার হাসি, আহা কি মিষ্টি, কি সুন্দর তোর গড়ন, স্বাধীনতার হাওয়ায় ভরা দীঘীর নীল জলের মত চল্ চল্ করছে। বোস্, ভিখারিণী বোস্।

(পার্ব্বতী উপবেশন করিল)

কি গান গাইবি? এই পোষা বাঁদীদের শুনিয়ে দে, তোর বসরার গোলাপ আর তাজা পদ্ম ফুলের গন্ধে ভরা উধাও সুরের পাগলামী—ছিপি আঁটা মোড়ক-করা বাঁধা বুলির ভাঁজা সুরে বড় দিগ্‌দারী হয়েছি।

পার্ব্বতী

বহুত মেহেরবানি বাদসাজাদি। ভিক্ষা করে' খাই, গাঁয়ে

অকাল, তাই রাজধানীতে এসেছি, বাদ্সার অন্দরে আমার গানের এত আদর হবে স্বপ্নেও ভাবি নি, শুনুন তবে—

পার্ব্বতী মন্দিরা বাজাইয়া গান ধরিল

গান

শুন গো মরম সখি
শুন শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমল আঁখি।
মুগধ রমণী কুলের কামিনী
না জানে আপন পথ,
যেমন চাঁদের রসের পরশ
চকোর অনুহি রথ।
যেন মেঘ ঘন, তাহাতে আবেশ
চাতক না পায় বারি
সে জন পিয়ারে না পাই আবেশে
সে জন হতাশে মরি।
জলের আবেশে চাতক মরয়ে
তেমনি আমরা হই—
তবে সে জীয়ই অথির রমণী
জলদ পতিক সেই।
চণ্ডীদাস বলে চলত নিকুঞ্জে
ভেটিতে নাগর কান

ঐ শুন বাঁশী ভরে দশ দিশি

চল ত্যাজি' কুল মান ॥

দোলেনা

চল্ চল্ ভিখারিণী, আমায় নিয়ে চল্—সেই বাঁশীর সুরে ভরা বাতাসে ভর করে', কচি কচি সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে, আমায় ছুটিয়ে নিয়ে চল্। সেই রূপোর ধারা নদীর কূলে, সেই টগর চাঁপা নব-মল্লিকার মালঞ্চে, কমল-আঁখি নব নাগরের কাছে, যারে চির যৌবনের অফুরন্ত রসে ভরিয়ে তোলা যায় না, যারে পেতে পেতে জীবনের পর জীবন ফুরিয়ে যায়, চল্ আমায় তার কাছে নিয়ে চল্—

পার্ব্বতী

বাদ্সার বাগানে এমন রাইপদ্ম ফুটে আছে কে জানে? সাহাজাদী আর এক টুক্রো গান শুনিয়ে বিদেয় হই, শিরোপা বাদ্সার কাছেই মিল্বে বোধ হয়।

গান

তুয়া প্রেম সাধি গোরি,

আইনু গোকুল পুরে

বরজ মণ্ডলে পরকাশ,

ধনি, তোমার মহিমা জানে কে?

গঞ্জন বচন তোর, শুনি মুখে নাহি ওর

সুধাময় লাগয়ে মরমে।

তোমা বিনু যেবা যত, পিরীতি করিনু কত,

সে পিরীতি না পূরল আশ।

তোমার পিরীতি বিনু, স্বতন্ত্র না হৈল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥

দোলেনা

ইনাম! আমার এই গজ মুক্তার হার।

(কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা পার্ব্বতীর গলায় পরাইয়া দিল)

ভিখারিণী, এমন গান তো কখনো শুনি নি, ঐ রসের ঝঙ্কার যার কণ্ঠে প্রথম বেজেছে, না জানি সে কেমন রসের রসিক, সে প্রেমিক, সে প্রেমের সন্ধান পেয়েছে।

পার্ব্বতী

সাহাজাদী, প্রেমের সন্ধান সহজে পায় নি। প্রাণ দিয়ে এ রত্ন উদ্ধার করেছে। চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব কথা, গৌড়েশ্বরের বেগমবাগে না পৌঁছবারই কথা।

দোলেনা

সত্য বলেছিস্, বনফুলের মিঠে গন্ধ এ সোণার খাঁচায় প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না। এখানে তোয়াজ করে' হীরেমুক্তো ঘেরা মাণিকের টবে বস্‌রার গোলাপ ফুটিয়ে তোলে, স্ফটিকের সরোবরে রূপোর দাঁড়ে মৃণালের ডাঁটায় পদ্মফুল ফোটায়, খোদার উপর খোদ-গিরি করাই এখানে বাহাদুরি, সবেতেই তাই এত অরুচি—কে এ চণ্ডীদাস, ভিখারিণী?

পার্ব্বতী

পিরীতি রসের খনি। ···সে এক গল্প, সাহাজাদী—শুনবেন ?

দোলেনা

থাক্ থাক্। আবার একদিন আসিস্। ইনাম পাবি।

পার্ব্বতী (কুর্ণিশ করিয়া)

বিদায় হই, সাহাজাদী।

প্রস্থান

দোলেনা

পিয়ারা, এমন বুলি কখন শুনেছিস্, তোদের বাদ্‌সার মুখে এমন রসের আলাপ কখন সম্ভব হবে ? কি বিশ্রী, কি ভাসা ভাসা মুখস্থ কর্কশ সম্বোধন ! বন গোলাপের গন্ধেই প্রাণ আকুল করে —এখানে শুধু বিলাসের ঝাঁজ, জীবনের ধার থাকে না—সব ভোঁতা হয়ে যায়।

পিয়ারা

সাহাজাদী, গল্পটা শুন্‌লে হতো।

দোলেনা

শুন্‌বি, তবে ডাক্ তাকে ! (শয়ন করিল) একটু জোরে বাতাস কর্।

রক্ষীকে ইঙ্গিত

পার্ব্বতীর পুনঃ প্রবেশ

পার্ব্বতী

সাহাজাদী, অধীনীকে স্মরণ করেছন ?

দোলেনা

হাঁ। তোর গল্পটা বলে' যা। আরও বক্‌সিস্ পাবি। পিয়ারা পড়ন্ত রোদ মুখে পড়েছে, চল্ ঐ বকুল বনের কুঞ্জে, ফুলে ফুলে ও-দিক্‌টা ছেয়ে গেছে। ভিখারিণীকে সঙ্গে নিয়ে আয়।

অগ্রে দোলেনা ও পার্ব্বতী, সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গৌড়ের রাজধানী,

বাদ্‌সার বিশ্রাম কক্ষ।

সময়—অপরাহ্ণ।

য়ুসুফ সা পদচারণ করিতেছেন—

কুর্ণিশ করিতে করিতে উজির প্রবেশ করিয়া কহিল

জাঁহাপনা! আসামী ফেরার, পরোয়ানা নিয়ে পাইক ফিরে' এসেছে।

য়ুসুফ সা

কোথায় পালাবে? গৌড়ে, মিথিলায়, উৎকলে, যেখানেই সে থাক্, তাকে ধৃত করা চাই—হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে দুষ্টের দমন

করাই রাজধর্ম্ম। প্রদেশে প্রদেশে পরোয়ানা জারি কর, পঞ্চগৌড়ে খুঁজে না পাও, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে খবর পাঠাও, কোথাও যেন সে আশ্রয় না পায়।

উজির

হুকুম তামিলে গাফ্‌লতি হবে না। সেলাম খোদাবন্দ!

যুসুফ সা পদচারণ করিতে লাগিল,

পিয়ারার প্রবেশ

পিয়ারা

জনাব! বাদসাজাদী বাহিরে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

যুসুফ সা

কেন! এখানে! এমন অসময়ে!

দোলেনা প্রবেশ করিয়া কহিল

নালিশ আছে, জাঁহাপনা!

পিয়ারার প্রস্থান

যুসুফ সা

চিরদিন বিচারপ্রার্থী আমি। বিচারকের আসনে তুলে' ধর কেন, দোলেনা! প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

কোন কাজে কেউ যেন এখন না আসে।

(প্রহরী প্রস্থান করিল)

দোলেনা, বেগম মহলের সীমা উল্লঙ্ঘন করে' এমন অসময়ে আবির্ভাব! —অভিযোগ গুরুতর নিশ্চয়।

দোলেনা

দুর্বিসহ অত্যাচার জাঁহাপনা, কথা শুনে' স্থির থাক্‌তে পারি নি, —তাই দৌড়ে এসেছি।

যুসুফ সা

কলহের আগুন জলেছে বুঝি? খোজারা বিপ্লব বাধিয়েছে? বাঁদিদের কোন গাফ্‌লতি হয়েছে?

দোলেনা

বাদসার অনুগ্রহে, দোলেনার দুর্জ্জয় স্পর্দ্ধার সাম্‌নে, ও-সব তুচ্ছ, তার জন্য আসিনি, প্রিয়তম!

যুসুফ সা

রাজ্যরক্ষায় তো উদাসীন নই, কি সে সংবাদ দোলেনা, যা আমার সজাগ দৃষ্টি অতিক্রম করে' সপ্তপ্রাচীর বেষ্টিত বেগম মহলে, তোমার প্রাণে আঘাত দিয়েছে?

দোলেনা

সম্রাটের শাসনাধীন বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে।

যুসুফ সা

ধন্য আমাকে, সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে এ সংবাদ পাবার আগে, আমি তার প্রতীকার করেছি; খোদা রাজদণ্ড অযোগ্যের হস্তে তুলে' দেন নি, দোলেনা!

দোলেনা

আর লজ্জা দিবেন সা, অধীনীর ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। বড় নিষ্ঠুর ঘটনা জনাব, বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী!

য়ুসুফ সা

শুধু তাই নয়। এমন আশ্চর্য্য, এমন তাজ্জব ব্যাপার, কেউ কখনো শোনে নি।

দোলেনা

মৃতের জীবন পাওয়ার কথা বল্‌ছেন? কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য শিশিরসিক্ত শীতের গোলাপ—তার মধুর গান—

য়ুসুফ সা

কেন হবে না দোলেনা, যে গাছের ফুলে গৌড়ের সাম্রাজ্ঞী মাতোয়ারা, তার মূলে শরীরের খুন ঢেলে ফুল ফুটিয়ে তুলেছে; প্রাণ দিয়ে পাওয়া সে রত্নের কি তুলনা আছে!

দোলেনা

প্রিয়তম!

য়ুসুফ সা

দোলেনা!

দোলেনা

শুধু প্রতিধ্বনি শুনেছি—

য়ুসুফ সা

বুঝেছি। সম্রাজ্ঞীর সাধ পূর্ণ হবে। আমি আজই চণ্ডীদাসকে রাজসভায় নিয়ে আসার হুকুম জারি কর্‌ছি। যে মুসলমান সম্রাট-

গণের অনুগ্রহে হিন্দু কবির প্রতিভা আজ দেশব্যাপী, বিজয়ী জাতির মস্‌জিদের পার্শ্বে হিন্দুমন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টা অবাধে বাজ্‌ছে; ইদ সবেবরাৎ মহরমের পার্শ্বে দুর্গোৎসব রাস দোল মহাসমারোহে সম্পন্ন হচ্ছে, সেই মুসলমানের উদারতার গৌরবরক্ষায় য়ুসুফ সা কাতর নয়—আজ আমার রাজ্যে হিন্দুমুসলমান সমান অধিকার পেয়েছে। সম্রাজ্ঞী, রাজসভায় রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালীর গান শুনেছ, শীঘ্রই চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন তোমার কর্ণে মধুবর্ষণ কর্‌বে।

দোলেনা

ধন্য জাঁহাপনা, ধন্য আপনার অনুগ্রহ!

য়ুসুফ সা

সারাদিনের ক্লান্তি অধর মকরন্দে দূর করে' দাও, দোলেনা—প্রাণেশ্বরি!

হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মঙ্গলকোট, গঙ্গাতীর।

সময়—মধ্যাহ্ন।

বসন্তকাল, মধ্যাহ্নরৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফুলের হাসি, সম্মুখে প্রশস্ত পথ গ্রামের

দিকে গিয়াছে, বিদ্যাপতি ও শিবসিংহ এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ-মূলে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন :—

শিবসিংহ

কিসের কোলাহল, বিদ্যাপতি ?

বিদ্যাপতি

গঙ্গাবক্ষে ঐ বজ্‌রা থেকে কোলাহল উঠ্‌ছে।

শিবসিংহ

বাদ্‌শা যুসুফ সার জয়ধ্বনি ? সম্রাটের বজ্‌রা।

বিদ্যাপতি

তাই বটে। অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা উড়্‌ছে। বজ্‌রা এখানেই ভিড়্‌বে।

শিবসিংহ

লোকজন অনেক। ঐ যে তাঞ্জাম নিয়ে সব আস্‌ছে। শূন্য তাঞ্জাম, সম্রাটের নিমন্ত্রিত কেউ এখানে আছে। বিদ্যাপতি, পুরন্দর পথ ভুল করে নি তো ?

বিদ্যাপতি

না, মহারাজ! নান্নুর প্রসিদ্ধ গ্রাম, তা' ছাড়া চণ্ডীদাসের গরিমায় নান্নুরের পথ আজ উজ্জ্বল, আলোকময়; দীর্ঘ পথ, তাই বিলম্ব হচ্ছে—মহারাজের বড় কষ্ট হ'লো।

শিবসিংহ

এই বসন্তের মধ্যাহ্নে, কুসুম-পরাগ-মিশ্রিত গঙ্গাশীকর-সম্পৃক্ত

মলয়স্পর্শে, নবজীবনের আস্বাদ পাচ্ছি। দেখ, কাঞ্চন-কুসুম-ছত্র পথের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে, বাতাসে ঘন ঘন তরুশির কাঁপ্‌ছে, যেন উৎকণ্ঠায় ধৈর্য্যহীন হৃদয় দুরু দুরু দুলছে, চণ্ডীদাসের প্রতীক্ষায়! এই স্নিগ্ধ বটের ছায়ায় কবিসম্মিলনের তীর্থ-সন্ধি দেখ্‌তে আকুল মন ধৈর্য্য আর মান্‌তে চায় না। বিপুল পুলকে দেহ ভরে' গেছে, কষ্টের কথা ভেবো না, বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি

মহারাজ! পথ চেয়ে আমিও কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছি। ধৈর্য্যের বাঁধ আমারও ভেঙেছে।

শিবসিংহ

দূর পথে কে যেন আস্‌ছে, পুরন্দর ফির্‌ছে বোধহয়?

বিদ্যাপতি

এমন ঝামর ঝামর কুটিল কেশ তো পুরন্দরের নয়!

শিবসিংহ

তবে কোনও অপরিচিত পথিক।

বিদ্যাপতি

পথিক! না মহারাজ, পথিকের এগিয়ে আসার সঙ্গে আমার হৃদয়ের তো কোন সম্বন্ধ নাই, বুকের মধ্যে আমি যেন কার সাড়া পাচ্ছি!

শিবসিংহ

অভিনব জলধরকান্তি, সুন্দর পুরুষ, মদনভাণ্ডার শূন্য-করা এ প্রেমের মূর্ত্তি কে, বিদ্যাপতি?

বিদ্যাপতি

বুঝি দেখার সাধ মিট্‌লো! এ নিশ্চয় প্রেমের ঠাকুর চণ্ডীদাস। তাইতো মহারাজ, কি বলি, কি জিজ্ঞাসা করি?

চণ্ডীদাসের প্রবেশ

চণ্ডীদাস

কবিপতি বিদ্যাপতি, গুণধাম,
শুনি তব নাম,
পুলকে পূরিল অঙ্গ,
ধৈরয ধরিতে নারি—
অকিঞ্চনে করুণা অপার।
নমি শির,
আঁখি নীর নিবারিতে নারি,
বচন না সরে মুখে!

বিদ্যাপতি আলিঙ্গন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল

দরশনে পরমাদ মানি,
শ্রাবণের ঘন, ঝরে দুনয়ন,
অবিরত কাঁপয়ে পরাণ,
উল্লাস কম্পন,
আলাপন করে মানা!

(উভয়ের নীরবে অবস্থান)

শিবসিংহ

রসের ডুবারি, ডুবে' ডুবে'ই রস ভোগ করবে? এ অধম তীর্থ-যাত্রীকে কিছু অংশ দেবে না?

বিদ্যাপতি (আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া)

মহারাজ!

শিবসিংহ

বুঝেছি কবিরঞ্জন! অন্তরের মিলন পরম উপভোগ্য, অন্তরেই তাই তা লুকিয়ে রাখতে হয়, কিন্তু শিশিরে পদ্মফুলই ফোটে, আমার মত কেতকী কিংশুক যে শুকিয়ে যায়!

বিদ্যাপতি

কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস,
কি কহিব বাঁশীর নিশ্বাস,
মরম বিঁধিলে বাণে,
আকুল বিরহে ভাঙ্গিল ধৈরয বাঁধ—
দরশনে অনুরাগ ভেল,
আজি সুপ্রভাত,
চাতক পাইল বারি,
চকোর চুম্বিল চাঁদে,
ভাঙ্গিল হৃদয়ফন্দ!

চণ্ডীদাস

কোটী কোটী শ্রবণ বহিয়া

চণ্ডীদাস

রসময়, রসাইলে—
মজাইলে জগচিত, পুলকে মগন,
নর নারী, নাগর নাগরী
নিমগিল রসকূপে।
নারদ ছাড়িল বীণা,
রসের ঝঙ্কার গোবিন্দ-গৌরী-গীতি,
গমকে গমকে স্ফুরে,
সুধাকণ্ঠে ভুবন ব্যাপিয়া—
শুনই দেখই তুয়া,
সে সাধ পুরিল আজি,
সৌভাগ্য অধিক মানি।

বিদ্যাপতি

রসগীতি তুয়ার অধিক কিবা জানি?
রসিকমুকুট মণি,
প্রেমধনে ধনী
একাধারে রসিক, প্রেমিক,
সাধকের চূড়ামনি তুমি,
বরজ-যুগল-গীতি,
শ্যাম গৌরী অমৃত বিলাস,
মৃত্যুঞ্জয়ী রস পানে;
সে রস কিঞ্চিৎ
মঝু চিতে কর পরচার।

চণ্ডীদাস

স্বর ভয়ে কোকিল নীরবে,
চামরী সরমে মরে
কবরী শোভায় ;
রসের সাগর,
তুলনায় গোষ্পদ এ দীন।
শুনি মধুর রসের কথা।
কিবা রস রসিক সৃজয়ে ?
যে রসে রসিক সৃষ্টি,
রসিকা রসিকে গড়ে,
রসিকায় রসিক আশ্রয় ,
রতি হইতে প্রেম কিবা
প্রেম হইতে রতি ?
কহ বিদ্যাপতি,
লছমী চরণ করি' ধ্যান,
কিয়ে কাহে মানব অধিক ?

বিদ্যাপতি

সঙ্কেতে গলিল হিয়া,
লছমী চরণ স্মরি'—
চাতুরী শিখেছ ভাল।
শুন চণ্ডীদাস,
কাম সৃজন,

পুরুষ প্রকৃতি স্থূল পরকাশ তার।
কায়ার ঘটনে যে কিছু হোয়ত
রতি প্রেম তাহে পরচার।
মদন নয়ন বাণ,
হানি দোঁহে পিরীতি সৃজয়ে,
প্রাণে প্রাণে লোভ উপজয়,
কাম দাবানল, রতি সে শীতল,
দোঁহে মিলি সব দ্রবময়,
বিলাস উপরে উপজে পরম নিধি,
সেই সে রসের সার;
কিন্তু হের পুরুষ অবশ,
রতিসুখকালে সবশ প্রকৃতি,
অধিক সুখ হি পায়,
পিয়ে রস, রসময়ী রাধিকা অধিক।

চণ্ডীদাস

এই তো শৃঙ্গার রস,
রসিক ভকত যত,
রত সার শৃঙ্গার সাধনে,
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গার রসের মর্ম্ম।
রসঘন শৃঙ্গার-মূরতি,
পুরুষ প্রকৃতি,
যে জন যাহাকে ভজে,

মন্ত্রে যন্ত্রে গুরু বস্তু সেই সে সাধনা।
রসময়ী রসিকা নাগরী,
জাগে হৃদে অবলা মূরতি,
রতি রসে ডুবু ডুবু প্রাণ,
ঘন ঘন নাগরে দরশ,
দরশে পরশ আশ,
সে লীলা বিলাস, কি রস প্রকাশ
রসিকে বুঝিতে পারে,
অন্যে না বুঝিবে কেহ।
হৃদিকুঞ্জে কনক আসন
তাপিত অনল দেহ,
নবীন মদন রাজা,
চন্দন শীতল রতি,
পঞ্চরসে আনন্দ মগন।
নিত্য লীলা নিত্য বৃন্দাবনে
ব্রজেন্দ্রনন্দন সেবা,
রসময়, রসের কারণ।

(কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর দূরে কোলাহল শুনিয়া)

শিবসিংহ

তুমুল কোলাহল! চতুরঙ্গ সেনার জয়োচ্ছ্বাস—যেন এই দিকেই সবাই আস্‌ছে।

বিদ্যাপতি

বাদ্‌সার লোকজন এ’রই মধ্যে ফির্‌ছে। বোধহয় পথ ভুল করেছে।

শিবসিংহ

চাতকের কণ্ঠ এখনও পরিপূর্ণ সরসতা পায় নি, বিদ্যাপতি,—সূর্য্যাস্তের রৌদ্রে নদীর কোলে বেলাভূমি বড় উজ্জ্বল মনোরম দেখাচ্ছে, চল নদী গর্ভে এগিয়ে যাই।

যুসুফ সার প্রেরিত লোকজনের প্রবেশ

জনৈক অনুচর

লোকমুখে কবি চণ্ডীদাসের সন্ধান পেলুম, তিনি এই দিকেই এসেছেন—কৈ তিনি?

চণ্ডীদাস

কেন? আমারই নাম চণ্ডীদাস।

অনুচর

অভিবাদন করি। (পত্র প্রদান করিয়া) বাদ্‌সা যুসুফসার নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে এসেছি, তাঞ্জাম পশ্চাতে, রাজধানীতে আপনাকে শুভাগমন কর্‌তে হবে।

শিবসিংহ

কবি বিদ্যাপতি,—পুরন্দর?

চণ্ডীদাস

তিনি আমার অতিথি, আপনাদেরও অধীনের কুটীরে ফির্‌তে হবে।

পঞ্চম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজধানী গৌড়ের রাজপথ।

সময়—প্রাতঃকাল।

পূর্ণানন্দ হাকিমবেশে এবং কমলানন্দ দুজনে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে—

পূর্ণানন্দ

খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আগে বিশ্রাম করগে। ঐ বাড়ীতে একটু দরকার আছে—এখনি ফিরবো। যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

কমলানন্দ

অদ্ভুত ক্ষমতা আপনার। চারিদিকে রাজানুচর ফিরছে, আপনাকে গ্রেপ্তার করতে, কিন্তু প্রকাশ্যেই আপনি ঘুরে' বেড়াচ্ছেন, কার সাধ্য আপনাকে চেনে?

পূর্ণানন্দ

হাঁ। তন্ত্রের রাসায়নিক প্রক্রিয়া আমার কিছু কিছু জানা ছিল, তন্ত্রের চিকিৎসা-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছি, তাইতেই হাকিম

সেজে' রাজধানীতে থাকা খুবই নিরাপদ হয়েছে—সুনামও যথেষ্ট অর্জ্জন করেছি। (দূরে দেখিয়া) ঐ সে ব্যক্তি আসছে, তুমি একটু দাঁড়াও, আমার বিশেষ কাজ আছে।

জনৈক নগরবাসীর প্রবেশ

নগরবাসী

সেলাম—হাকিম সাহেব। লেড়কা জানে বেঁচেছে, বড় মেহের-বানি! গরীবের মা বাপ্ আপনি। খোদা আপনার ভাল করুন।

পূর্ণানন্দ

মুন্সিজী, তুমি বড় ইমানদার। খোদার মেহেরবানিতেই লেড়কার বেমারি সেরেছে, আমি উপলক্ষ। তবে একটী বড় জরুরী কাজ তোমায় করতে হবে। দূর দেশে যাচ্ছি, তা না হ'লে নিজেই করে' যেতুম।

নগরবাসী

হুকুম করুন, আপনার কাজ নিশ্চয় তামিল হবে।

পূর্ণানন্দ

(একখানা চিঠি বাহির করিয়া) এই চিঠিখানা বাদসার হাতে দিতে হবে, দরবার বসবার আগেই। যেন ভুল না হয়।

নগরবাসী

(পত্র গ্রহণ করিয়া) যদি পুছ্ করেন কার চিঠি?

পূর্ণানন্দ

বোলো হাকিম সাহেব দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

নগরবাসী

হুজুর তবে আসি। ঢের বেলা হ'ল। চিঠি বাদ্‌সার হাতেই দেবো। সেলাম।

প্রস্থান

পূর্ণানন্দ

কমলানন্দ!

কমলানন্দ

প্রভু! কোন নতুন ফাঁদ পাতার আয়োজন হচ্ছে বুঝি?

পূর্ণানন্দ

এবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছি—আর পরিত্রাণ নাই। পতঙ্গের মত চণ্ডীদাস অনল আলিঙ্গন করেছে।

কমলানন্দ

ঘটনাটা কি?

পূর্ণানন্দ

বেগমের প্রণয়-পাত্র চণ্ডীদাস। গান শুনে' বেগম মুগ্ধ, প্রতি রাত্রেই বেগমের অভিসার প্রত্যক্ষ করছি, অন্তঃপুররক্ষীদের মধ্যে নিশ্চয় ষড়যন্ত্র আছে, বাদ্‌সার কানে কথাটা তুলে' দিলুম, একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই গোপন প্রণয় প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে—চণ্ডীদাসের শূল আর বেগমের ফাঁসি কেউ রোধ করতে পারবে না।

কমলানন্দ

এ যে উপন্যাস!

পূর্ণানন্দ

কিন্তু সত্য।......এখন নান্নুরের খবর কি বল।

কমলানন্দ

নান্নুর অন্ধকার। চণ্ডীদাসের অভাবে গ্রাম শ্রীহীন, বিজয়-নারায়ণের অত্যাচারে তুলসী গৃহত্যাগিনী হয়েছে।

পূর্ণানন্দ

সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'লো। বিজয়নারায়ণের বংশে বাতি দিতে কেউ থাক্‌বে না। চণ্ডীদাস আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন। হোঃ হোঃ কমলানন্দ! শক্তিসাধকের অপমান! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!! চল এইবার নান্নুরে যাই, তুলসী যদি আত্মঘাতী না হয়ে থাকে, ভৈরবী চক্রে তাকে প্রধান শক্তির আসনে বসাব। (কমলা-নন্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া) কমলানন্দ, তুমি কি অসুস্থ? তোমার মুখে চোখে বিষণ্ণ ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

কমলানন্দ

আমি কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। অপরাধের মাত্রা যেন আমাদের দিকেই ভারী হয়ে উঠ্‌ছে!

পূর্ণানন্দ

অপরাধ! আমাদের অপরাধ!! তুমি কি বল্‌ছ, কমলানন্দ?

কমলানন্দ

কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত কোথায় যেন ছুটে চলেছি! অপমানের প্রতিশোধ নিতেই জীবন ভোর হয়ে যায়। পথের সন্ধান বুঝি পাওয়া গেল না!

পূর্ণানন্দ

যাবে। বিশ্বাস হারিও না। জীবনের দিন অঙ্গুলি রেখায় গুণে' শেষ ক'র না, অনন্ত জীবন পড়ে' আছে, সম্মুখের জটিল গ্রন্থী অবসাদের ফাঁক দিয়ে এড়িয়ে না যায়। চাই সর্ব্ব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি। সঙ্কল্প সাধনের অর্দ্ধ পথ থেকে ফিরে' যাওয়া অক্ষমতা!

কমলানন্দ

কিন্তু চণ্ডীদাস অসাধারণ মানুষ। মরণ জয় করে' সবাইকে স্তম্ভিত করেছে, এবারও হয়তো কোনও অলৌকিক কাণ্ডের সৃষ্টি করবে!

পূর্ণানন্দ

বাতুল! এই সামান্য বিভূতি দেখে'ই আত্মহারা হয়েছ? চণ্ডীদাস হঠযোগ জানে। মরণের ভান জড় সমাধি মাত্র। অগ্নি-উত্তাপে সে সমাধি ভঙ্গ হয়েছিল, শবদাহ ক'রতে যারা গিয়েছিল, তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ, প্রকৃত পক্ষে অলৌকিকতা এ'র ভিতর কিছু নেই—এইবার বাদ্সার রোষানলে চণ্ডীদাস যদি পুড়ে' ছাই না হয়, আমি তার ভৃত্য হবো! এখন, এস বিশ্রাম করবে।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গৌড়ের রাজধানী।

দোলেনার কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ন।

ব্রজবাসিনী বেশে দোলেনা বীণা বাজাইয়া গান গাহিতেছে ; পিয়ারা বসিয়া আছে—

গান

শুন সই
শ্যামের বাঁশীর কথা কই।
সতী কুলবতী আমি যে যুবতী
কানু কলঙ্কিনী হই।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী,
সব পরিহরি', করিল বাউরী
হইনু চরণে দাসী।
জপতে শুমরি, তিলে তিলে মরি
পরাণে সংশয় হই।

পিয়ারা

সাহাজাদী, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে!

দোলেনা

আর উপায় নাই পিয়ারা, এ প্রেমের কূল নাই, তল নাই, এ

বড় মধুর আশনাই, শ্রান্তিহীন সাঁতার, মৃত্যুহীন ডুবে থাকা!

পিয়ারা

জাঁহাপনা জান্‌লে মুস্কিল হবে।

দোলেনা

তুই চাকরী ছেড়ে দে, আমার এক রাশ জহরতের গহনা ঐ বাক্সে আছে, তোর জীবন কেটে যাবে, কোন দূর দেশে গিয়ে বাস কর্‌গে!

পিয়ারা

দোলেনা বিবি! আমি কি নিজের জন্যে বল্‌ছি? বাঁদীর জীবন কড়ি দিয়ে কেনা, ক্রেতার যখন খুসি জবাই কর্‌বে, তার জন্য প্রস্তুত আছি। ভাবনা বেগম সাহেবের জন্য, ঐ শিরিশ ফুলের মত কোমল শরীর, বাদসার কঠোর শাস্তি কেমন করে' সইবে, সা'জাদী?

দোলেনা

ভুল দেখ্‌ছিস্ পিয়ারা, এ তোর নজরের দোষ। দেহটাই আজ আর সবখানি নয়। শোন্ তবে, কাফের সে, পথের ভিখারী সে, কিন্তু আকাশ চিরে' বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে পড়্‌ছে তার চোখের কোণ দিয়ে, গানের সুরে ছিটিয়ে দিচ্ছে সির্কার ধারা, বিষের জ্বালায় কলিজা ঝল্‌সে যায়, সান্ত্বনার বুলি, স্নেহমমতার ধারা সব জুড়িয়ে দেয়! উদ্ধত বাংলার বেগমকে সে অনায়াসে বশ করে' ফেল্‌লে। সে কি দিয়ে, পিয়ারা?—সে এমন কি পদার্থ, যা বাংলার বাদসা দিতে হার মানে?—সে কিসের আস্বাদ, যা প্রবল যুযুক সার

সামর্থ্যে কুলায় না? তা যদি জান্‌তিস্, এই যত্নপুষ্ট শরীরটার ভাবনায় অধীর হতিস্ না!

পিয়ারা

সে কি সাহাজাদি?

দোলেনা

আন্। ঐ দেরাজ খুলে' সিরাজীর বড় বোতলটা নিয়ে আয়, এক নিঃশ্বাসে পান করে' ফেলি।

পিয়ারা

সত্যি সাহাজাদি!

দোলেনা

হাঁ। কুণ্ডলী পাকিয়ে রক্তের ঢেউ বুকে ঢুঁ মেরে ফির্‌ছে, নিয়ে আয়, সরাবের মাদকতায় আরও তা উথ্‌লে উঠুক, গুমরে যে বাণী অন্ধকারে ঘুরে' মর্‌ছে, বুক ফেটে' তা আলোর রাজ্যে বেরিয়ে আসুক।

পিয়ারা দেরাজ খুলিয়া সিরাজীর বোতল ও পানপাত্র আনিয়া দিল—দোলেনা পানপাত্রে সিরাজী ঢালিয়া কিয়দংশ পান করিয়া কহিল—

আঃ, আরও, আরও—(সবটাই পান করিল) আকণ্ঠ পূর্ণ হোক। শোন্ পিয়ারা, তুই একলা শুন্‌বি? না ডাক তোদের বাদ্‌সাকে। মিথ্যার পেশবাজ খসে' পড়ুক, লজ্জাহীনার উলঙ্গ সত্য মরণপণেই খরিদ কর্‌বো; মৃত্যু,—আঃ বন্ধু আমার!

মরণের পথ দিয়েই যে পেতে হবে—পিয়ারা!

পিয়ারা

সাহাজাদী, একটু স্থির হোন্।

দোলেনা

ছিঃ-ছিঃ, এই রূপ, এই নয়নের রোশনাই, এই প্রদীপের আগুনে পতঙ্গ পুড়িয়ে গর্ব্ব করি, বাদসার মাথার তাজ বার্ বার্ চরণে দলি, বড় স্পর্দ্ধা, বড় গরিমা, রূপের সীমা খুঁজে পাই না! পিয়ারা, বড় ছোট হয়ে গেছি; ভুজঙ্গিনীর উন্নত ফণা, যাদুকরের মন্ত্রে চির নত হয়েছে, কিন্‌তে গিয়ে বিকিয়ে গেলুম, কেন্‌বার মূল্য খুঁজে' পেলুম না!

পিয়ারা

হাসির কথা বটে! রূপ যৌবন ঐশ্বর্য্য—আমীর ওমরাও'র মাথা লুটিয়ে পড়ে, তা দিয়ে একটা ফকিরের মন কাড়্‌তে পার্‌লে না!

দোলেনা

না পিয়ারা, এক মুহূর্ত্তের জন্ম মনে হয়েছিল, বাদসার কাছে কাফেরের ছিন্ন শির প্রার্থনা করি, কিন্তু সে একটী মুহূর্ত্ত মাত্র। তার তো উপেক্ষা নাই, ঘৃণা নাই, পরশে পরশে বুঝ্‌লুম এ রূপ ঝুটা, এখানে এ'র কদর নাই, তবুও সে চেয়ে রইলো! চুম্বনে লালসার আগুণ নিভ্‌লো, তবু সে চেয়ে রইলো, আমি আহত মর্ম্মাহত হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌লুম, সে আমায় হাত ধরে' বুকে তুলে' নিলে! সুখের উত্তাপ সেখানে খুঁজে পেলুম না, সর্ব্ব শরীর

জলে' গেল, উপায় ছিল না ; সে আগুনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে বাহিরে আসি, পুড়ে' ছাই হলুম ! ঠাসাঠাসি ফুলের গন্ধে ভারী বাতাস অমৃত লেপে' দিয়ে গেল, নূতন জীবন, অপার্থিব মিলনের রাগিণী হাজার বীণে এক সুরে ঝঙ্কার দিচ্ছে, পাছে ভুলে যাই পিয়ারা, তাই চেয়ে থাকা, দিনের আলো সহ্য হয় না, রাতেই অভিসারে ছুটি, তাই রাতের প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকা, কি হবে পিয়ারা ? নিমিষে যদি হারিয়ে যায় !

পিয়ারা

সাহাজাদি, বাদ্‌সা আস্‌ছেন।

নৃত্য গীত করিতে করিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গান

নব নাগরী ধর নাগরে।
নয়নে, নয়নে, অধরে, অধরে ॥
মাতল মদন পঞ্চম কুহুতান
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে ॥

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

যুসুফ সার প্রবেশ

যুসুফ সা

বোলেনা !

পিয়ারার প্রস্থান

দোলেনা

আসুন জাঁহাপনা।

যুসুফ সা

রুদ্ধ উৎস আজ মুক্তি পেয়েছে, আজ বুঝি মদন উৎসব!

দোলেনা

মরণের আস্বাদ যদি পাই, তবে তাই।

যুসুফ সা

নূতন কথা। সব দিক দিয়েই তুমি নূতন হয়ে উঠ্ছো! বাংলার বেগম অনাড়ম্বরে বসন ভূষণে নূতন রূপ ফুটিয়ে তুলেছ। স্বর্গের পারিজাত দোলেনা, যুসুফের কণ্ঠে আর শোভা পায় না!

দোলেনা

অযোগ্য আমি জাঁহাপনা।

যুসুফ সা

এ'ও নূতন কথা। তোমার মত নারীরত্ন সুদুর্লভ;—দোলেনা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—জীবনের মধ্যাহ্নে এটাও নূতন কথা!

দোলেনা

কি বলুন?

যুসুফ সা

তুমি কি আমায় ভালবাসো? (দোলেনা মাথা নত করিয়া রহিল) বুঝেছি, আচ্ছা আমি!—

দোলেনা

অবকাশের ফাঁকে জাঁহাপনার মনে দোলেনার মূর্ত্তি সুচিত্রিত।

যুসুফ সা

তাই যে মেঘ ঘনিয়ে ওঠে অন্তরে, তা দোলেনার রূপের জলুষে সরে' যায়, মিলিয়ে যায়, জীবন আমার দোলেনাময়। কিন্তু দোলেনা, হাজার দুর্য্যোগে এমন বজ্রপাতের সম্ভাবনা মনের কোণেও স্থান দিই না!

দোলেনা

কি জাঁহাপনা?

যুসুফ সা

(পূর্ণানন্দের পত্রখানা দোলেনার হাতে দিয়া কহিল)

এই দেখ। তোমার মুখ থেকে কেবল শুনতে চাই, এটা মিথ্যা কথা। তারপর লিপিপ্রেরক যেই হোক, যেখানেই থাক্, গায়ের আস্ত ছাল ছাড়িয়ে, ক্ষুধিত কুকুরের সামনে তাকে নিক্ষেপ করবো।......ঘাড় হেঁট করে' থেকো না। সিন্দুরের মত মুখখানা রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো যে! বল দোলেনা, এটা মিথ্যা তো! মুখে ব'লতে বিলম্ব যদি হয়, ইঙ্গিতে জানাও, লজ্জা কি! মিথ্যা, মিথ্যা, দাঁড়াও উজিরকে পরোয়ানা জারি ক'রতে ব'লে আসি।

প্রস্থানোদ্যোগ

দোলেনা

জাঁহাপনা! (মাথা নত করিল)

য়ুসুফ সা

বল, লজ্জার কথা কিছু নাই, দোলেনা!

দোলেনা

আমি ব্যাভিচারিণী!

য়ুসুফ সা

মিথ্যা কথা! সিরাজীর ঘোরে মাথা নিশ্চয় বিকৃত হয়েছে, যাও এখন যাও, কাল প্রাতে উত্তর দিও।

দোলেনা

খোদা সাক্ষী, আমি ব্যাভিচারিণী!

য়ুসুফ সা

খোদার নামে কলঙ্ক দিও না, এ পরিহাস নয়, দোলেনা!

দোলেনা

পরিহাস নয়, জনাব! এই দেহ যৌবন দিয়েই যখন সে রত্ন কিনতে ছুটেছিলুম, তখনই আপনাকে প্রতারণা করেছি, ব্যাভিচারিণী হয়েছি—আমায় শাস্তি দিন।

য়ুসুফ সা

তীক্ষ্ণ ছুরি বুকে বসিয়ে দিচ্ছ। স্পষ্ট করে' বল, সত্য করে' বল, দুনিয়ার মালিক সাক্ষী—এ-বড় নিষ্ঠুর বেইমানী!

দোলেনা

বুক ফেটে' যায় জনাব। আর আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা

কর্‌বেন না, আমায় শাস্তি দিন্।

ইয়ুসুফ সা

জাহান্নামের আগুন—কাল-সর্পের দংশন—পুড়ে' মলুম! জ্বলে' মলুম!!

প্রস্থান

দোলেনা ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রামমণির বাটী।

সময়—মধ্যাহ্নকাল।

ঘরের চালে স্থানে স্থানে খড় নাই, চতুর্দ্দিকের বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, উঠানে বসিয়া রঘুবীর ও রামমণি কথা কহিতেছে—

রামমণি

বার বার করে অবহেলা,
অবলা বধিতে করে ছল।
প্রতারণা—ঘোর প্রতারণা,
অমৃত অধরে ধরে,
অন্তরে গরল।
কোমল প্রকৃতি নারী,

তাই কি সহিতে শুধু,
নিরমিলা বিধাতা যতনে
রমণীর হিয়া ?
পুরুষের প্রবঞ্চনা নির্ম্মম কঠিন !

রঘুবীর

শুধু বসে' বসে' ভাবা ! খাওয়া-দাওয়া চুলোয় গেল—কেবল ভাবা ! এ ছেলেটার পেটের জ্বালা আছে, আজ কি আর রান্না-বান্না হবে না ?

রামমণি

রঘুবীর ! উপেক্ষার রাক্ষসী হাসি,
মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বালায় আগুন,
ধূ ধূ বিশ্ব নিশ্বাস পবনে,
কড়কা আকাশে ঝরে,
ছোটে উল্কা তীর বেগে ।
দেখ সে উন্মাদ, রুক্ষ কেশভার,
আঁখি কোলে নৈরাশ্যের ছায়া,
কালি-মাখা ওষ্ঠ অনাদরে,
কণ্ঠ অস্থি বক্ষের পঞ্জর
নিরানন্দে ঠিকারিয়া পড়ে,—
কে তারে প্রসন্ন হস্তে,
সুধা লেপে' দিল,
ভ্রমরকুঞ্চিত কেশ কন্দর্প জিনিল,

নয়নে নাচিল তৃপ্তি,
অধরে সোনালী রেখা,
কলেবরে যৌবন উছলে !
তবুও ছলনা,
অবলা নারীর প্রাণ,
রোদনে না মানে মানা ;
বিকাইয়া জীবন যৌবন,
চরণে শরণ নিনু ।
কলঙ্কিনী !—লাঞ্ছনা বাড়িল ভালে,
মাথা মুড়াইয়া দেশান্তরী করে লোকে ।
পরিহাস, মর্ম্মভেদী পরিহাস, রঘুবীর !
যার তরে দুঃখসিন্ধু নীরে
অবলা ভাসিয়া চলে,
সমাজে সে চাহে স্থান !
পিরীতির মান,
প্রাণপণে রাখিনু সে বার ।
তারপর,
মৃত্যুশেল পড়িল শিয়রে ।
প্রাণহীন কায়,
তুলে' ধরে সজ্জিত চিতায়,
অনল সংযোগে সবাই উদ্যোগ করে,
হরি, হরি, প্রতিধ্বনি গগনে গগনে ।

বাশুলীর বরে অর্দ্ধ পরমায়ু দিয়ে,
হাতে ধরে' উঠাইনু মৃত্যুনিদ্রা হ'তে ;
সেই হ'তে বাড়িল গৌরব,
সেই হ'তে বাজে কণ্ঠে মুরজ মধুর।
অকৃতজ্ঞ ভুলিল সে কথা,
দর্পে মোরে দলে পদতলে !
অভিশাপ, বক্ষ চিরে' লক্ষ সর্প ছোটে—
করাল দংশন নিবারণ নাহি হয়।
সফেন গরলে জ্বলে' জ্বলে' মরে,
মৃত্যুদণ্ড, প্রতিহিংসা পিরীতি তর্পণ !

রঘুবীর

অমঙ্গলের কথা বল্‌তে নেই। বাদ্‌শার নিমন্ত্রণ, তাই ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে। তোমার দেবতা তোমায় ছেড়ে কোথায় যাবে, মা ?

রামমণি

জান না ভুজঙ্গ দংশেছে বুকে !
মৃত্যুজ্বালা সহি অনিবার—
প্রতিকার আর না হইবে।
টুটিয়াছে পিরীতি বন্ধন,
হৃদয় হয়েছে চুর,
শঠের নির্ম্মম ছুরি,
বক্ষে গাঁথা পিরীতির প্রতিফল।
শুধু দাবানল জ্বলে চিতে,

পুড়ে' যাই, ফুৎকারে উড়াবো ছাই,
হা-হা রবে বয়ে যাবে
চৌষট্টি পবন, বজ্র ছিঁড়ে'
গুঁড়াব খলের মাথা।
শ্মশান করেছি হৃদি,
সহস্র ডাকিনী নাচে প্রতিবিধিৎসায়!

জটাধারী ও পার্ব্বতী প্রবেশ করিল

পার্ব্বতী

পাগলী, চিরজন্ম অহঙ্কারেই মলি! বৃন্দাবনের চির রাস তোর চোখে পড়্‌লো না। পিরীতির মন্ত্র দিলি, জগতের অভিশাপ কিনে ম'লি, মর্ জলে মর্, আগুন তোর বুকেই জলুক, সৃষ্টি তোর সার্থক হোক। এখন বিদায় দে, (প্রণাম করিয়া) গুরু তুই, আশীর্ব্বাদ কর্, অন্তরে যেন রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জবিহার দেখ্‌তে পাই।

জটাধারী

অধমের আঁধার চোখে আলোর কাজল পরিয়ে দিয়েছ, মা, তোমায় প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) বৃন্দাবনের যাত্রী আমরা, দুই দেহে এক হয়ে, যেন যুগল রূপের সেবায় লাগি।

রঘুবীর

ভেল্কী লাগিয়ে দিলি যে ভাই জটাধারী! পার্ব্বতী, তোদের ব্যাপারখানা কি?

পার্ব্বতী

ঠাকুর গৌড়ে রইলেন। নাম্নুরের কুঁড়ে ঘরে তাঁর কুলান হ'লো না। বেগমের আসকে তিনি আটক পড়েছেন। পিরীতির কুল কিনারা নেই, দুকুল ছাপিয়ে ছুটেছে, বারণ মানে না। খবরটা দিতে এলুম। এবার বৃন্দাবনে যাব, বিদায় চাইতে এসেছি।

রামমণি

কি কথা শুনালি হতভাগী,
এত বিষ কেমনে রাখিলি রসনায়?
উঃ—জ্বলে' মরি,
কেমন সে রাজার ঝিয়ারী,
করে চুরি দরিদ্রের সোণা?
না—না, কপট দুর্জ্জন,
লঙ্ঘিয়াছে দেবীর বচন,
বজ্র কেন আছে স্থির,
ভীম রবে পড়ুক শিয়রে,
মেদিনী বিদীর্ণ হোক্,
অগ্নি-উৎস উঠুক উথলি,
রুধির ঝরুক শূন্য হ'তে।
হাঃ-হাঃ-হাঃ বাশুলী আসিছে ধেয়ে,
কটা জটা নাগিনীর দোলা,
খর্পর হয়েছে শূন্য,
পূর্ণ হোক্ শত্রুর শোণিতে।

শক্র! হাঃ-হাঃ-হাঃ ঘোর শক্র,
মহাশক্র--অপমান—প্রতিশোধ!

দ্রুত প্রস্থান

পশ্চাতে রঘুবীর জটাধারী ও পার্ব্বতী
প্রস্থান করিল

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—নান্নুরের উপকণ্ঠ।

সময়—সন্ধ্যাকাল।

দূরে কৃষিক্ষেত্র, গ্রামপ্রান্তে বড় বড় অশ্বত্থ বট বৃক্ষের শ্রেণী, তাহার মধ্য দিয়া পায়ে চলা বাঁকা পথ মাঠের দিকে গিয়াছে—মাঠ ছাড়াইয়া, পূর্ণানন্দ ও কমলানন্দ প্রবেশ করিল—

পূর্ণানন্দ

কমলানন্দ! সেই একদিন আর এই একদিন! সে দিন চোরের মত নান্নুর ছেড়ে যেতে হয়েছিল, আজ দিগ্বিজয়ী বীরের মত নান্নুরে প্রবেশ করছি। বাদ্‌সার সৈন্যরা এগিয়ে গেছে। বেশী বিলম্ব করা হবে না, তোপের মুখে বাশুলীর মন্দির গুঁড়ো

হ'বার আগেই, সেখানে পৌঁছাতে হবে—দেবীমূর্ত্তি রক্ষা করা চাই।

কমলানন্দ

প্রলয়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর ঘটনা! কি কুক্ষণে বিজয়নারায়ণ আমাদের অপমান করেছিল।

পূর্ণানন্দ

নির্ব্বংশ হ'তে এখনও বাকী আছে। হলধরের মৃত্যু দেখে' বিজয়নারায়ণের মরা উচিত ছিল।

কমলানন্দ

বিজয়নারায়ণের অকস্মাৎ মৃত্যুও এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, প্রভুর শক্তি অসাধারণ!

পূর্ণানন্দ

হলধরকে শমন ভবনে পাঠালেই নিশ্চিন্ত হই।

কমলানন্দ

তা' এক প্রকার তাকেও জীবন্মৃত করে' রেখেছেন। ঘোর উন্মাদ, মৃত্যু এ'র চেয়ে ছিল ভাল।

পূর্ণানন্দ

তা বটে।—তুলসীর খবর পাচ্ছি না!

কমলানন্দ

নিশ্চয় আত্মহত্যা করেছে।

পূর্ণানন্দ

তাই হবে। সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'লো, তন্ত্রের মহিমা ব্যর্থ হয় নি।

চণ্ডীদাসের মৃত্যুদণ্ড আর নিবারণ হ'বার নয়। এখন চল, শেষ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করি।

উভয়ের প্রস্থান

মাঠের দিক হইতে লাঙ্গল কাঁধে এক চাষার প্রবেশ

গান

সোনার লাঙ্গল রূপার ফালে,
মাঠ চষি ভাই বার মাস।
আছে ঘরে ধান্য মরাই বাঁধা
কর্‌তে হয় না উপবাস
কাপাস চষি, কাপড় পরি,
তিল সরিষার চাষ করি,
মটর কলাই মসুর বুনি
আনন্দে করি আখের চাষ।
সকল দ্রব্য ফলাই মাঠে,
কড়ি পাই কলা বেচি হাটে,
ভগবান পরম সুখে রাখে
পুরাই যত্নে মনের আশ॥

প্রস্থান

রামমণির প্রবেশ

রামমণি

হাঃ—হাঃ—হাঃ
অন্ধকার, চন্দ্র সূর্য্য রসাতলে।

ধরা টলে, টলে, কোথা চলে ?
রসাতলে !
ছারখার, প্রলয়ের অন্ধকার,
সংহার ! রুধির প্রবাহ,
টগ্‌ বগ্‌, তপ্ত রক্ত ছোটে।
সাঁতার ! সাঁতার !! বড় জ্বালা !
মরে পুড়ে,' অনর্গল অশ্রু ঝরে।
পরিত্রাণ ? আর নয়।
ওঠে ঝড়, রথের ঘর্ঘর,
কড় কড় বজ্র হাঁকে,
দাঁড়া দাঁড়া আগুন জ্বালিব তোর মুখে!

তুলসীর প্রবেশ

তুলসী

কার মুখে ? পাগলিনী, কার মুখে ?
সে তোর ফুরায়ে গেছে।
মণিহারা ফণি তুই,
গরবিনি! শূন্য তোর সোণার পিঞ্জর,
পাখী আর ফিরিবে না !

রামমণি

কে তুই রাক্ষসী ?

তুলসী

আমি সহচরী, স্বামীহারা,

নিরমিতে পিরীতির বেদী,
পতিরে দিলাম বলি,
কালসাপ দংশনে পাগল,
ঘরে আর রহিতে না পারি ;
দেশে দেশে ফিরি,
কে কোথায় প্রমাদে কাতরে ডাকে।
খুঁজি পাঁতি পাঁতি,
উপনীত রাজধানী গৌড় নগরে।
পিরীতি মন্তরে উন্মাদিনী রাজরাণী,
মনঃ-কথা রাখিতে নারিল,
পতিরে মরম কহে।
রতি স্থির যার দেহে,
তারে রাজা ব্যাভিচারী কহে,
মৃত্যুদণ্ড করিল আদেশ।
সব শেষ—পিরীতির পূর্ণাহুতি!
চণ্ডীদাস—অবসান। অন্তলীলা!
নব রূপে কোথায় প্রকাশ হ'বে,
এখনও হয়নি স্থির ;
অধীর চরণে আসি,
তোমারে লইতে ধনি—
তুমি যে সঙ্গিনী তার।
মৃত্যুভাণ নিবারেছ একবার,

এ মহা প্রয়াণ নিবারণ নাহি হ'বে।
শেষ দৃষ্টি অপলক আঁখি,
ক্ষীণ দীপ ধিকি ধিকি জ্বলে,
প্রেমময়ি, চল, মহাযাত্রা কালে
সম্মুখে উদয় হ'বে।

রামমণি

প্রতিহিংসা—ঊর্দ্ধ ফণা হ'ল চুর্;
দীর্ণ বজ্র ধুলির আকার।
মর্ম্মছেঁড়া উঠে হাহাকার,
সে আমার, আমি তার,
কার সাধ্য হানে বাজ বুকে?
অনল শীতল হ'বে,
দিবাকর খসিয়া পড়িবে,
রুদ্ধ বায়ু নাশিবে পৃথিবী।
কোন্ পথে, নিশাচরি!
কোন্ পথে যেতে হবে?
ভীম পদাঘাতে কার বক্ষ করে'দেব চুর?
কে বেঁধেছে প্রাণনাথে পাষাণ শৃঙ্খলে?
হায়, হায়, কত ব্যথা দেছে,
কত অশ্রু উথলিছে চোখে,
ওরে কে তুই, এখনও আছিস্ স্থির,
অন্ধ আঁখি, ঋণ তোর নারিব শুধিতে,

করে ধরে' নিয়ে চল্ ত্বরা।

তুলসী

অস্তকাল, উদাস আঁধার হৃদি,
দিবাকর আর না ভাতিবে,
আর পাগলিনী—স্রোত ব'য়ে গেছে,
আর তারে ফিরাতে নারিবি!

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—যুসুফ সার কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ণ।

যুসুফ সা ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে, কুর্ণিশ করিতে করিতে অনেক রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ—

রাজকর্ম্মচারী

জনাব!

যুসুফ সা

কেন? আবার কি? আবার কেন আমায় বিরক্ত করতে এসেছ? হস্তী পৃষ্ঠে বেঁধে' প্রহার করবে, পিঠের চামড়া কেটে' পিচ্‌কিরি দিয়ে রক্ত ছুটবে, কাফেরের প্রাণদণ্ডই বাহাল রইলো!

রাজকর্ম্মচারী

বেগম সাহেব দরখাস্তে সহি দিলেন না।

যুসুফ সা

উত্তম। তার চোখের সামনে কাতুরে কাতুরে কাফের মরবে, ... তাকে অর্দ্ধ প্রোথিত করে' ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবে। যাও, বাদ্‌সার হুকুম মকুব হ'বে না।

রাজকর্ম্মচারী

জাঁহাপনা, প্রহরীবেষ্টিত পিয়ারা বিবি বাহিরে অপেক্ষা কর্‌ছেন!

যুসুফ সা

নজরছাড়া হয়ে যেতে বল! তপ্ত সাঁড়াশী দিয়ে জিব্‌ উপ্‌ড়ে দাও! যাও, আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থেকো না।

রাজকর্ম্মচারী

আপনার আদেশেই কারারক্ষী তাঁরে এখানে পাঠিয়েছে—এই আপনার আদেশ-পত্র।

(আদেশপত্র হাতে দিল)

যুসুফ সা

(আদেশ-পত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া)

ফিরে নিয়ে যাও। (রাজকর্ম্মচারী প্রস্থান করিতেছিল) আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও। (রাজকর্ম্মচারী প্রস্থান করিল, যুসুফ সা পদচারণ করিতে লাগিল)

প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ পিয়ারা প্রবেশ করিল

যুসুফ সা

বন্দিনী একা থাক্। তোমরা বাহিরে অপেক্ষা কর।

প্রহরীগণ প্রস্থান করিল

যুসুফ সা পিয়ারার মুখের দিকে বার বার চাহিতে চাহিতে পদচারণ করিল, তার পর নিকটে আসিয়া কহিল—

পিয়ারা!

পিয়ারা

খোদাবন্দ!

যুসুফ সা

বড় নিষ্ঠুর বেইমানী করেছিস্!

পিয়ারা

শাস্তিও গুরুতর দিয়েছেন। কিন্তু জনাব, দীন দুনিয়ার মালিক খোদাতালার দিব্য—বেগম নিষ্পাপ। মিথ্যার ছুরি তার বুকে বসিয়ে দিচ্ছেন!

যুসুফ সা

(দূরে সরিয়া)

মিথ্যার ছুরি! (পদচারণ করিয়া পুনঃ নিকটে আসিয়া কহিল) মিথ্যার ছুরি!! আচ্ছা, এখনও সময় আছে, এখনও বেগম প্রমাণ করুক, অভিযোগ মিথ্যা—পিয়ারা,

দোলেনার বুকে ছুরি—আঘাত আমার নিজের অঙ্গেই বিঁধেছে—মৃত্যুর আর্ত্তনাদে আমি উন্মাদ হয়েছি!

পিয়ারা

সাহাজাদা! অগাধ প্রেম আপনার, সে প্রেমে কি সাহাজাদির ক্ষুদ্র অপরাধ তলিয়ে যায় না?

য়ুসুফ সা

পিয়ারা, বাঁদি তুই—আজ তোর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, বেগমকে মার্জ্জনা পত্রে স্বাক্ষর করতে বল্, মৃত্যুর আলিঙ্গন সে সইতে পার্‌বে না, কত আর্ত্তনাদ কর্‌বে, কত ব্যথা পাবে—যদি নিরপরাধিনী সে, একবার তাকে উচ্চকণ্ঠে কথাটা স্বীকার কর্‌তে বল—

পিয়ারা

কি কথা স্বীকার কর্‌বে, জনাব?

য়ুসুফ সা

বিধর্ম্মী—কেরাউন্—চণ্ডীদাসের কাছে সে হৃদয় দিতে যায় নি!

পিয়ারা

সাহাজাদির মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বাহির হ'বে না—তার চেয়ে মৃত্যুদণ্ডই বাহাল থাক্।

য়ুসুফ সা

দূর হয়ে যা! ক্ষুধিত কুকুর লম্ফে লম্ফে তোদের অস্থি মাংস চিবিয়ে খাবে। মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে আরও কঠোর শাস্তি দেবার সাধ্য থাক্‌লে দিতুম—প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

বন্দিনীকে কারাগৃহে পাঠিয়ে দাও—

পিয়ারা

একটা কথা জাঁহাপনা!

যুসুফ সা

বাহিরে যাও। (প্রহরী প্রস্থান করিল) কি কথা—

পিয়ারা

পবিত্র ইস্‌লামের ইমানদার আপনি, মরণের পূর্ব্বে এই কথাটা বলে' যাই, বিশ্বাস করুন দোলেনা বিবির কলঙ্ক মিথ্যা—এই আমার শেষ প্রার্থনা।

যুসুফ সা

পিয়ারা, এই সান্ত্বনাই চাইছি—আর কিছু নয়, দোলেনার কণ্ঠে এই কথাটা একবার উচ্চারিত হোক্, একবার সে বলুক, সে আমার। গানে সে মুগ্ধ, হৃদয় তার কলুষিত হয় নি।

পিয়ারা

মার্জ্জনা করুন, জাঁহাপনা। দোলেনা হৃদয় হারিয়েছে, গান উপলক্ষ। কিন্তু সে হৃদয়, আপনার অধিকারের বাহিরে, দোলেনা কামনার দাসী নয়, হিন্দু নবীর ভিতর দিয়ে খোদার অমৃত স্পর্শ পেয়েছে—বিশ্বাস করুন, জাঁহাপনা—খোদা শুধু ইস্‌লামের নয়, হিন্দুও তাঁর গৌরবের অধিকারী, চণ্ডীদাস মুসলমান হ'লে, পয়গম্বর বলে' আপনিও তাঁর চরণে হৃদয় ঢেলে' দিতেন।

য়ুসুফ সা

আরে শয়তানি—কাফেরের কেরামতে এত স্পর্দ্ধা ! আল্লা—মহাপাপী আমি—পাপীয়সীর গর্দ্দান নেবার বল দাও—(অসি নিষ্কাশন) ।

বেগে রামমণি প্রবেশ করিল :—

রামমণি

জনাব—জাঁহাপনা !

য়ুসুফ সা (তরবারি কোষবদ্ধ করিল)

কে তুই ?

রামমণি

ভিখারিণী ।
রাজ্যেশ্বর ! পতিহারা কাঙ্গালিনী ।
ফিরে' দিন, ফিরে' দিন
দুঃখিনীর ধন, হরণে মরণ সম,
অভাগীর রাখুন জীবন,
মুমূর্ষু চাতক,
করুণার বিন্দু বরিষণে ।

য়ুসুফ সা

অভাগিনী ! কালান্তক যমের মুখ থেকে ভিক্ষুক পতির প্রাণ-ভিক্ষা চাস্ ? কাফের-পত্নী, সে তোকেও প্রতারণা করেছে, মৃত্যু তার উচিত দণ্ড !

রামমণি

বৃথা দেহ, প্রেম লেহ অজানা যাহার।
শুন হে নৃপতি, সে আমার পতি,
রসঘন, রসের মূরতি,
রতি স্থিতি তার দেহে,
প্রকৃতি স্বরূপ, রসকূপ
মগন করিল প্রেমে—
প্রবঞ্চক নহে বঁধু,
এক কলেবর, পরাণ পৃথক নহে।

যুসুফ সা

দোলেনার চেয়ে ধন্য তুই, আর আমি—ধিক আমায়, রাজ্য ঐশ্বর্য্য জাহান্নামে যাক্‌!

প্রস্থানোদ্যত

(রামমণি পদতলে পড়িয়া)

প্রাণভিক্ষা দাও নরমণি!

যুসুফ সা

আল্লার বিধান—মৃত্যুদণ্ডই বাহাল রইলো।

প্রস্থান

রামমণি

ওহো বজ্র! হা নাথ, হা প্রাণেশ্বর!!

ভূপতিত হইল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গৌড়ের রাজপথ।

সময়—শেষরাত্রি।

নীরব পল্লী, নিথর আকাশে, চন্দ্র তারকা শোভা পাইতেছে—

তুলসী গান গাহিতে গাহিতে পথ বাহিয়া চলিয়াছে—

গান

ঘোরা রজনী সুধীরধারে তরণী বহিয়া যায়,
হায় হায় হায় উঠে হাহাকার
সমীর ফুকারি' গায়।
মলিন হইল চন্দ্র তারকা,
রক্ত খড়্গ উষা দেয় দেখা,
রোধিবে অমল অমৃত কণ্ঠ
বলি সম অসহায়॥
হায় হায় হায় উঠে হাহাকার সমীর ফুকারি' গায়॥
অবসান গান, ছিন্নতন্ত্রী বীণা,
অশেষ সুরের বাজায় মূর্চ্ছনা,
বেদনায় রাগে কোথা সুর বাজে—
বাজিছে নীরবতায়।
হায় হায় হায় উঠে হাহাকার সমীর ফুকারি' গায়॥

রামমণি প্রবেশ করিয়া কহিল—

নিশাচরি—আর কোথায় নিয়ে যাবি চল্, সব ফুরিয়ে গেল, সূর্য্য দীপ্তিহীন, রুদ্ধকণ্ঠ পাখী, ফুলে আর সৌরভ নেই, পৃথিবীতে নরকের আগুন জলেছে, ধুঁয়ায় ধুঁয়ায় দশদিক অন্ধকার, মরণের পথ দেখিয়ে দে!

তুলসী

তোর তো মরণ নেই; বিরহের আগুনে আপনাকে আহুতি দিয়েই তুই ফুরিয়ে যাবি। হতভাগী—আয় আমার সঙ্গে আয়, বজ্রের চেয়ে কঠোর, মরণের চেয়ে করুণ সে নিদারুণ ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে—ঐ চাঁদ ডুব্‌লো, তারার মালা নিভ্‌লো, পূর্ব্বাকাশ মেঘাচ্ছন্ন, লজ্জায় আজ আর সূর্য্য উঠ্‌বে না! মরণ-পথের যাত্রী তোর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। শুধু বিদায় চায়—মুক্তি চায়,—আপনার পরিপূর্ণতায় আপনি যেতে কোথায় কোন্ জগৎ মাতাতে ছুটেছে, আয় মা, বাঁধন খুলে দিবি আয়।

রামমণি

কোথায় যাবো—কে মুক্তি দেবে? সে দুর্জ্জয় যবনরাজ, কে তার করুণা উদ্রেক করবে? বাশুলী বিরূপ, হা প্রিয়তম, কেন তাঁর আদেশ অমান্য করে' সভাভঙ্গ করলে, কেন আমায় মজালে, কেন বেগমের আসকে আত্মহারা হ'লে, কেন এ অভিশাপ মাথা পেতে নিলে? কি করবো, কি হবে? এ দায়ে কে রক্ষা করবে?

তুলসী

হাঃ-হাঃ পাগলিনী, পিরীতির অগ্নিমন্ত্রে আত্মাহুতি দিতেই

শিখেছিস্, নিজের মাধুরী নিয়েই মলি, আপনাকে ফুরিয়ে, আমাকে মিশে যেতে পারলি না! হতভাগী—ভালবেসে নিজের দেহার প্রতিবিম্বই ফুটিয়ে তুললি—স্বরূপ দেখ্‌লি না। আর কি হবে, আর তো উপায় নেই, মধু ফুরিয়েছে, শুখ্‌নো ফুল, প্রেমের চিতায় পুড়ে' ছাই হোক্—দুই দেহ এক হয়ে যাক্, সে যদি হাসায় তবে হাস্‌বে, সে যদি কাঁদায় তবে কাঁদ্‌বে, মিলন বিরহ, সবই তার চাওয়া বলে', রূপে রসে উথ্‌লে উঠুক, ভেদের আড়াল ঘুচিয়ে দে।

রামমণি

কে তুই মা?

তুলসী

আমি সেই প্রেমের কাঙাল, যে প্রেম আশ্রয়ের প্রতীক্ষা রাখে না। আপনাতে আপনি ভরে' থাকে। আর সময় নেই, ঐ দেখ্ তোর সাধের নান্নুর পুড়ে ছাই হয়ে যায়, ঐ দেখ্ দেবীর মন্দির বাদ্‌সার তোপে চূর্ণ হয়ে যায়—হাঃ-হাঃ, ঐ দেখ্ ভণ্ড সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দ ভস্মস্তূপে ঢাকা পড়ে' যায়, আর ঐ—ঐ, পাগল আমার, আমি আছি—মরণ, ভয় নাই, মৃত্যু—কখনই না—কখনই না, সীমন্তের সিন্দুর কার সাধ্য মলিন করে?

দ্রুত প্রস্থান

রামমণি

কে এই পাগলিনী—এ কি অদ্ভুত আকর্ষণ—জীবন যে এই পথেই ধায়!

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—বধ্যভূমি।

সময়—প্রাতঃকাল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রকাণ্ড পত্রহীন শিমুল বৃক্ষতলে, একটা হাতি বাঁধা রহিয়াছে। তৃণহীন রুক্ষ মাটী, দূরে দূরে কণ্টক-লতার ঝোঁপ। প্রহরীবেষ্টিত চণ্ডীদাস, জমাদার ও ঘাতকদ্বয় দাঁড়াইয়া আছে।

জমাদার

খবরদার!......উঃ, কি দুর্যোগ!

১ম ঘাতক

কাতার দিয়ে কত লোক—এমন ভিড়্ কখনও দেখি নি। ঝড়ও তেম্নি, যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়!

২য় ঘাতক

জমাদার সাহেব, আজ আর তামাসা নয়, আকাশদেব্‌তা চোখ্ রাঙিয়ে দাঁত খিঁচুচ্ছে, কড়্‌মড়্ করে' বাজ না ভেঙ্গে পড়ে। কয়েদীকে হাতীর পিঠে চাপিয়ে দি, লোহার শিক পুড়িয়ে আনি, আগুন গন্ গন্ কর্‌ছে!

১ম ঘাতক

কত জ্যান্ত মানুষের মাথার খুলি উড়িয়ে মুদ্দর করে' ছেড়েছি,

আজ কিন্তু বুক ঢিব্ ঢিব্ কর্‌ছে! জমাদার সাহেব, বেগমের শাস্তি খোজাদের হাতেই হবে, বুঝি?

জমাদার

তাঁকে চিরবন্দী করে' রাখার হুকুম হয়েছে।

২য় ঘাতক

আর পিয়ারা বিবি?

জমাদার

যাবজ্জীবনের মত সহর বদলী হয়েছে। নে কাজ সেরে নে, লোকের রাশ্ ঠেল দিয়ে আস্‌ছে।……এই, খবরদার, খবরদার।

১ম ঘাতক

আমি টিক্‌টিকিতে বাঁধি—তুই লোহা পুড়িয়ে আন্।

চণ্ডীদাস

জমাদার সাহেব!

জমাদার

কি বল? মরণদণ্ড ঘাড় পেতে নিতেই হবে। তা' ছাড়া অন্য প্রার্থনা থাক্‌লে জানাতে পার।

চণ্ডীদাস

কার পদশব্দ পাচ্ছি, কে যেন প্রতীক্ষা কর্‌তে বল্‌ছে!

২য় ঘাতক

জবায়ের আগে জানের দরদে সকলেই খেয়াল দেখে!

দূরে অগ্নিকুণ্ড হইতে লৌহশলাকা আনিতে গেল—১ম ঘাতক দীর্ঘ অৰ্দ্ধপ্রোথিত বৃহৎ কাষ্ঠের

নিকট চণ্ডীদাসকে লইয়া চলিল (বিদ্যুৎ প্রকাশ)

১ম ঘাতক

চোখ ঝল্‌সে গেল, আস্‌মানে চিকুর মেরেছে (বজ্রপাত), বাপ্‌—হাড় গুঁড়িয়ে দেয়।

তুলসী ও রামমণির প্রবেশ

রামমণি

সর্ব্বনাশী, এ আমায় কি দেখালি ?

তুলসী

মৃত্যু—মসীবর্ণ যবনিকা ঝুলে' পড়েছে—শেষ দেখা দেখে নে।

প্রস্থান

জমাদার

কয়েদীর আউরত ! আহা, একটু আলাপ কর্‌তে দে—

(ঘাতক দূরে সরিয়া গেল)

চণ্ডীদাস

প্রিয়তমে !

রামমণি

বুক ভেঙ্গে যায়, কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে, কি হ'লো—কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে !

চণ্ডীদাস

সার্থক পিরীতি মন্ত্র—
পূর্ণ হ'লো জীবনের সাধ,

বন্ধন টুটিল, পূর্ণাহুতি—পরাণ ঢালিয়া দিনু।
আজি অসীম পথের যাত্রী—
সাঙ্গ হ'লো জীবনের খেলা,
প্রাণপাখী স্তব্ধ, ঘন নিবিড় তিমিরতলে।
রোধে কণ্ঠ ক্লান্ত বায়ু,
উড়ে পাল, দোলে খেয়া
ভব জলধির বুকে,
হাঁকে মাঝি আয় আয়,
বিদায় মাগি লো তাই—
এ দুস্তরে তুমিই তরাবে মোরে।

রামমণি

হায় হায় নিরুপায় আমি,
যবন নৃপতি, বুঝে না রসের গতি,
কাতর মিনতি শুনিল না অভাগীর!
শুদ্ধ দেহ, বেগমের লেহ,
অনল সমান দহে,
হায় হায়, পরাণ বিদরে মরি।

চণ্ডীদাস

ক্ষান্ত কর অনুতাপ করুণ সঙ্গীত।
প্রাণ যায়—চির দূর, কর দূর!
নহে একা যাই, বৃথাই পিরীতি সাধি।
দেখ প্রিয়ে, দূরে রহি,

এ জীবন হ'লো ভোর।
পতিত উদ্ধার, স্বপ্ন হয়ে রয়,
এ দায় ঘুচাও, রজকিনি!
এস কাছে, অভেদ স্বরূপ দাও,
পূর্ণ কর জীবনের সাধ।

রামমণি

প্রাণনাথ, চিরসাথী অভাগী তোমার।

চণ্ডীদাসের বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—

চণ্ডীদাস

শান্ত বীণায় কে ধরিল তান,
আসে নেমে ধীরে, অমৃত ফুকারে
সার্থক জীবন মানি।

১ম ঘাতক

জমাদার সাহেব!

জমাদার

আর না—সাবাড় করে' দে।

২য় ঘাতক (উত্তপ্ত লৌহদণ্ড লইয়া)

সরে' যাও, বাদ্শার হুকুম!

রামমণিকে দূরে সরাইয়া দিল

(ভীষণ রবে বজ্র পতন হইল) দূরে হাহাকার উঠিল, ঘাতক প্রহরী ধূলায় পড়িয়া গেল,

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতরঙ্গে দাঁড়াইয়া চণ্ডীদাস কহিল—

রজকিনি!

ভূলুণ্ঠিতা রজকিনী চীৎকার করিয়া কহিল—

নিষ্ঠুর ঘাতক, কি করিস্—কি করিস্—আগুন আগুন—আমার পাতা হাট ছাই হয়ে যায়!

দূর হইতে চণ্ডীদাসের কণ্ঠ

আরও গভীরে ঢাক মোরে,
আরও গভীর সুরে গাও গান,
আরও নিবিড় করে' দাও,
উন্মাদিনী রাই,
ধাই কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে।
সই, সই—কৈ কত দূর,
নবীন উষার রাগে—
কুলুনাদী জাহ্নবীর কোথা গান,
ঝরে সুধা ধারা—নবীন মুরলী বাজে,
নাচে—রুণু রুণু নুপুরের ধ্বনি—
অভেদ জীবন ব্যথার মাধুরী নিয়ে—
যাই—সই—
দিবসের শেষে—সন্ধ্যা সম—
আঁধার মরণ কোলে নূতন প্রভাত!

রামমণি

কোথা যাবে, অভাগীরে সঙ্গে নিয়ে যাও।

চণ্ডীদাস

(দ্রুত গমনে বাধা পাইল তুলসীর আলিঙ্গনে)

কে তুই, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, আমার সর্ব্বস্ব ধন চুরি হয়ে যায়!

তুলসী

সোণার সৃষ্টি আকাশ জুড়ে' ফুটছে—প্রেমের ছবি দেখ্‌বি আয়!

রামমণি

কোথায়?

তুলসী

বাদ্‌সার কারাগারে। সোহাগিনী প্রেমের তাপে গলে' যায়। বেগমের মহাসমাধি দেখ্‌বি আয়!

পট পরিবর্ত্তন

কারাগার

রক্ষীগণবেষ্টিতা দোলেনা ধ্যানস্তিমিতনেত্রে অবস্থিত, আকাশপটে চণ্ডীদাসের মূর্ত্তির অবতরণ।

যবনিকাপতন।

সমাপ্ত

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত

বাংলার সাহিত্যজগতে শতমুখে প্রশংসিত

—নূতন জাতীয়তার বেদগ্রন্থ—

"শতবর্ষের বাংলা"

প্রথম খণ্ড—মূল্য ৮০ আনা

বাংলাকে বাঙ্গালীর কাছে চিনাইবার জন্য প্রভাত-ঋষি যুগাবতার রাজা রামমোহন হইতে স্বদেশীযুগে আত্মসমর্পণের মন্ত্রদ্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত যে যুগসাধনার মহাপ্রবাহ বহাইয়া আনিয়াছেন, তাহারই অনন্ত কাহিনী এই বইখানিতে ধারাবাহিক বর্ণিত হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবণিতা বাঙ্গালী মাত্রেই এই পুস্তকপাঠে জাতীয় জীবন সাধনার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।

যুগগুরু ও দেশসাধকগণের ২৮খানি চিত্রপটে সুশোভিত।

"শতবর্ষের বাংলা" সম্বন্ধে কয়েকখানি সংবাদ-পত্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম :—

"আনন্দবাজার পত্রিকা" বলেন—"...আমরা 'শতবর্ষের বাংলা' পড়িয়া শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিয়াছি। একে বাঙ্গলার কথা, তারপর মতি বাবুর চিত্তোন্মাদিনী ভাষা। সুতরাং গ্রন্থ যে উপাদেয় হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ......শতবর্ষ ধরিয়া বাংলা দেশ কিরূপ জাতীয় মুক্তির সাধনা।

করিয়াছে, তাহার ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।...প্রত্যেক বাঙ্গালীই এই গ্রন্থ একখানি কিনিয়া সযত্নে রক্ষা করিবেন, আমরা অনুরোধ করিতেছি।"

"ভারতবর্ষ" বলেন—"...যত সংখ্যাই ছাপিয়া থাকুন তাহা অনতিবিলম্বে ফুরাইয়া যাইবে তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। 'শতবর্ষের বাংলার' কথা এমন সুন্দরভাবে আর কেহ এতদিন বলেন নাই।"

"বৈকালী" বলেন—"...চন্দননগরের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বাঙ্গালীকে শতবর্ষের বাঙ্গলার কথা শুনিয়েছেন। বাংলার আত্মপ্রকাশের ধারা গত একশত বছরের মাঝে কখন কোন দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাঙ্গালীর অন্তরের কোন্ মহাশক্তি বিকাশের সহায়তা করেছে, মতিবাবু তাই আজকার বাঙ্গালী সাধকদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। মতিবাবু শুধু লেখক নন, বাঙ্গলার একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী, বাঙ্গলার নব জীবনের বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব সাধনার তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক। মনপ্রাণ তিনি সমর্পণ করেছেন বাঙ্গালীকে নতুন করে গড়বার সাধনায়। এই মন নিয়ে, এই প্রাণ নিয়ে, বুকভরা দরদ নিয়ে, আশা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে তিনি শতবর্ষের বাংলার ইতিহাস মন্থন করে যে সত্যামৃত বার করেছেন, তা যিনি গ্রহণ করতে পারবেন তিনিই লাভবান হবেন।"

......আমরা মুক্তিকামী বাঙ্গালীকে মতিবাবুর শতবর্ষের বাংলার এই পরিচয় মন দিয়ে পড়্‌তে অনুরোধ করি। মুক্তি-

সাধনার অনেক গূঢ় রহস্য অন্তরে ফুটে উঠে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবে।"

"হিন্দুস্থান" বলেন—"...এমন সুন্দর বই অনেকদিন হইল আমাদের হাতে আসে নাই। যেমন বিষয়, তেমনি ভাষা। ...নবীন বঙ্গের ঘরে ঘরে এমন পুস্তকের আদর হইলেই আমরা সুখী হইব।"

"FORWARD" dated 28-10 24 says—"......The articles knit together form a connected history of the national movement in Bengal with a short account of the contribution made by the all India leaders to the Bengal movement and of the contributions made by the Bengal leaders to all India movement..... No Bengali home should remain without a copy of this book which is but a short history of young Bengal."

"FORWARD" dated 1-1-25. says—"Sj, Motilal Roy, the author of this small brochure, requires no introduction at our hands. .... This book shows a remarkable degree of the insight of its authour into the near past of our country. As an interpreter of the conflicting tendencies, which are moulding our complex present, of the deep spiritual basis of religious, social and political movements, Sj, Roy is most profound. There have been

men who have approached the same subject, but the sectarian note in their works has very often detracted from their value, but our author labours under no bias either sectarian or personal and this had made his book a very safe guide for any person who desires to study the many-sided problems of our present day. ....
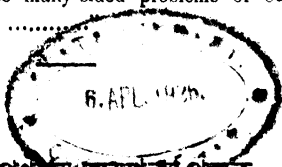
গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

—:*:—

যৌগিক সাধন	...	॥৵০
লীলা	...	।৵০
সাধনা	...	॥৵০
কর্ম্মের ধারা	...	৸০
যুগ-বার্ত্তা	...	৸০
উদ্বোধন (নাটক)	...	১৲
নারী-মঙ্গল (যন্ত্রস্থ)		

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস, চন্দননগর।